সাবিত্রী

[নাটক।]

তাংতু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিৎ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥

মহাভারত।

And add the gleam,
The light that never was on sea or land,
The glory and freshness of a dream.

Wordsworth

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত।

কলিকাতা

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নবভারত-প্রেস
ভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬

ভূমিকা।

And should your greatness, and the care
*   *   *   *   yield you time,
To make demand of modern rhyme
If aught of ancient worth be there.

Tennyson.

"সুচিন্তিতমপি পুনশ্চিন্তনীয়ম"   কবিবচন।

সাবিত্রী চরিত্র ভারতবর্ষের অতীত [illegible]যুগের [illegible] উজ্জ্বলতম রত্ন। ভারতীয় আর্য্য সমাজের দাম্পত্য আদর্শে উহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমান কালেও হিন্দুনারীধর্ম্ম এই পরম পবিত্রা, পতিযোগিনী, ও পতি-প্রাণার চরিত্রালোকেই নিদ্ধারিত হইতেছে।

সাবিত্রী চরিত্র বহু প্রাচীন; পৌরাণিকের [illegible] যেন কিংবদন্তীমুখে অস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি[illegible] দিতে উহার অনতিস্ফুট রেখাচিত্র মাত্র দৃষ্ট হ[illegible] বহুস্থলে কাব্যালঙ্কারে ও দুর্ব্বোধ্য ঘটনাসঙ্গে আছে।

মূল্য বাঁধাই ১॥০ ; আবাঁধাই ১।০ ।

প্রকাশক,

শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন।

সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

এই কারণে, পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের শক্তিশালী কবিগণের মধ্যেও কেহ, যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক, এই রহস্যময়ী নারীচরিত্রে দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই।

বর্ত্তমানে, এই পূর্ণা ও মহামা নারীমূর্ত্তিকে তাৎকালীন সমাজচিত্রপটের মধ্যস্থলে পরিকল্পন ও স্থাপন করিয়া, রেখাপাতে উন্মীলিত করিতে যিনিই চেষ্টা করিবেন, তাঁহার পক্ষেই নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য হইবে; এবং তাঁহার চেষ্টাফল কখনও সর্ব্বজনরমণীয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত অনেক নূতন তথ্য দর্শন করিয়াছে, ও সর্ব্বপ্রযত্নে অনুসরণ করিয়াছে। জগতের অন্য জাতির সঙ্গে নানা বিষয়ে তাহার ঐক্য নাই। পাশ্চাত্য মতাবলম্বীর নিকট আজ ঐ সকল তথ্য কেবলই 'কথা' মাত্র—কেবল অবোধ [illegible] ও ব্যঙ্গপরিহাসের স্থল। ভারতবর্ষ দুরবস্থাগতিকে আজ [illegible] বহুপরীক্ষিত সত্যকেও জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারিতেছে না। [illegible]বর্ষের আবিষ্কৃত সত্যভাণ্ডারের বহির্ভবন-বৃত্তি করিয়াই পাশ্চাত্যজগতের অনেকে যশস্বী হন। দশা বৈগুণ্যে, ভারতে স্বীয় কর্ত্তব্যের

সাবিত্রী।

[নাটক।]

তাংতু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিৎ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥

মহাভারত।

And add the gleam,
The light that never was on sea or land,
The glory and freshness of a dream.

Wordsworth

শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত।

কলিকাতা

২১০।৫ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নবভারত-প্রেসে
ভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬

মূল্য বাঁধাই ১৸০ ; আবাঁধাই ১।০ ।

প্রকাশক,

শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন ।

সদরঘাট, চট্টগ্রাম ।

—

ভূমিকা।

And should your greatness, and the care
yield you time,
To make demand of modern rhyme
If aught of ancient worth be there.

Tennyson.

"সুচিন্তিতমপি পুনশ্চিন্তনীয়ম্" কবিবচন।

সাবিত্রী চরিত্র ভারতবর্ষের অতীত ঋষিযুগের গুহাগত উজ্জ্বলতম রত্ন। ভারতীয় আর্য্য সমাজের দাম্পত্য আদর্শে উহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমান কালেও হিন্দুনারীধর্ম্ম এই পরম পবিত্রা, পতিযোগিনী, ও পতি-প্রাণার চরিত্রালোকেই নির্দ্ধারিত হইতেছে। --—

সাবিত্রী চরিত্র বহুপ্রাচীন : পৌরাণিক প্রবন্ধে যেন কিংবদন্তীমুখে অস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত রত্ন দিতে উহার অনতিস্ফুট রেখাচিত্র মাত্র দৃষ্ট হয়। জনের হস্তে বহুস্থলে কাব্যালঙ্কারে ও দুর্ব্বোধ্য ঘটনাসঙ্কলে চিত্রিত। আছে। ছুর-

এই কারণে, পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের শক্তিশালী কবিগণের মধ্যে ও কেহ, যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক, এই রহস্যময়ী নারীচরিত্রে দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই।

বর্ত্তমানে, এই পূজ্যা ও অবধ্যা নারীমূর্ত্তিকে তাৎকালীন সমাজচিত্রপটের মধ্যস্থলে পরিকল্পন ও স্থাপন করিয়া, রেখাপাতে উন্মীলিত করিতে যিনিই চেষ্টা করিবেন, তাঁহার পক্ষেই নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য হইবে; এবং তাঁহার চেষ্টাফল কখনও সর্ব্বজনরমণীয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত অনেক নূতন তথ্য দর্শন করিয়াছে, ও সর্ব্বপ্রযত্নে অনুসরণ করিয়াছে। জগতের অন্য জাতির সঙ্গে নানা বিষয়ে তাহার ঐক্য নাই। পাশ্চাত্য মতাবলম্বীর নিকট আজ ঐ সকল তথ্য কেবলই 'কথা' মাত্র—কেবল অবোধ্য থিওরী, ও ব্যঙ্গপরিহাসের স্থল। ভারতবর্ষ দুরবস্থাগতিকে আজ [illegible] পরীক্ষিত সত্যকেও জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত সত্যভাণ্ডারের বহির্ভবন-বৃত্তি করিয়াই পাশ্চাত্যজগতের অনেকে যশস্বী হন। দশা বৈগুণ্যে, ভারতে স্বীয় কর্ত্তব্যের

উপযোগী প্রতিভা বা উদ্দীপনা উভয়ের অভাব পড়িয়াছে।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের অনেক কথা সর্ব্বসম্মত সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রামাণ্য না হউক, অনেকেই যে সমুচ্চ কাব্যভিত্তির উপযুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেই কারণে ওয়ার্ডসোয়ার্থের "অমরত্ব বিষয়ক গাথা" জড়বাদী ইংলণ্ডে, তাঁহার স্বদেশীয়গণের চক্ষে 'ভ্রান্ত দর্শন' সাব্যস্ত হইয়াও সমুচ্চ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, যেই গুণে সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট বা গেঠের ফাউষ্টের মূলতত্ত্ব 'সন্দিগ্ধ সত্য' হইয়াও সমুচ্চ কাব্য-ভিত্তির যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, সেই কারণে বা গুণে ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত অনেক সত্যও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সর্ব্বোচ্চ কাব্যপ্রেরণার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। সহৃদয় পাঠক এই গ্রন্থের মূলেও তাদৃশ, প্রাচীন ঋষি দৃষ্ট কতিপয় তথ্যই দর্শন করিবেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রমিতের প্রথা এখনও যাবৎ অক্ষুণ্ণ আছে। ভারতবর্ষের স্বগৃহে এত সমস্ত রত্ন অতর্কিতভাবে রহিয়াছে যে, যোগ্য প্রতিভাবানের হস্তে পড়িলে সাহিত্যজগতের বিস্ময়াকর্ষণ করিতে পারিত। জাতীয় ভাবের অবলম্বন বিনা, কদাপি কোন গ্রন্থ স্থির-

জীবি হইতে বা বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারে নাই। জগতের অন্য জাতির সমক্ষে ভারতবর্ষের যেমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, জগতের অন্য সাহিত্যের সমক্ষে ভারতীয় সাহিত্যেরও তেমন একটা বিশিষ্ট বক্তব্য আছে। সুতরাং, ভারতীয় সাহিত্যকে জাতীয়ভাবে পরিস্ফুট, কিম্বা সাহিত্য চেষ্টাকে লোভনীয়-ফলপ্রসূ করিতে হইলে, উক্তরূপে সমগ্র জাতির বিশিষ্ট জীবন-তত্ত্বের নির্ভরেই গ্রন্থের ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে। লেখকের শক্তি যে সামান্য এবং পরিমিত, লেখক স্বয়ং, গ্রন্থের প্রতি পত্রে উহা অনুভব করিয়াছেন। কোন সত্যে দৃষ্টিলাভ করা হয় ত সহজসাধ্য; কিন্তু, ঐ সত্যকে ভাষা ছন্দ, রচনারর সূত্র সন্ধি, ও চরিত্রের বৈশিষ্টে, এবং পরস্পর সামঞ্জস্যে, প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনবদ্য ভাবে প্রমূর্ত্ত করা বহুমুখী প্রতিভার কার্য্য। সুতরাং নাট্য রচনায় সফলতা নিতান্ত দুরূহ—সৃষ্টি চিরকালই সর্ব্বাশ্রয়ী, সর্ব্বতো দৃষ্টিময়ী-পরমাশক্তির লীলা। তাই, সাহিত্য জগতে দ্রষ্টা অপেক্ষা স্রষ্টার গৌরবই অধিক; পরন্তু উভয়ের একত্র সম্মিলনও বিরল। প্রাচীন ভারতের স্বর্ণক্ষেত্রে, যোগাতুর ব্যক্তির অভিনিবেশ ও ঐকান্তিকী সাধনার উদ্বোধন কল্পেও এই গ্রন্থের প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থের বহু দোষের মধ্যে, স্থলবিশেষে দুই একটা অনৌচিত্য, ও শেষাঙ্কে একটা বিস্পষ্ট কালবিপর্য্যয় দোষ, বাচ্যার্থের লোভে, লেখকের জ্ঞাতসারেই রক্ষিত হইয়াছে। অবস্থা বিবেচনায় সুধীগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থের নামকরণ লইয়া চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। 'তপোবন' ও 'প্রেমের জয়', এতদুভয়ের অর্থক্ষমতা বিচারিত হইয়াছিল। পরিশেষে, কোনটাই গ্রন্থের বক্তব্য সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফোটনে সক্ষম নহে, সাব্যস্ত হওয়ায়, গ্রন্থনায়িকার পরমার্থ-দ্যোতক পবিত্র নামই গ্রন্থ ললাটে মুদ্রিত করা স্থির হইয়াছে।

২০শে আশ্বিন, বিজয়া,
১৩১৪ সাল,
সদর ঘাট।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নাটকের ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অশ্বপতি ... ... মালবদেশের রাজা।

দ্যুমৎসেন ... ... শাল্বদেশের রাজা, বনবাসী।

গৌতম ... ... ঋষি।

উদ্দালক ... ... ঋষি।

সত্যবান্ ... ... দ্যুমৎসেনের পুত্র, ব্রহ্মচারী।

সুব্রত ... ... গৌতমের শিষ্য, ব্রহ্মচারী।

সুতপাঃ, চিন্ময়, বিনয়, প্রিয়ঙ্কর ... ... ব্রাহ্মণ বালকগণ, পার্ব্বতীর শিষ্য।

গণপতি ...... মালবরাজ বিদূষক।

ব্রাহ্মণগণ, মালবরাজামাত্য, মন্ত্রী, মৃত্যুমূর্ত্তি প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মালবী ... ... অশ্বপতির রাণী।

শৈব্যা ... ... দ্যুমৎসেনের রাণী, বনবাসিনী।

সাবিত্রী ... ... মালবরাজ কন্যা।

পার্ব্বতী ... ... ব্রহ্মচারিণী।

কালিন্দী ... ... বালিকা, পার্ব্বতীর শিষ্যা।

সাবিত্রীর ধাত্রী, সখিগণ প্রভৃতি।

স্থান।

গৌতমের তপোবন ও মালবরাজধানী।

সাবিত্রী।

সাবিত্রী।

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

[পর্ব্বত গুহাদ্বারে তাপসবেশী সত্যবান]

সত্যবান। আলোক জুহিতঃ উষে বিশ্ববিকাশিনী
বিহঙ্গমে, বিশ্বদেব-হৃদয়-শায়িনি,
এস দেবি! শ্রীচরণ পরশে তোমার
শিহরিছে পুলকিত হৃদয় ধরার
গভীর অন্তর তলে; আনন্দ বিধুর
বিস্ফুরিছে শিখা সম কোরক অঙ্কুর!
ক্ষিপ্রগতি সুবিপুল লহরী মতন
ব্যাপিতেছে উল্লসিত আনন্দ কম্পন
নিখিল শ্যামল রাজ্যে; অয়ি সুনয়না,

অয়ি স্নেহময়ি অয়ি সন্নত আননা,
সুকোমল দৃষ্টি তব পরশ মতন
পড়িছে জগত বক্ষে ; নবীন জীবন
জলে স্থলে চরাচরে হতেছে বর্ষণ !
এ আলোকে এ আনন্দে এস বক্ষে মম
হে আনন্দময়ী উষে, এ নব জীবন
আমার জীবন মূলে করহ সিঞ্চন !
চির পিপাসিত আমি ; হৃদয় আমার
শুষ্ক মরুভূমি সম ; জ্ঞানের নয়ন
মুদিত কোরক সম চিরনিমীলিত ;
আমারে করহ দয়া হে নিত্য সুন্দরি !
আমি এই শৈল কক্ষে নিভৃত আঁধারে
জেগে আছি রাত্রি দিন দুটি বর্ষ ধরে'
জান তুমি ; প্রাণে মোর কি আকাঙ্ক্ষা জাগে
জান তুমি ; কহ মোরে দেবি, দয়াময়ি,
আমার সে অন্তরঙ্গ সুগুপ্ত বাসনা
করিতেছি দিবারাত্রি কৃচ্ছ্র আরাধনা
সেই লক্ষ্যে, তাহা কিগো নিতান্ত দুরাশা ?

প্রতিধ্বনি। নিতান্ত দুরাশা।

সত্যবান। অয়ি মৌনময়ি, জ্যোতিঃ!

যে আনন্দ সিন্ধু তরে তৃষিত হৃদয়
সেই সিন্ধু-সমুচ্ছ্বাস সাবিত্রী রূপসি!
কহ মোরে, কর দয়া ত্যজ মৌন আজি;
আর কেহ আছ যদি, আছ মৌনী হয়ে,
এ পাষাণী ধরিত্রীর অধিষ্ঠাত্রী কেহ,
এ নির্ব্বাক আকাশের অধিষ্ঠাত্রী কেহ,
এ নিষ্ঠুর বায়ু সিন্ধু অধিবাসী কেহ,
এ কাতর হৃদয়েরে দাও প্রত্যুত্তর—
আমার অসাধ্য সে কি? শুন মোর পণ
দ্বি দ্বাদশ বর্ষ আমি কৃচ্ছ্র সান্তপনে
যাপিব পরাক ব্রতে, নির্নিমেষ বেগে
ছুটিব সে লক্ষ্য পানে, শ্যেণপক্ষী রূপী
গায়ত্রীরে করিয়া স্মরণ।
তবুও কি সিদ্ধি মম হবেনা, হবেনা?

প্রতিধ্বনি। হবেনা, হবেনা।

সত্যবান। ধিক প্রতিধ্বনি! ওরে,—

বিশ্বের রহস্য গর্ভে গুপ্ত পরিহাস
নির্ম্মম নিষ্ঠুর! জানি সমস্ত প্রশ্নের
প্রজ্ঞা নিষেধিনী তুই বিকট রাগিণী।

তবু আমি ছাড়িব কি ? আমি সত্যবান
ছায়া দেখি ভীতচিত্ত, হইব বিহ্বল ?
সর্ব্বাগ্রে তোমারে আমি করিব বিজয়
সাধিব তোমার ধ্বংস ক্রুর প্রতিধ্বনি !
এজগতে ধ্বনি শুধু, প্রতিধ্বনি কোথা ?
বসিব সে যোগাসনে, প্রলয় আসনে,
বিশ্ব লুপ্ত হয়ে যাবে, কুহেলিকা রাশি
সূর্য্যের উদয়ে যথা ; আপনার মাঝে
শুনিব সে ধ্বনি শুধু—শুনেছিনু যাহা
একদা সুধন্যক্ষণে—অনন্ত ব্যাপিয়া
ভ্রমর গুঞ্জন সম বিশ্বজগতের
রহস্য নির্ঝর ধারা কেমনে ঝরিছে।
এখনো শোণিত বুকে, শকতি বাহুতে ;—
কি হয়েছে ? ক্ষাত্রতেজ এখনো জ্বলিছে
এ হৃদয়ে ; এই হীন দেহের পঞ্জর
এখনো ত চূর্ণ হয়ে পড়েনি ভূতলে !
করিব সাধনা আরো, প্রভো, বিশ্বামিত্র,
তুমি গুরু, তুমি গুরু মম। সেই মন্ত্র—
তপের অসাধ্য কিছু নাহি এজগতে।

[সত্যবানের গুহান্তরে গমন ও নেপথ্য হইতে গান করতঃ সুব্রতের প্রবেশ]

গান।

বিকচ বিশ্বের ফুলে পড়েছে রবির আভা,
শিহরি' উঠিছে মরি আকাশে ভূতলে শোভা!
মেঘেরা আনন্দভরে
ভাসিছে আকাশ সরে—
পূজিয়াছে বিশ্বদেবে দিয়ে যেন রক্তজবা!
আকাশেতে, হৃদয়েতে
হৃদি হতে আকাশেতে
হাসিছে ভাসিছে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী মনোভরা।

সুব্রত। বার বার আর্য্য উদ্দালক
সুধিছেন সত্যবান কোথা; তাই আমি
আসিয়াছি লইতে তাহারে, কই, কোথা?
এই সেই মহাগুহা—অহো কি ভীষণ!
অনন্ত পাষাণ রাশি গর্ব্বোন্নত মুখে
পড়িতে পড়িতে যেন রহিয়াছে স্থির!
এই দেশে প্রিয় সখা সত্যবান মম?
এমন সুশীল ধীর, প্রশান্ত গম্ভীর
দয়ার দর্পণ সম নির্ম্মল হৃদয়ে

একি ব্রত শিখাইলি রে পাষাণ রাশি ?
ভুলিতে আপন ধর্ম্ম ; দলিতে চরণে
স্নেহ প্রেম দয়া আদি বিধির সৃষ্টির
মধুর আনন্দ নীতি ! শিখাইলি ওরে
ভাবনা ভঙ্গিম মুখে কুঞ্চিত ললাটে
নিবসিতে তোরি মত উদ্ধত গরবে
আপন হৃদয়াসনে নিষ্পন্দ নিশ্চল ?
সত্যবান ! কই সত্যবান !

নেপথ্যে। কে ?

সুব্রত। আমি, সুব্রত।

নেপথ্যে। সখা, ফিরে যাও।
আজি আমি অপ্রস্তুত তোমা সম্ভাষিতে
আজি মোরে রাখহ একাকী।

সুব্রত। ফিরিলাম আমি।
শুন' আমি এসেছিনু লইয়া বারতা—
মহাঋষি উদ্দালক—

নেপথ্যে। আর্য্য উদ্দালক !
কোথা তিনি, কি তাঁর আদেশ ?

সুব্রত। ইচ্ছা তাঁর,
গৌতমের তপোবনে লইতে তোমারে।

নেপথ্যে। তিষ্ঠ, ক্ষণকাল। [পটপরিবর্ত্তন।

২য় দৃশ্য।

[গৌতমাশ্রম পথ—পার্ব্বতী ও তাপসবালকগণ]

বালকগণ (সোৎসাহে) ওই যে ! ওই এসেছেন !

সুতপাঃ। ওই সেই,

মহাদন্তী, সুবিশাল শৈলটঙ্ক মত

সমুন্নত, দাঁড়াইল তপোবন পথে !

ধীশক্তিতে মানুষের মত, আজ্ঞাবহ

ওই করী ; দেখ নমিছে ভূতলে ; ওই—

জ্যোতির্লীলাময়ী-দৃষ্টি উষাদেবী সমা,

সখিসহ রাজসুতা !

[সখীসহ সাবিত্রী ও রাজামাত্যের প্রবেশ]

সাবিত্রী। সখি,

মম নিবেদন কহ অমাত্য সত্তমে—

অনুদ্ধত ভ্রমে যেন অনুচরগণ

ধর্ম্মারণ্য হ'তে দূরে দূরে ; মনে রাখি

আশ্রম মর্য্যাদা।

অমাত্য। যে আজ্ঞা কল্যাণি,

চিরাভ্যস্ত অনুচরগণ; সুবিনীত—
আশ্রমের মর্য্যাদা পালনে; জানে তারা,
অগ্নিগর্ভা সমী মত এই তপোবন
মহাতেজা অক্ষপাদ নিবসেন যথা।

[প্রস্থান]

সাবিত্রী। (অগ্রসর হইয়া)
প্রণাম, প্রণাম শত গুরুজন পদে
সখি সহ সাবিত্রীর।

সকলে। স্বস্তি, সুমঙ্গল!

সুতপাঃ। দেবী, লহ এই দীন উপহার আজি
সুতপার—ক্ষুদ্রবন যূথিকার মালা;
উষার হাসির মত সমস্ত কাননে
বিন্দু বিন্দু পরিকীর্ণ, যত্নে অবচিয়া
মৃণালের সূত্রে আজি এনেছি গাঁথিয়া।
তব প্রতি হৃদয়ের প্রীতিরস মম
শান্ত, শুচিকান্তি; ইহা তারি প্রতিনিধি
প্রতাগ্র, উজ্জ্বল; দেবি, লহ' পর গলে।

চিন্ময়। দেবি, আমি আনিয়াছি এই অকিঞ্চন
সুপবিত্র মুঞ্জতৃণ রচিত কঙ্কণ।
লহ', পর' করে সাধ্বি, তপোবন-প্রিয়া!
তাপসী ও গৃহবধূ সম যুগপৎ
হও শোভমানা।

কালিন্দী। (সাশ্রুনেত্রে) হে দেবি, আমার এই—
ক্ষুদ্র উপহার ফল লও সর্ব্ব আগে!

অন্য সকলে। লও মোর—
মোর ফল সকলের আগে!

সাবিত্রী। (সস্মিতা) তোমাদের এইরূপ ব্যাকুলতা হেরি'
ধন্য মানি আপনারে। কি দিয়ে শুধিব
এই স্নেহ-ঋণ আমি! তোমরা সরল
দেবতার স্নেহ দৃষ্টি সম; ভগবান
গৌতমের অন্তেবাসী; আমি প্রত্যেকের
স্নেহপ্রার্থী; অগ্রপর নাহিক ইহাতে।
ত্যজ অমর্ষের ভাব প্রার্থনা আমার।
(সকলের উপহার একে একে গ্রহণ)

কজ্জলা। আমি বুঝি কেহ আর নহি?

কালিন্দী। তোমাকেও

দিব মোরা ; আমাদের কুটীর সম্মুখ
তোমার চুলের মত কাল জম্বু ফলে
ছেয়ে গেছে ; আমাদের আশ্রমের পথে
বকুলের গাছ গুলি সুপক্ক লোহিত—
তোমার নোলক সম--ছাইয়াছে ফলে
তাই দিব ভরিয়ে আঁচল !

সাবিত্রী। সখি, সখি !
ধরেনা অঞ্চলে মম স্নেহ গুরুভার
উপহার ইহাঁদের,—রাখহ যতনে।

[তথা কার্য্য

পার্ব্বতী। দেবি, লহ আশীর্ব্বাদ
অকিঞ্চন তাপসীর ; পম্পা সরসিজ,
তোমার হৃদয় মত জ্যোতিঃ-সমুৎকল
উৎপলের বীজদলে গ্রথিত মালিকা।
হও জপমালা মত পবিত্র শীতল !
এ সংসার বিষসিন্ধু, জীব' অকলুষে,
পঙ্কিল সলিলবাসে রক্তোৎপল সম
অমলিন সহজ মহিমা !

সাবিত্রী। (মস্তকে ধারণ) ভগবতি,
সৌভাগ্য আমার।

বিনয়।　রাজ কন্যা এসেছেন আজি
বিস্তৃত বিটপী পল্লী তপোবন পথে
চল মোরা এ সংবাদ যাই বিঘোষিয়া!

(গমনোদ্যোগ)

অন্য সকলে।　চল চল।

পার্ব্বতী।　তিষ্ঠ! অহে কালিন্দী বিনয়!
অবিনয় অস্থিরতা আশ্রমের নহে।

সাবিত্রী।　ভগবতি, আর্য্য সুব্রত কোথায়? কোথা
মহামতি শ্বেতকেতু? সুবর্চ্চাঃ প্রমুখ
পূজনীয় ঋষিগণ? যাদের সদয়
পূত আবাহনী সম নেত্রের আলোকে
আশ্রমের পথ মম করিত উজ্জ্বল!
আজি কেন স্নেহাশীষে বঞ্চিত এ দাসী?

পার্ব্বতী।　রাজপুত্রি, ঋষিকুলে সূর্য্যসম যিনি
তেজোময়, বয়োজীর্ণ শিত কেশ ভারে
জ্যোতিরম্বরিত হেন দেখায় যাঁহারে,
মহা ঋষি উদ্দালক, এই তপোবনে
করেছেন পদার্পণ আজি; তাই যতিগণ
তপোবন তরুমূলে মিলেছেন সবে
পূজিতে তাঁহারে।

সাবিত্রী। (সোৎসাহে) দেবি, বড় ভাগ্য মানি,
আসিয়াছি সুসময়ে ; নিরখিব আজ
ঋষির জগত-পূজ্য পবিত্র চরণ।
আশ্রমে আশ্রমে তাঁর উদাত্ত গম্ভীর
শুনিতেছি বেদ গাথা ; যোগিনী সন্ধ্যায়
ভাবময়ী মূর্ত্তি যেন ফেলিছে নিশ্বাস
ঋষির ছন্দের মাঝে ; চির কুতুহল
দেখিব তাঁহারে।

পার্ব্বতী। সাধু এ প্রস্তাব তব ;
কিন্তু পরিশ্রান্তা তুমি ; ক্ষণিক বিশ্রাম
ছিল ভাল ; জানি আমি বারণে ভ্রমণ
নিতান্ত আয়াসে দেহ ; চরণের তলে
অবিরত ভূকম্পন যেন।

সাবিত্রী। নহে দেবি,
চিরাভ্যস্ত পথক্রমে দাসী ; তাহে যবে
তপোবনে প্রবেশিনু, হবির্গন্ধময়
ছায়াশিশিরিত ধীর প্রভাতের বায়ু
মায়ের অঞ্চল সম শীতলিছে মোরে ;

দূরে গেছে অবসাদ ; মম দেহ মন
আনন্দে এ প্রভাতের পুষ্পকলি সম
চাহিছে বিস্তৃত হতে, কহিনু তোমারে'

(পরিক্রমণ)

সুতপাঃ। আর্য্যে, পূর্ব্ব দিকে
অতি সুবিগম পন্থা—শ্যামতৃণাবৃত,
ভগবান মাণ্ডব্যের কুটীর সম্মুখ
উত্তরিয়া গিয়াছে দক্ষিণে।

পার্ব্বতী। এই পথে এস শুভে, নবীন অঙ্কুর,
উঠেছে কর্ত্তিত মূল কুশস্তম্ব হতে,
অতি সূক্ষ্ম, ভূমিভেদী জ্যোতিরেখা যেন,
সাবধানে করো' পদার্পণ ; বিঁধে যাবে
কোমল চরণে তব ঈষদ্ পরশে।
ওইটি কণ্টকীতরু, উন্মুখ আগ্রহে
পড়েছে নমিয়া পথে শাখা প্রসারিয়া
দুর্ম্মূল্য দুকূল তব আলিঙ্গি ধরিতে ;
এসো সাবধানে।

[সাবিত্রী পার্ব্বতী ও সুতপাঃ প্রভৃতির প্রস্থান]

বিনয়। আরে থাম্ ; সেখানে গিয়ে কি হবে ? কিছু
বুঝবে কি ? চল্ এখানে খেলা করা যাক্।

গাছে চ'ড়ে, পাখী হয়ে সাড়া দেওয়া যাক্।
তুই কোকিল হ' ; তুই ঘুঘু হ' ; আর তুই কি
হবি', তুই পেচা হ'।

কালিন্দী। না, আমি কোকিল হ'ব।

অন্য সকলে। আমি কোকিল! আমি হব কোকিল
আমিও হ'ব ঘুঘু।

বিনয়। আচ্ছা, না, চল্ আগে একটা ঠিক করা
যা'ক। দেবী পার্ব্বতী যাকে বেশী ভাল
বাসেন সেই হবে কোকিল।

সকলে। আমাকে বেশী ভালবাসেন।

কালিন্দী। আমাকেই বেশী ভালবাসেন।

বিনয়। আর বকিস্‌নে, ব্যাকরণের একটা সূত্র পড়তে
যার একদিন লাগে!

কালিন্দী। আর নিজের কথাটি বুঝি মনে থাকে না,
সেদিন যে দেবীসূক্ত পড়তে গিয়ে থ' হয়ে
দাঁড়িয়েছিলে।

বিনয়। যা'ক্, যা'ক্, তবু তোর চেয়ে আমি বেশী
পড়ি।

কালিন্দী। ভারি বেশী পড়িস্। বল্ দেখি স্ফোট কা'কে
বলে?

বিনয়।　বিদ্বান্ আর কি! সেদিন আর্য্যা সুতপাঃকে বোঝাচ্ছিলেন; বুঝি শুনেছেন!

কালিন্দী। তা' না' হো'ক, বল না? তুমি জান না দেখতে পাচ্ছি!

বিনয়।　আমি কি আর জানি? আমাকেই সেই দিন দেবী শাসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ত শাকটায়নের এক ছত্রও পড়িনি!

কালিন্দী। [উচ্চহাস্যে] ওরে! বিনয়কে হারিয়ে দিয়েছি!

অন্য সকলে। [নিকটস্থ হইয়া] কি হে বিনয়?

বিনয়।　আমি ব'লবনা। তোদের ব'লব কেন?

[সকলের করতালি ও উচ্চহাস্য]

[সুতপার পুনঃপ্রবেশ]

সুতপাঃ। ওরে, তোরা কি করিস হেথা!
সত্যবান এসেছেন গুহার বাহিরে;
করিছেন বেদপাঠ ঋষি সন্নিধানে,
দেখিবি ত ছুটে আয়। অতি অচরিত
তাঁর সেই স্বরলয়; রাগিনী গম্ভীর
অগাধ আবর্ত্তময়ী ত্রিস্রোতার সম;
শেষ হল বলে!

কালিন্দী। চল্ চল্; দেখবি রাজপুত্র কেমন সন্ন্যাসী
সেজেছেন।

প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।

[আশ্রম চত্বর; দেবদারু বেদিকায় উদ্দালক গৌতম
উপবিষ্ট; সম্মুখে যথাস্থানে ঋষিগণ, সুব্রত
সাবিত্রী কজলা পার্ব্বতী ও তাপস
বালকবালিকাগণ উপবিষ্ট]

উদ্দালক। সত্যবান, এই যে পড়িলে
আরণ্যক ছন্দোগাথা, মর্ম্মার্থ ইহার
বুঝিলে কি? বৎস সন্ন্যাস আশ্রম
সকলের গ্রহণীয় নহে; গৃহী যারা
অন্য আশ্রমীর তারা একান্ত আশ্রয়।

ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয় ফুলের মতন
মানবের সুশীতল গৃহের প্রাঙ্গণে।
বয়োভেদে আশ্রমের ভেদ। এ সংসারে
গভীর রহস্যময় ধর্ম্মের জীবন—
রুদ্ধ প্রস্তরের উর্দ্ধে, নিভৃতের পুরে
আত্মগত কৃপারসে হয় বিকশিত।

সাবিত্রী। [স্বগত] ইনি সেই সত্যবান্!
জ্যোতিঃ জটারুক্ষ মুখ সূর্য্যের মতন
স্ফুট কান্তি! সেই দিন দেখেছিনু যারে
ধ্যানের অতলে মগ্ন মুরতি গম্ভীর,
গুপ্ত মণি খণ্ড যেন গিরি গুহাতলে!
নাহি জানি, রাজপুত্র কোন্ কামনায়
সুকঠোর তপঃশ্রমে পীড়িছেন দেহ!

সত্যবান। [করপুটে] ভগবন্,
এ জগৎ মরীচিকা, মায়া সৃষ্ট যদি,
অলীক, রজ্জুর প্রতি সর্পভ্রম যথা—
নহে কি সন্ন্যাস শ্রেয়ঃ? মিথ্যা মোহজাল
ছিন্ন করি, আপনার অখণ্ড স্বরূপে
অবস্থান, ইহাইত সর্ব্বোচ্চ সাধনা!

উদ্দালক [সস্মিত] সত্যবান্,

সে অতি দুরূহ কথা ; প্রকৃত সন্ন্যাস
নহে কভু মানবের আয়ত্ত অধীন।
সংসার বন্ধন বৎস, শোণিত মতন
প্রাণীর অপরিহার্য্য—ছাড়িলে ছাড়ে না!
এ জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া মিথ্যা নহে
মানবের কাছে বৎস ; সে মহা বিজ্ঞান
মহতী সাধনাতলে আছে লুক্কায়িত।

সত্যবান। কি কহিব হীনমতি আমি ; গুরুদেব,
সমস্ত ভরসা মম ও পদযুগল
ভারত জগত পূজ্য। দুর্ব্বল হৃদয়ে
জাগিছে যে আশা, নহে অজ্ঞাত তোমার।
পঞ্চম বরষ হ'তে দাস বনবাসী।
তুমি জান এ জীবন বহে কোন্ পথে।
দয়া কর যদি প্রভো, তুচ্ছ এ সংসার ;
সংসার বন্ধনে আমি নিক্ষেপিব দূরে
পদলগ্ন কণ্টকের সম।

সাবিত্রী। [স্বগত] এই ভাষা! এই কণ্ঠ!
নাহি জানি প্রাণ আজি এতই উৎপূর
পুলকে পূরিছে কেন নিমেষে নিমেষে!
এতকাল লক্ষ্যহীন হৃদয় আমার

বিচরিত দিকে দিকে অজ্ঞাত পিয়াসে—
আজি যেন নির্নিমেষ নিরস্ত নয়ন !
সুতৃপ্ত বাসনাজাত স্থির শান্তি ছায়া
পশিয়া হৃদয়ে, গেছে প্রাণের অতলে !
পারিনা বুঝিতে কেন ! [প্রকাশ্যে, করপুটে]

দেব ভগবন্,

ক্ষম এ দাসীর প্রগল্ভতা। জ্ঞানহীনা
বালিকার অন্ধ হিয়াতলে, অতি ক্ষীণ
বিশ্বাসের দীপ—প্রভা, আজ তাই যেন
সংশয় কুহেলিচ্ছন্ন হইল সহসা।
এ বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু মাঝে
বর্তমান বিশ্বনাথ অনন্ত স্বরূপে,
তপ্ত লোহে বহ্নিসম; মানবহৃদয়ে
প্রীতি স্নেহ দয়া দেব তাঁহারি প্রকাশ
সহস্র প্রবাহে, প্রাণে জানিতাম আমি।
বিশ্বের সেবায় তুষ্ট বিশ্বের ঈশ্বর,
এ ত তাঁহারই সেবা ! বিশ্ব মাঝে তিনি
ইন্ধনের সহযোগে হুতবহ সম
প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল ; জানি, তারি মধ্য দিয়া
তাঁহার অলখ লোকে রহিয়াছে পথ !

উদ্দালক। [নিম্নস্বরে গৌতমের প্রতি]

ঋষিবর, কে এই প্রতিভাময়ী বালা
শুক্লাম্বরী-পরিহিতা, বহুমধ্য হতে
অর্ঘ্য মধুর বাক্যে সম্ভাষিছে মোরে?

গৌতম। ঋষে, তিনি অশ্বপতি রাজার দুহিতা
সাবিত্রী, চরিত্রবতী বিনয়শালিনী,
অরুন্ধতী প্রিয় শিষ্যা। জন্মেছে ইঁহার
শাস্ত্রের সুতীর্থগ্রহে মার্জ্জিত নির্ম্মল
সরল ভেদিনী বুদ্ধি সূর্য্যরশ্মি সম।

সত্যবান্। [স্বগত] এই কি সাবিত্রী, এই মহীয়সী নারী
সম্মুখে! সাবিত্র তেজঃ প্রজ্জ্বলিতা যেন!
কোথা যেন দেখেছি ইঁহারে!—অসম্ভব।
ইনি মম পিতৃশত্রু মদ্ররাজ সুতা?
ছি ছি—[illegible] য়,
এখনো এ সংসারের মায়া-উপস্থিত
অলীক সংস্কার-জাল না'রিলি বুঝিতে!

উদ্দালক। বৎসে, চিনিলাম তোমা; বশিষ্ঠ আশ্রমে
শুনিয়াছি সুচরিত কাহিনী তোমার।
সুলক্ষণে, চিরঞ্জীব,—করি আশীর্ব্বাদ।
যা কহিলে সত্য তুমি; পবিত্র মধ্য দিয়া

বিশ্বেশ্বর পদতলে মিশিয়াছে পথ

সরল সহজ। এই মানব হৃদয়

সেই জ্যোতিঃ সন্ধানেতে বিশ্বের মতন

প্রয়াণ প্রবৃত্তি লয়ে হয়েছে উদ্ভূত।

উত্তম সহায় ইহা সংসার আঁধারে

মানবের—যদি শুধু বিভ্রান্ত মানব

হৃদয় দর্শিত পথ করে অনুসার।

[মহিষী কর্তৃক ধৃতহস্ত দ্যুমৎসেনের প্রবেশ]

দ্যুমৎসেন। পতিব্রতে, এ অন্ধের তুমিই নয়ন।

কহ মোরে, ওই যার কলহংস সম

প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠ, মানব আত্মার

অপূর্ব্ব মহিমা আশা করিল কীর্ত্তন,

তিনিই ত উদ্দালক, ঋষি পুরাতন?

লও মোরে তথা।

মহিষী। প্রভু সম্মুখে তোমার

সমাসীন তিনি, ঋষি অক্ষপাদ সহ

একাসনে। উভয়ের প্রসন্ন নয়ন

চারিটী নক্ষত্র সম প্রশান্ত কিরণ

বিকীরিছে; সূক্ষ্মসূত্রে করেছে বয়ন

অপূর্ব্ব আনন্দ তত্ত্ব শিষ্য সভা ঘেরি।

দ্যুমৎসেন। ঋষিগণ, দীন মোরা হীনমতি নর
করি প্রণিপাত।

উদ্দালক। স্বাগত রাজর্ষিবর!
দীন নও, হীন নও, তুমি মহামনাঃ
যোগৈশ্বর্য্যে ধনবান জনকের মত।
তুষার শীতল কান্তি তব শুভ্রশির
উঠিয়াছে বিকশিত পুণ্ডরীক মত
জ্যোতিঃ দেবতার পানে।

দ্যুমৎসেন। ভগবন্, ইহা
সাজেনা তোমার মুখে; সমক্ষে তোমার
দাস তব, স্তনন্ধয় বালকের সম।
তুমিত সবারি আগে পেয়েছ সংবাদ—
জ্যোৎস্নাময় চিরানন্দ সে দেশের ভাতি
করেছে রজতময় সমুন্নত শিরে
সুবিপুল কেশভার তব।

মহিষী। স্বামিন্,
পুত্র তব সত্যবান প্রণমিছে তোমা।

দ্যুমৎসেন। সত্যবান! কই কোথা! এস বৎস এস।

এত দিন কোথা ছিলি, ত্যজে নিরাশ্রয়
বৃদ্ধ তোর জননী জনকে ?

[হৃদয়ে ধারণ করতঃ অবস্থান]

পার্ব্বতী। রাজপুত্রি,

দেখ দেখ, স্নেহরস উদ্বেল প্রবাহ
পিতৃ হৃদয়ের ; এই অদ্ভুত মিলন !
যেমতি দেবতা তুল্য জনক জননী,
তেমতি অদ্ভুত কন্যা মিলেছে তনয়।
সমস্ত এ পরিষৎ, আকস্মিক বাতে
পরিক্ষুব্ধ, চঞ্চল অশ্বত্থের মত
স্নেহ সঞ্চলিত হয়ে উঠিল সহসা !
ইনি সেই হৃতরাজ্য শাল্ব অধিপতি।

সাবিত্রী। [সনির্ব্বেদ] জানি দেবি, জনক আমার—

পার্ব্বতী। সুচরিতে,

কেন এই গ্লানি বাক্য ? সংসারী যাহারা,
হিংসা ক্রোধ তাহাদের পরিহার্য্য নহে !
পিতা তব রাজ্যধন করিয়ে হরণ,
করেছেন অভিষিক্ত ওই দীনহীনে
[illegible],
জানি আমি তাহা। ওই অন্ধ অকিঞ্চন

মানাস্পদ ? সুধা আজি তুচ্ছ করে দূরে ;
সাধিলেও না করে গ্রহণ।

সাবিত্রী। ভগবতি,
জানি তাহা—বীতস্পৃহ আজি নরপতি।
সুধা সমর্পিত হলে পরিত্যাগে কভু
শোভিতে ?—তবু কেন না সরে হৃদয় !
কতদিন মনে করি, যাইব নিকটে ;
বন্দিব চরণদ্বয়, করিব বিনয়ে
ক্ষমা ভিক্ষা, অন্যায় আচরণ তরে।
পারি না ;—সঙ্কোচে ভয়ে বিরোধে চরণ
কণ্টকিত হয় যেন !

পার্ব্বতী। অমূল আশঙ্কা তব।

দ্যুমৎসেন। ভগবন্—

পার্ব্বতী। উচ্ছ্বসিত হৃদয় রাজার ;
কি বলিতে কণ্ঠরোধ হইল সহসা !

দ্যুমৎসেন। ভগবন্,
পূজনীয় ঋষিগণ, করি নিবেদন।
দিবাব্যাপ্ত ভুবনের রাজকার্য্য সাধি,
হীনবল ক্ষীণ-আয়ুঃ যান অস্তবাসে
দিন দেব ; নিদাঘের প্রবেশ আভাসে

সংবরি, কুসুম সজ্জা, পাখীর সঙ্গীত,
আকাশে সক্ষম চিত্র মেঘের কেতন
যান চলি, পৃথিবীর পুলক যৌবন
ঋতুপতি—সকলেরি রয়েছে সময়।
এই মম পুত্র সত্যবান্—
দেখ সবে, দয়া করি দেখ একবার,
চক্ষুহীন আমি—আমি ধরিয়াছি বুকে
মাণিক, না অঙ্গার [illegible]! কহ সবে,
বয়স বিংশতি পঞ্চ, উজ্জ্বল যৌবন
ক্ষত্রশিশু—এই কি হে প্রতিরূপ তার?
কেন হেন, দয়া করি জিজ্ঞাস' ইঁহারে।

গৌতম। রাজর্ষি,
এতক্ষণ হতেছিল সেই আলাপন
তব পুত্র সহ, মোরা বুঝাইনু সবে,
প্রবেশিতে গৃহাশ্রমে স্বধর্ম্ম পালনে।
কিন্তু, পুত্র তব অটল। ইচ্ছিত পথে
স্থির-বিনিশ্চয় বলি' বুঝিনু ইঁহারে।

দ্যুমৎসেন। কেন পুত্র, কোন দুঃখে ছাড়িবে সংসার?
আমি ভাগ্যহীন;
কে আছে আমার মত দুঃখী রাজকুলে!

চিরদিন ভ্রমিতেছি বন পশু মত
বনে বনে। জগতের প্রকাশে ভাস্কর ;
ভাস্করের প্রকাশক নয়ন রতন
হারায়েছি বহুদিন। মানবের নামে
যোগ্য নহি আমি, পুত্র ; হয়েছি স্খলিত
জগতের সুপ্রশস্ত রাজবীথি হতে।
তুই একমাত্র আশা ; সংসার বিটপে
একমাত্র স্নেহ গ্রন্থি, তুই জনমের।
আশা মম, ভারতের রাজ সিংহাসনে
দেখি তোমা, ধ্রুবকীর্ত্তি মান্ধাতার মত,
লভিব সমাধি। তাই, শৈশব হইতে
শিখায়েছি সর্ব্ববিদ্যা ঋষিদের কাছে।
শস্ত্রে শাস্ত্রে অদ্বিতীয় তুমি পুত্র মম ;
ত্যজিবে সংসার কেন ?

সত্যবান। [নতজানু] পিতৃদেব
সুখদুঃখ মানবের মনের বিকৃতি।
নাহি তার ধ্রুব মূর্ত্তি, প্রভাব প্রকার।
ক্ষম পিতা, এই তব দুর্ব্বৃত্ত তনয়ে ;
সংসারে পশিতে দীনে কহিও না আর।
সংসার বিষম অতি ; মানব তাহার

জন্মিয়াছে—একরাশি মৃত্তিকার মাঝে
এক বিন্দু আলো শুধু—জড়ের ব্যাপারে
মোহিত, নিশ্রিত লিপ্ত অনুলিপ্ত হয়ে।
দেবের বাসনা লয়ে উড়িবারে চায়,
মাটীর প্রবৃত্তি ভরে নিয়ে আসে নামি—
চির দিন এ সংগ্রাম মানব হৃদয়ে।
মানুষে শার্দ্দুলে পিতা নাহি থাকে ভেদ,
মলিন বাসনা যবে শোণিত সংযোগে
অনলের মত হয়ে ছুটে দেহ নয়!
সংসার বিষয়াসক্ত মানব প্রকৃতি
উন্মত্ত করীর মত অতি ভয়ঙ্কর।
তাড়না উচিত, তাই ধ্বংস সমুচিত
বৈরাগ্য অঙ্কুশে! পিতা, কর আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধকাম হই আমি। সংসার-বৈভব
অতি তুচ্ছ তার কাছে।

সাবিত্রী। [স্বগত] এই দেশে! এতদূরে—এক দিনে তুমি!
মনে হয়, ঘুরিয়াছি তোমারে চাহিয়া
জন্মে জন্মে কল্পে কল্পে আঁধারের দেশে
কত কাল, হে অজ্ঞাত! এত দিনে আসি
হেথায় দেখিনু তোমা! কি কহিছ কথা—

আনন্দ লহরী যেন উঠিছে হৃদয়ে !
যে পথে চলেছ তুমি, হায় আমার
কখনো উৎসাহ নাহি সন্ধানে তার।
শতকণ্ঠে কহিতেছে—"নহে, নহে, নহে"
"শ্রেয়ঃপথ নহে তাহে ;" কেমনেতে তবু
নাহি চাহে—মনে হয় তব পদতলে
পড়ে রহি, পূজাফুল যেন ; শুনি' আর,
নীরব শিষ্যের মত, সুগভীর বাণী—
তত্ত্বদর্শী, সর্ব্ব জ্ঞান বিনয় নির্ম্মল।

সুব্রত। সখা, তবুও এ গৃহে
একই সম্পদ দেখি, ভাণ্ডার অভাবে
নিবৃত্ত হয় কি কভু মানবের ক্ষুধা ?
কেন তবে গৃহ ছাড়ি যাবে বনাশ্রমে ?

সত্যবান্। সখে সখে, ক্ষান্ত হও ; তর্ক জ্ঞান নহে ;
তর্ক অনুভূতি নহে—নির্ম্মম নিঠুর
কথার প্রাচীর দিয়ে বেঁধে সুবিমল
সত্যের আনন্দালোকে ; তর্কের বিশ্রাম
হয়ে গেছে, বহু দিন।

উদ্দালক। আর নহে—বুঝিলেত পুত্রের মানস ?
পিতা তুমি—কি কহিবে, দাও প্রত্যুত্তর।

শৈশব হইতে আমি তনয়ে তোমার
দেখিয়াছি ; [illegible]
অনল প্রদীপ্ত যেন মস্তক লইয়ে
এসেছিল পুত্র তব, মম সন্নিধানে
দীক্ষা তরে। বহুমতে নিবারিয়া তারে
বলেছিনু, "যাও বৎস, অধিকারী নহ"।
সেই হতে পুত্র তব, মন্ত্রণা বিস্ময়
মগ্ন আছে, বৃক্ষতলে এই মহাতপে!
বিস্মিত হয়েছি আমি স্বল্পবয় শিশুর
এ অপূর্ব দৃঢ়তা হেরিয়া! নাহি জানি,
কি আছে অদৃষ্টে এর ভবিষ্য আঁধারে?
রোধিওনা পুত্রে তব অভীপ্সিত পথে।
ইচ্ছা মম—দাও স্বাধীনতা।
পরাধীন অন্ধজন পরহস্ত ভরে
ধীরে চলে সর্ব্বক্ষণ। দুর্দ্দম প্রতিভা,
সর্ব্ব নিকর্ষিণী চণ্ডী শক্তির আবেগে
ছুটে যায়, বেগবতী স্রোতস্বতী-গতি
আপনারি হাতে করে পথ আপনার—
বাধা তাহে, নিষ্ফল যন্ত্রণা।

সাবিত্রী। [স্বগত] ধন্য ঋষিবর!

অশ্রুত শুনিনু আজি—মনের আমার
এ অপূর্ব স্বাধীনতা-কথা।

নেপথ্যে। [শঙ্খধ্বনি।

গৌতম [দণ্ডায়মান হইয়া] আর নহে—অতিবাহু বেলা
ভঙ্গ হোক এই বেলা হেথা পরিষৎ।
গগনের মধ্য হতে দেব অংশুমালী
তপোবন বিটপীর অগ্রশিরোপরি
সরল প্রখর-রশ্মি করিছে বর্ষণ।
সকলের প্রতি মম এই নিবেদন,
আজি সবে আতিথ্য গ্রহণ
করুন সদয় হয়ে কুটীরে আমার।
অপরাহ্নে মিলিব সকলে।
এই পুরাতন ঋষি জ্ঞানের ভাণ্ডার
ইতিহাস পুরাণের খনি। বড় ভাগ্যে
মিলেছে সজ্জন-সঙ্গ। ভগীরথ যবে
আনিলেন স্বর্গ হতে পাবনী ধারায়
ধরাতলে, নরনারী ভক্তিফুল্ল প্রাণে
ঘট ভরি', থালী ভরি' অসীম আগ্রহে
নিয়েছিল সে অমৃত মহা কোলাহলে;

মোরা আজ এ সুযোগে ঋষিবর হতে
যাহা পাই করিব গ্রহণ।

কলে [সানন্দে]   যে আদেশ।

[প্রস্থান]

ত্যবান। [স্বগত] আবার কি হইল আসিতে?
ক্ষণেক তিষ্ঠিতে হেথা নাহি লয় চিতে।
এতদিন সঙ্গহীন ছিনু গুহাতলে।
আজি যেন লাগিয়াছে কোথা আর্দ্র বায়ু
সংসারের, হৃদয় করিছে অনুভব!
যাই শৈল কক্ষে, সেই পূত জ্যোতিঃ আশে,
সংসার দহন-দীপ্তি রয়েছে যথায়।

াবিত্রী। [স্বগত] যাও তুমি! উৎসহিছে কিন্তু প্রাণ মন
তব ওই সুপবিত্র পদপংক্তি তলে
রক্ত শতদল হয়ে উঠিতে বিকশি'।
সংসার-বিরাগী তুমি; অবলা জনের
আবেগী হৃদয় তুমি দ্বিগুণ ঘৃণায়
জানি কর অবহেলা; কিন্তু যদি শুধু
দেখিতে পরখি, যদি পারিতে দেখিতে—
সবারি বাহির নহে ভিতর যেমন,
সকলে মনের বাস পরে না শরীরে!

অহো! তবে নিশ্চিত কি বুঝিতে না তুমি—
এই কলাকার নারী গর্বিত হইতে
উত্তম সঙ্গিনী চির জীবনের পথে
তোমার, পুরুষশ্রেষ্ঠ!

কজ্জলা। [প্রত্যাবৃত্ত হইয়া]
সখি, সখি কি করিছ বসিয়া হেথায়?
সকলে গিয়াছে চলি, অবনী লোলিত
প্রস্তর মূর্তিটি যেন রহিয়াছ বসি'?
কি ভাবিছ? উঠ, চল সখি— ঐ দেখ
অঙ্গুলী সঙ্কেত ভরে ডাকিছেন তোমা
পার্বতী।

সাবিত্রী। [চমকে] সখি, চল তবে।

[প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য।

[মদ্রদেশের রাজধানী ; রাজান্তঃপুর, রাজা ও রাণী
এবং মন্ত্রী]

রাজা। কি বলিলে ? বিদ্রোহ সম্ভব
শাল্বদেশে ?

মন্ত্রী। হৃতরাজ্য শাল্বপতি কাননে কাননে
ভ্রমিছেন পুত্রসহ ; কি উদ্দেশ্যে কেহ
পারে না বুঝিতে। চির নিরাশ্রয় ক্লেশ,
কঠোর জীবন তাঁর প্রবাদের মত
বহে জানপদ মুখে ; সদা রাত্রি যোগে
প্রতিগৃহে মন্ত্রণার, সমবেদনার
গুপ্তবাণী উঠিতেছে কুজ্ঝটিকা মত
নীরব আকাশ পানে। হোথা পুত্র তাঁর
অদ্বিতীয় শস্ত্রপাণি ; সমস্ত ভারত
ক্রমশঃ ছাইছে তাঁর জ্ঞানবীর্য্য-কথা !
যে আশ্রমে সত্যবান করেছে প্রবেশ,
সবি নিষ্কণ্টক সেথা ; একাকী শাসিছে
অনার্য্য রাক্ষসে, তপোবিঘাতকগণে।

এই বীর সত্যবান দুই বর্ষ ধরি'
মগ্ন আছে মহাতপে।

রাজা। মহাতপে! কেন?
কি উদ্দেশ্যে?

মন্ত্রী। গৌতমের তপোবন হতে
দুই ক্রোশ দূরে, এক আছে মহাগুহা।
তথায় উপাংশুবাসী ক্ষত্রিয় তনয়
বাতাহারে অনাহারে নাশিছে শরীর
কায়ক্লেশে, হৃদয়ের উপান্ত নিবাসী
প্রিয়তম বন্ধু তার, সেও নাহি জানে,
কি উদ্দেশ্যে।

রাজা। দেখ মন্ত্রী,
মোদের অরিতা ইহা কুল ক্রমাগত।
তুমি জান, কি কৌশলে অথর্ব অন্ধেরে
করিয়াছি রাজ্যচ্যুত নীরক্ত সংগ্রামে।
এখন ছাড়িব তাহা? সত্যবান পরে
রাখিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জানপদ মুখে
বাহিরে বিরক্তি-চিহ্ন, ভয় প্রদর্শনে
প্রণয়প্রকারে কিংবা। বিদ্রোহের আগে
হৃদয়ের অসন্তোষ মন্ত্রণা আকারে

ভাসি' উঠে অনুক্রমে ; কালযোগে শেষে
প্রচণ্ড উৎপাতমত উঠে ধক্‌ধকি
প্রকাশি' অমোঘ বেগে। বুঝিলে ত মন্ত্রী!
শাস্ত্র একদিকে, আর সর্ব্ব একদিকে।

মন্ত্রী। যে আদেশ।

[প্রস্থানোদ্যত]

রাজা। আর শোন মন্ত্রী,
কন্যা মম সাবিত্রী কোথায়?
পেয়েছ সংবাদ কোন?

মন্ত্রী। পেয়েছি বারতা, অদ্য রজনী প্রভাতে
উপনীতা গৌতমের তপোবনে তিনি।

রাজা। এই দণ্ডে আহ্বানহ তারে।
শত্রুবিপ্রকীর্ণ স্থলে অবস্থান কভু
নহে শ্রেয়ঃ।

রাণী। মম নামে আহ্বানিও তারে।

রাজা। আজি সন্ধ্যাকালে
বৃদ্ধ অমাত্যের সহ মন্ত্রগৃহ তলে
অপেক্ষা করিও মন্ত্রি ; কলিঙ্গের দূত—
কোথা তিনি? সমাদরে রাখিও তাঁহারে।

মন্ত্রী। যে আদেশ, মহারাজ। [প্রস্থান]

৫ম দৃশ্য।

[পার্ব্বতীর কুটীর সমীপস্থ প্রাঙ্গন ; সম্মুখে বৃহৎ নিম্ব বৃক্ষ
ছায়ায় বালকগণ অধ্যয়ন রত ; কুটীরাভ্যন্তরে
গ্রন্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত। পার্ব্বতী ও
সাবিত্রীর প্রবেশ]

পার্ব্বতী। কেন ম্রিয়মানা বৎসে, পরিষদ্ শেষে
আসিছ গম্ভীর মুখে পশ্চাতে আমার!
ভাবিছ কি আজিকার দিন বিবরণ?
এই সুগভীর রণ, বৈরাগ্যে ও প্রেমে
সংসারে সন্ন্যাসে!—তর্ক পর্য্যন্ত বিহীন!
যেই পথে শত শত আরণ্যক ঋষি
একাগ্রসাধনাজীবী, ধ্যানযোগানলে
করেছেন দেহভস্ম, ধীর সত্যবান
বুধশ্রেষ্ঠ, চলেছেন তাই অনুসারি'।
কি সাহসে নিন্দি তাঁরে! আবার, এদিকে
শত লক্ষ কোটী জীব সৃষ্টিকাল হতে
চলেছে যে পথে পূর্ণ অটল বিশ্বাসে,
কিসে তারে করিব সন্দেহ! হের' এই

অপরাহ্ন, স্বর্ণপ্লাবী রবিকর মালা
পড়িছে ধরণী বক্ষে আরক্তিম মুখে
অটল বিশ্বাসে ; দিক্‌প্রান্তে স্তরে স্তরে
সায়াহ্ন জলদমালা আছে ভাসমান
হিরণাভ ; চল, মোরা উহাদেরি মত
হৃদয় নিভর শান্তি করি অনুভব।

[পরিক্রমণ]

নৃপসুতে, এস আজি এ জীর্ণ কুটীরে
তাপসীর ; উঞ্ছশীল দুঃখীজন মোরা
তবযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিব কি দিয়ে !
মণিমুক্তাময় হর্ম্যে জন্মেছে অরুচি—
বস এই অকিঞ্চন আসনে।

সাবিত্রী। ভগবতি, কেন এই উপচার ক্লেশ !
জানে দাসী, এই সব পর্ণবিনির্ম্মিত
জীর্ণ কুটীরেরি তলে, এই ভারতের
গৌরবের উৎসমাত্র রয়েছে নিহিত।

নেপথ্যে। "কেন যাবে—যেতে দেবনা"

[কোলাহল]

"তোমার নাম কি ?" "তুমি কি পড় ?"
"তুমি কোথা থেকে এসেছ ?"

"কত দূর পড়েছ ?"

"বলদেখি, শ্রোত্র কাকে বলে ?"

চিন্ময়। [নেপথ্যে]

আঃ ছি ছি ! ওসব করোনা, এখনি

আর্য্যাকে বলে দেব।

নেপথ্যে। ভ্রাতৃগণ, আমাকে অনর্থক আচ্ছন্ন করোনা,

আমি বড় দুঃখী ; আমাকে আর্য্যা পার্ব্বতীর

কাছে নিয়ে যাও।

পার্ব্বতী। কি, কি হয়েছে !

[বালকগণের সহিত কুশোদক-হস্ত প্রিয়ঙ্করের প্রবেশ]

চিন্ময়। আর্য্যে ! এই ব্রাহ্মণ বালক উপনিষদ্

পাঠার্থী হয়ে এসেছেন।

প্রিয়ঙ্কর। আর্য্যে ! [চরণে কুশোদক রাখিয়া]

দাস উরুবিল্ববাসী ব্রাহ্মণ তনয়,

প্রিয়ঙ্কর নাম মম। অতি শিশুকালে

হারায়েছি শিশু শয্যা, সৃষ্টির ললাম

স্নেহের সরসী, স্নিগ্ধ জননী হৃদয়ে।

অন্ধ জনকেরে লয়ে নগরে নগরে

দ্বারে দ্বারে ফিরিতাম মুষ্টিভিক্ষা তরে,

তাও বহুদিন নহে ! দৃষদ্বতী তীরে

ভস্মিয়া এসেছি সেই ভুবনে অতুল
হৃদয় আনন্দ গেহ। মৃত্যুর সময়
বক্ষে রাখি মোরে পিতা, চুম্বিয়া ললাট
কহিলা কাতরে—"বৎস, ভাসাইয়া তোরে
একাকী সঙ্কুল এই সংসার সাগরে,
চলিলাম আজি। মম শেষ উক্তি এই
স্মরণে রাখিস্ বৎস—'সুখদুঃখ যাহা
সংসারের, তুচ্ছ তাহা; আনন্দ নির্ম্মল
হৃদয় গুহায় বৎস আছে লুকায়িত।
মাঝে মাঝে শুনা যায় গুপ্তগীতি তার
আত্মান্বেষী জনের শ্রবণে; ভ্রম হয়
বাহিরের যেন। আনি' শিক্ষার আলোক
হে পুত্র, আপন গুহা খুঁজিবি নিশ্চয়!
মানবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—জানা আপনারে।
কোথা গুপ্তবীজ মত, অগ্নিকণা মত
কি শকতি সুপ্ত আছে চিনি' ভাল মতে,
বিকাশি' তুলিস তারে সলিলে ইন্ধনে,
সংসারের শত বিঘ্ন অবহেলা করি।"
হতভাগ্য, শিখেছিনু সামান্য মতন,
জনকের মুখে মুখে ভিক্ষা অবসরে

ব্যাকরণ শ্রুতি স্মৃতি। কি কহিব আর,
পিতার এ শেষ কথা ধরিয়া হৃদয়ে
জ্বলন্ত অঙ্গার সম, আসিয়াছি দেবি
তোমার চরণে।

পার্ব্বতী। [গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলিঙ্গন]

বৎস, জনক জননী
হারালে মিলেনা আর ; সংসারের মাঝে
রহিয়াছে প্রসারিত স্নেহ হস্তদ্বয়
বিধাতার, ক্ষীণ শিশু জীবনের তরে।
কিসে তোর সে অভাব করিব পূরণ!
কি আছে এ ভবতলে! এই মাত্র বলি—
এ কুটীর তোরি বলে জানিস্ সতত।
তোর সহাধ্যায়ীগণ, হইবে তাহারা
ভাগুলি সহৃদয় সহোদর তোর।
আর এই দীন হীনা তাপসীর বুক—
সমুদ্রের প্রতিরূপ যথা জলাশয়—
তোর স্নেহ তরঙ্গিণী মাতৃ-হৃদয়ের
ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলি জানিস্ বাছনি।

প্রিয়ঙ্কর। চরিতার্থ দাস।

বিনয়। [গদ্গদ কণ্ঠে করপুটে]

ভ্রাতঃ প্রিয়ঙ্কর, ক্ষম' এই অবিনীতে।
তোমার ব্যথিত প্রাণে দিয়েছি বেদনা
না জানিয়া পরুষ বচনে। ক্ষম'ভাই!
হৃদয় কাঁদিছে তব দুঃখ কথা শুনি।

অন্য সকলে। ক্ষম ভাই মোদের সকলে!

পার্ব্বতী। কি বলিছ সবে
প্রিয়ঙ্করে?

চিন্ময়। জননী নিঠুর মোরা,
না জানিয়া ব্যথিয়াছি পরুষ বচনে
প্রিয়ঙ্করে; তাই, করি ক্ষমা ভিক্ষা তাঁর।

পার্ব্বতী। পরিতুষ্ট হইলাম সদ্ভাব উদয়ে
তোমাদের; প্রিয়ঙ্কর ক্ষমেছেন সবে?

প্রিয়ঙ্কর। আশৈশব
ভিক্ষাজীবী দাস মাগো! সদা দ্বারে দ্বারে
ফিরিয়াছি অনুগ্রহ তরে। কত ধরে
তীক্ষ্ণ জ্বালা-মুখ শর পরুষ নিঠুর
নরের নয়নে মুখে, সকলি সয়েছি।
ইহাঁদের ব্যবহারে রুষ্ট নহি আমি
অনুমাত্র; আজি হতে ভ্রাতৃসম মানি।

পার্ব্বতী। করুন বৎসের কথা! কালীন্দি বিনয়,

আর যত বটুগণ, প্রিয়ঙ্কর আজি
ক্ষমিলেন তোমা' সবে। কিন্তু সাবধান,
চঞ্চলতা কর পরিহার; তপোবন
কলঙ্কিত করিওনা অশিষ্ট আচারে।
সুতপাঃ কোথায়?

[সুতপার প্রবেশ]।

সুতপাঃ। [করপুটে] আর্য্যে!

পার্ব্বতী। উরুবিল্ববাসী
প্রিয়ঙ্কর, এসেছেন পাঠার্থী হইয়া।
নিয়ে যাও প্রিয়ঙ্করে তোমারি কুটীরে
অদ্য রজনীর তরে; প্রভাতে আমরা
রচিব ইহাঁর তরে স্বতন্ত্র কুটীর।

সুতপাঃ। যে আদেশ, দেবি। এস ভ্রাতঃ, একি
বিরস বদন কেন? ত্যজহ সঙ্কোচ।
মোরা সহোদর সবে; হেথা গৃহ হতে
প্রণয় গরবে রবে, কহিনু তোমারে।

[প্রিয়ঙ্করের হস্তধারণ করিয়া সুতপাঃ, ও
বালকগণের প্রস্থান].

সাবিত্রী। দেবি, ভাবিতেছি আমি, কর্ম্ম-মুখরিত
বিস্তৃত সংসার মাঝে, এই তোমাদের

জীর্ণ পর্ণশালা গুলি কোথা পায় স্থান!
হৃদয় নিভৃতানন্দ এই তপোবন!
সংসার মরুভূবক্ষে অমৃত নির্ঝর!
হেথা হতে অনুদিন শিরার প্রবাহে
বহিছে জ্ঞানের স্রোত সমস্ত ভারতে!
তোমরা জগত গুরু—উচ্চে দেবতার
রয়েছে গুরুর স্থান—গোপনে গোপনে
বিস্তারি' অমৃত হস্ত, ফণীন্দ্র মতন
ধরিয়াছ ধরণীরে অধঃপাত হতে!
প্রতিদিন ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহে
লক্ষ লক্ষ পিতামাতা, কৃতজ্ঞতা নীরে
নয়ন অঞ্জলি ভরি করিতেছে পূজা!
নিশি দিন প্রতিকার্য্যে তোমাদেরি পানে
চেয়ে আছে সমস্ত ভারত; চলিতেছে
অঙ্গুলি সঙ্কেত বশে, কলের মতন
একটী বিশাল জাতি! যেন একাধারে,
হৃদয় মস্তিষ্ক দুই স্থিত ভারতের!

পার্ব্বতী। অপূর্ব্ব এ কথা শুভে, নৃপকন্যা মুখে।

সাবিত্রী। একটি আশ্চর্য্য অতি, দেখিতেছি দেবি—
শিশু যারা, শিশু তারা স্থান নির্ব্বিশেষে,

কিবা গৃহে, কিবা তপোবনে : কি শাসনে
সংযত করিছ, দুষ্ট করী-পোত সম
উল্লাস অনর্দময়, স্বভাব চপল
এত শিশু ?

পার্ব্বতী। (মৃদুহাস্যে) রাজপুত্রি, স্নেহের শাসন।
স্নেহের দক্ষিণ হস্তে মুক্ত স্বাধীনতা ;
বামহস্তে সুকুমার পুষ্পের শৃঙ্খল।
স্নেহের অনায়বদ্ধ স্বাধীনতা বুঝি'
তৃপ্তি লভে ; নিশিদিন ভীত-ভীত থাকে-
কোমল পুষ্পের মালা ছিন্ন হয় পাছে।
বলিলাম, এই মতে শাসিতেছি সবে
অন্যরূপ নাহি জানি।

সাবিত্রী। এই শ্রেষ্ঠ পথ।
আচ্ছা, দেবি ! ক্ষম প্রগল্‌ভতা ; জানি আমি,
দাসী হতে বড় তুমি প্রবয়সী নহ।
এই ভাবে কাটাইবে কাল ? আসিবে না
সংসারের পথে ?

পার্ব্বতী। [সস্মিতা] রাজপুত্রি, দূর-গত তাহা।
কহি শুন' পূর্ব্বকথা মম।
জনক ছিলেন মম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ।

এই স্থানে দেহভস্ম করি হোমানলে
পেয়েছেন মোক্ষ। চিতা আরোহণ কালে
কহিলেন পিতা মোরে—"মাগো, এ জগতে
একমাত্র ধর্ম্ম আছে, তাহা লোকহিত।
আমি পারি নাই যাহা, সাধিবি মা তুই।"
বহুদিন ভাবিলাম, কি করিতে পারি
একাকী অবলা আমি! পিতার আদেশ
জ্বলিতে লাগিল বুকে চিতাবহ্নি মত!
বহু বিচিন্তিয়া, শেষে লইয়াছি এই
অধ্যাপন ব্রত; বসি সংসারের প্রান্তে
এরূপে কাটাব বলি' স্বল্প এ জীবন
স্ব ইচ্ছায় করিয়াছি স্থির।

সাবিত্রী। [সাবেগে]　　　নাহি জানি,
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ পথ কি আছে সংসারে!
দেবি, আমি সন্ন্যাসের সমর্থিনী নহি।
ঋষিরা সন্ন্যাসী নহে। নিরখি যখন,
এই ছায়াশিশিরিত তরুপুরী তলে,
হবির্গন্ধ পূত বায়ে, পুত্র দারা লয়ে,
স্বল্প সুখে স্বল্পাহারে, নিত্য, গ্লানিহীন
মানব জীবন কিসে বিকশি উঠিছে

অধ্যয়নে, অধ্যাপনে! নিরখি যখন
এই স্থানে আসি দেবি, এই পুঞ্জীভূত
অনন্ত গ্রন্থের রাশি—বিলাস বিরাগী
শত লক্ষ জীবনের জীবন্ত প্রতিভা,
অস্ফুট সঙ্গের স্বামী, মধু অশরীরি!
হৃদয় শোণিত ক্ষয়ে নিভৃত নিলীন
অন্বেষণ গবেষণা! তখন নিজেরে
কত ক্ষুদ্র, হেয় বলি' করি অনুভব!
মনে হয়, সুখ নহে, সুখের ছলনা
রাজ্য ধন। এই ছায়া নিভৃত কাননে,
বিশ্ববীণাস্বর সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে,
এরূপে বহেনা কেন মানব জীবন!

কজ্জলা। [স্বগত] এতদিনে পাইতেছি কিসের আভাষ!

পার্ব্বতী। [সস্নেহে] নৃপসুতে, আমি কিছু করিব জিজ্ঞাসা?

সাবিত্রী। [সলজ্জা] ভগবতি, আমি সেবিকা তোমার।

পার্ব্বতী। শুনিতেছি, বহু রাজা রাজপুত্রগণ
আসিতেছে তব আশে—সবাই ফিরিছে
নিরাশ্বাসে, তুমি না কি সবারি হৃদয়ে
অতি উদাসীন মত, প্রশান্ত শীতল
নেত্র হতে হিমধারা করিছ বর্ষণ!

সত্য সে কি? কেন বৎসে, কারণ তাহার
কহ মোরে। জানি আমি, বিবাহ মিলন
কারো গলে পুষ্পমালা ; লোহের নিগড়
কারো হাতে। তবু, এই অদৃষ্টের খেলা
খেলিছে মানবজাতি সৃষ্টি কাল হতে।
একের মতন জন না মিলে অপর
ধরাতলে ; সর্ব্বাঙ্গীন প্রাণের মিলন
অদ্বৈত অনন্তহীন না মিলিল ভাবি,
একাকী নিঃসঙ্গবাসে নিশ্বাসি' ফেলিতে
এ জীবন, বিধাতার অভিপ্রেত নহে।

সাবিত্রী। [সলজ্জে] না দেবি, তাহাই মম মনোগত নহে।
নিজের মতন যদি না মিলে জগতে ;
নিজের বাঞ্ছিত, সে ত মিলে বহুতর
বিপুল এ মহীতলে? বিফল জীবন ;
সমতা সজ্ঞান সত্য জানি আমি দেবি,
পঙ্কিল পম্বল যথা স্রোতোগতি হীন।
[সাবেগে] বাঞ্ছনীয় হেন জন, যার মুষ্টিতল
নারীর সমস্ত দিলে না হয় পূরণ!
বাহুর কিণাঙ্কমত যেই জন পারে
সংসার সঙ্কট বক্ষে অশক্ত নারীরে

লয়ে যেতে অনায়াসে সঙ্গিনী করিয়া!
যাহার উষ্ণীষ চূড়া জ্ঞান গর্ব্বময়
কণ্ঠলক্ষ্য রমণীর; প্রশান্ত হৃদয়
একবিম্বগ্রাহী, পুণ্য মনঃসর সম
পাতিয়াছে স্নিগ্ধ শয্যা হৃদয়ের তরে।
শুধুমাত্র সখা নহে; স্বামী যে নারীর;
দেবতা যে, প্রাণ মূলে গোপন পূজার!
স্পৃহনীয় হেন জন। [সলজ্জা]
ক্ষমা কর দেবি
প্রগল্‌ভতা।

কজ্জলা [স্বগত] সখি, তব এ কয়টি কথা আজিকার
উচ্চঋল অভিনব বাসনা আবেগে,
উদ্ভিন্ন মুকুল গন্ধী প্রাণের নিশ্বাস।
তোমার হৃদয় যেন দেখিতেছি আজি।

পার্ব্বতী। আশীর্ব্বাদ করি মনস্বিনি,
মনোরথ পূর্ণ হোক তব।

[অমাত্যের প্রবেশ]

অমাত্য। কল্যাণি, জননী তব মহিষী মালবী
স্নেহশীলা, দূতমুখে দে'ছেন বারতা—
"বহুদিন দেখি নাই বাছারে আমার;

কাঁদিতেছে অবোধ পরাণ। বলিও সে
তপস্বিনী মায়ে, দূর তপোবনে বসি'
কখনো কি মনে করে দুঃখিনী কন্যারে !"

সাবিত্রী। দেবি, মিষ্ট এ ভর্ৎসনা জননীর।

পার্ব্বতী। তবে তুমি এখনই করিবে প্রয়াণ ?

সাবিত্রী। তাহাই বাঞ্ছিত।
স্নেহশীল জনকজননী ; দেবি, আমি
অকরুণা দুহিতা তাঁদের।

[ঋষিবালকগণের প্রবেশ]

সুতপাঃ। দেবি দেবি,—এত শীঘ্র তুমি
যাবে ছাড়ি আমাদেরে ?

সাবিত্রী। কর আশীর্ব্বাদ,
আবার আসিব ফিরে তোমাদের মাঝে।
নিভৃত এ বনাশ্রমে শান্ত অমলিন,
জীবন-তরুর মূল রয়েছে নিহিত
এ দীনার, নহে গৃহে, অট্টালিকা মাঝে।

কজ্জলা। [সকৌতুকে] তাই—তাই কর আশীর্ব্বাদ,
অবিলম্বে যেন এই রাজার কুমারী
হ'ন তোমাদেরি একজন।

পার্ব্বতী। [সহাস্যে] না—না, তা'ই মোরা

প্রার্থনা করিনে; এই সাধ্বী নৃপসুতা,
আপনার যোগ্য পাত্রে সংসারের মাঝে
হর পার্ব্বতীর মত হ'ন প্রতিষ্ঠিতা—
সুখী হই দীনহীন বন্ধুজন মোরা।

সুতপাঃ। চল, এস রাজপথ পর্য্যন্ত দেবীর
অনুব্রজে যাব মোরা।

[পরিক্রমণ]

সাবিত্রী। [সনিশ্বাসে, স্বগত]
কতবার আসি, যাই তপোবন হতে।
আজি যেন পদতলে বাধিছে পৃথিবী
অপূর্ব্ব আগ্রহভরে; সান্ধ্য বনস্থলী
ছায়াগাঢ়তর বাসে ঢাকিয়ে বদন,
ছাড়িছে কপালে মম বিষণ্ণ নিশ্বাস
দীর্ঘ-দীর্ঘতর করি; দেবদারু শ্রেণী
রয়েছে দাঁড়ায়ে যেন গভীর বিষাদে
পথের উভয় পার্শ্বে গূঢ় অভিমানে!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

দেশের রাজধানীস্থ পুষ্পোদ্যান ; বিপরীত দিক

হইতে ধাত্রী ও সখিগণের প্রবেশ।

[স্বগত] গণপতি ঠাকুরের যেমন কথা! আবার বিয়ে! আর, শাস্ত্রে কি এমনি টা আছে!

কিলো, এত হাসছিস কেন? এরাজ্যে হাসতে নাই।

[স্বগতঃ] আ মলো! এ আবার কোত্থেকে! [প্রকাশ্যে] কেন হাস্‌ব না? এখন হাস্‌ব না ত আর কবে হাস্‌ব?

দেখ্‌ ভাই, আমাদের সখীর কি এবার সত্য সত্যই বিবাহ হচ্ছে?

আর না হচ্ছে! মহারাজ ঠিক করেছেন, যেমন করেই হ'ক, এবার মেয়ের কুমারীদোষ ছাড়াতে হবে।

আর, কলিঙ্গরাজাও না দেখে শুনেই—

২য়া। আমি বলে রাখছি, এত বাড়াবাড়ি ভাল হবে না। বিবাহ ত মনের মিল! এমন বিবাহে আমাদের সখী অসুখী হবেন।

ধাত্রী। ওই! ওইটুকু মেয়ে, কি কথা ব'লে ফেল্লি রে! ওরে, এতটা নিয়ে পেটপূরে রেখেছিস্! ওমা, জানিমা, আরও কত শুনব! আমার যখন বিয়ে হল, থাক তাঁর মুখের দিকে তাকাব, রোখ দু' বৎসর মুখ ই) খুলিনি। আমর! পোড়ামুখীরা! আরে, মিল কিরে? মিল প্রজাপতি করে; আর সেই বেটা যার হাতে ফুলের বাণ আছে, সে-ই করে; আর অদৃষ্ট করে; তুমি আমি করবার কে?

৩য়া। এত বুঝি না, কার অদৃষ্ট কে জানে!

২য়া। আচ্ছা দিদি, তুমি ত সব জান, কলিঙ্গরাজার নাকি নাক নেই?

ধাত্রী। ওই! নাক নাই কিরে? নিশ্বাস লওয়ার তরেই ত নাক! আর, পুরুষকে কি এত বাছতে আছে? তাদের নাকের অত মাপজোক করলে চলে! শোন বলি, আমার স্বামীর এককালে বাঁশীর মত লম্বা নাক ছিল;

কিন্তু তাঁর রাত-রোগ ছিল ; তা কিনা, মাঝে মাঝে ঘরের থেকে বেরিয়ে যেতেন। একদিন সকালবেলা উঠে দেখি কি, আঃ কপাল, তাঁর নাক নাই! রক্তে মুখ বুক যুড়ে যাচ্ছে! ওটা নাকি সেই রোগের ধর্ম্ম। তা' বল্ দেখি, আমি কি ঘর করিনি? রাজারাজরাদের এত খুঁজ্‌লে চলে না। অমন অনেক রাজার নাক নাই দেখেছি।

২য়া। ঠিক বটে, এতগুলি মহিষী, এক একরত্তি নিলেই ত নিকাশ হয়ে যায়!

৩য়া। নাক ত আর টিকী নয় যে গজাবে!

১মা। ঠিক বলেছিস রে! কলিঙ্গরাজার নাকি আরও পাঁচ সংসার বর্ত্তমান।

২য়া। তবে ত সবে সং এর পালা সুরু হয়েছে বই নয়!

ধাত্রী। ওই! পাঁচ হাজার হলেই বা কি? আমাদের রাজকন্যার যেমন রূপ, সব সংসারকে অসার করে দেবে যে!

[হাসিতে হাসিতে কজ্জলার প্রবেশ]

কজ্জলা। তবে যে রাজা সন্ন্যাসী হবেন।

ধাত্রী। ওই! তোরা বড় সন্ন্যাসীঘেষা কি না!

তাই এখনো সেই ঝোঁকটা রয়েছে। ওরে ভাই, সন্ন্যাসী হলেই সব চুকে যায়? যাদের পাখা নাই, তাদেরই উড়বার সাধটা বেশী। ওই তোদের ব্যাস, পরাশর—আরো কি অত ছাই মনে থাকে না—তাঁরা সব কি করে গেছেন?

কজ্জলা। আঃ, নিন্দা করিসনে, ভস্ম হয়ে যাবি।

ধাত্রী। তবেই ওদের নাকে চড়তে পারি। আমার বড় রাগ ধরেছে! আমাদের রাজকন্যা—আঃ কি সোণার মেয়ে! ছেলেবেলা কেমন হেসে নেচে বেড়াত! এখন, ওই ওদের পাকে পড়েই ত বয়ে গেল! একেবারে জগদ্দলের মত ভারী হয়ে গেছেন আর কি! তাই বলেইত কেহ ওঁকে চায় না, বলে কি—'ওত যজ্ঞের আগুনের মতন জ্বলছে!' সত্য বলছি, কর্ণাট রাজকুমার নাকি ঠিক ওই কথাই বলে ফেলেছে।

কজ্জলা। [দ্বিতীয়ার সহিত জনান্তিকে আলাপ]

১মা। একদিন সখী আমাকে কি বলেছিলেন জানিস—তোকে মা ডাকলেই নাকি উঁর ভাল লাগে।

ধাত্রী। আঃ, ছি ছি! এমন মেয়ের আবার বিবাহ!

কজ্জলা। কেন! বিবাহের ত সব ঠিক্ হয়ে গেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি!

ধাত্রী। হয়েছে ত! ঠিক আমাদের হাতে? উল্টে যেতে কতক্ষণ?

কজ্জলা। [জনান্তিকে] এত বল্‌তে পার্‌বনা। এ সমস্ত কথা প্রকাশ হলে বিভ্রম ঘটতে পারে। রাজারাণী কখনো সেখানে বিবাহে সম্মত হবেন না।

২য়া। তবে, সখী এমন অস্থানে—

কজ্জলা। তিনি কি কাকেও কিছু বলেন? অনুমানে ধরে নিয়েছি। ওই, তাঁকে দেখতেই সখীর চোখ দুটি শুকতারার মত উজ্জ্বল হয়ে গেল! তাঁর নাম কখনো মুখে আনেন না; কিন্তু তাঁর মুখের কথা যা শুনেছেন, দিন রাত্রি তাই নিয়ে আলাপ করছেন।

ধাত্রী। কি রে, তোরা কি ফিস ফিস করছিস?

২য়া। ইনি বলছেন—আমাদের সখী নাকি কা'কে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন।

ধাত্রী। আঃ! কজ্জলা বলছেন? ও ভালবাসার কি

বুঝে ? এ দিকে আয় দেখি ! আমার চোখে চোখে দেখ ; যা' জিজ্ঞাস' করি, উত্তর দে ; তোর সখী ঘুমতে ঘুমতে চমকে উঠে কি না ?

কজ্জলা। না।

ধাত্রী। 'উঃ বড় ব্যথা' বলে কি না ?

কজ্জলা। না।

ধাত্রী। 'উঃ বড় গরম' ?

কজ্জলা। না।

ধাত্রী। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে না ?

কজ্জলা। [সহাস্যে] না না, ওসব কিছুই করে না।

ধাত্রী। তবে তোর মুণ্ড ! শুন বলছি, ভালবাসা হচ্ছে জ্বর—যাকে বলে কম্পজ্বর। গা দিয়ে আগুন বেরোতে থাকে, এদিকে শীতে থর থর করে কাঁপছে !

২য়া। [ওয়ার প্রতি] দেখ্ ভাই, যা শুনলেম, মনে হচ্ছে, সখীর মনে ভালবাসার মুকুল হয়েছে।

ধাত্রী। আর মুকুল ! এখন মুকুল হবার কাল ! শুন বলি, আই বুড়দের মুকুল হতে পারে না ; পলকের মধ্যেই ফুল ফুটে, ফল ধরে যায়। তুই কি বুঝবি ?

ওয়া। আর কেহ বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমি টের পেয়েছি—ওটা কে আসছে, চিনতে পারছিস ?

[ধাত্রী ও কজ্জলা ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান ।

ধাত্রী। [স্বগত] এখনি একটা আলাপ হবে, যাই, আড়ালে বসে শুনিগে, ওমা! এ আবার কি মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি! [অন্তরালে প্রস্থান]

[তাপসীবেশা সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। [স্বগতঃ] কি মহৎ, কি সুন্দর তিনি
শোভিতেন এ মহার্ঘ কাবায় বসনে!
কই মোরে শতাংশের অংরূপ তাঁর
দেখায় কি ?

কজ্জলা। ওমা! ভগবতি, প্রণাম, প্রণাম!

সাবিত্রী। ছি ছি, সখি, একি তিরস্কার ?

কজ্জলা। তবে কি ? একি করেছ ? ছাড় ছাড়! তোমার অলঙ্কার কোথা ? এখনি মহারাজ দেখতে পেলে, সর্ব্বনাশ হবে যে!

সাবিত্রী। কোন ভয় নাই সখি।

কজ্জলা। কোন ভয় নাই ?

ঘরেতে লেগেছে অগ্নি, কোন ভয় নাই!

সাবিত্রী। রতন বলয়, হার, দুকূল ভূষণ
সুবর্ণ খচিত, সবি দারিদ্র্যের ঝুলি
দীন কাকুতির মত নরের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া লজ্জাহীন, দৃষ্টি ভিক্ষা চাহি,
অন্তরের অভিমান রাক্ষসীর তরে।
তার হতে কত শ্রেষ্ঠ গৈরিক বসন
কুশের বলয়, হার মৌঞ্জী বিনির্মিত!

কঙ্কলা। নাহি জান আপন জনকে?
অতি অসহন বৃদ্ধ; তাঁহার নিকটে
এত তর্ক পায় স্থান? নড়ে হিমাচল,
শোষে সিন্ধু, তবু তাঁর ইচ্ছার ব্যত্যয়
নাহি হবে; আহা ক্ষান্ত হও সখি,
ত্যজ এই পরিচ্ছদ, পায়ে পড়ি' তব!

সাবিত্রী। তুমি নিতান্ত অস্থির।

[প্রস্থানোদ্যম]

কঙ্কলা। নিতান্ত চলিলে!
দাঁড়াও, যেওনা। সখি, হৃদয়ের মাঝে
এক নিদারুণ ব্যথা লয়ে এসেছিনু
তব কাছে, আজি তুমি সখীর সে কথা
শুনিলে না?

সাবিত্রী। [ফিরিয়া] কেন সখি!
কেন এই তিরস্কার, কেন ম্লানমুখী?

কজ্জলা। আমি ভালবাসি এক পুরুষ রতনে।
আপন প্রাণের সম তাঁরে ভালবাসি;
কিন্তু, নাহি জানি মন তাঁর।

সাবিত্রী। কি কাজ জানিয়া?
প্রকৃত যে প্রেম সখি, ফুলের মতন
পরিতৃপ্ত পূর্ণ তাহা আপনারি মাঝে
অনুদিন; নাহি জানে, উঠেছে ফুটিয়া
বিশ্বমাঝে, এত মধু এত গন্ধ লয়ে।
মধুমত্ত পিক মত দেয় সে ঝঙ্কার
আপনারি আনন্দে বিভোর।

কজ্জলা। বটে!
কিন্তু, মন মম পাগল, পুতনা মত
হৃদয়ে চাপিতে তারে। সে জন বিরাগী,
ঘুরিতেছে বনে বনে সন্ন্যাসী হইয়া।
বল, কিসে পাই তারে! পাই বাহু পাশে!
সে না হলে, শান্তি নাই, শান্তি নাই মোর!

সাবিত্রী। ছি ছি! সখি, এ কামনা কর বিসর্জ্জন।

কামনা মলিন, কিন্তু তাহারি কারণ
প্রেমের স্বরূপ সখি নহে সুবিদিত—
উদগ্র উজ্জ্বল ভাতে, পাবকের মত
অঙ্গার সংযোগে। সখি, দেখ বিচারিয়া,
প্রাণের আরতি কিংবা দেহের বাসনা
ভালমতে দেখহ পরখি; দেখ যদি,
সর্ব্বাত্মনা সে তোমার হৃদয় ঈশ্বর,
সে না হলে, হয় তব জীবন নিষ্ফল,
তবে, ছিন্ন করে দাও হৃদয়ের ডোর
তাহারি উদ্দেশে, তারি অনুসৃত পথে
অনুগামী হও তার—অরণ্যে নগরে
সাগরে সমরমুখে সে যথায় ফিরে,
স্বজন সহায় ভাবে। একদা তাহার
শুভক্ষণে খুলিবে নয়ন; দেখিবে সে,
সমক্রিয় সখা মাঝে অর্দ্ধাঙ্গিনী বামা,
প্রিয়তমা সহচরী, প্রাণের পাথেয়
সংসার-সঙ্কট পথে—

অঞ্জনা। তোমাতে সফল হোক আদর্শ তোমার
সৃষ্টি ছাড়া! এতবিদ্যা নাহি মোর ঘটে
বুঝিব এ উপদেশ! এই কি মিলন!

একজন অপরেতে হইবে বিলীন—
শুনাইছে আত্মহত্যা সম !

সাবিত্রী। আত্মহত্যা নহে।
সে আসিবে তব পানে, তুমিও আসিবে—
দু'জনে মিলিবে অর্দ্ধ পথে ; সে মিলন
নিয়ত ঘটিছে সখি, দম্পতি জীবনে।
মিলন বিলয় নহে, আপন স্বরূপে
অবস্থান—দুই জনে একের মতন,
স্ফটিক লোহিত যথা জবাপুষ্পরাগে।
কিন্তু অপরূপ এ ত ! সখীর হৃদয়ে
হেন প্রেম আছে সুপ্ত বহ্নির মতন ;
বুঝি নাই এতদিন !

[কজ্জলার চিবুক ধরিয়া]

কহ সখি,

কে সে প্রাণানন্দ তব ?

কজ্জলা। কহিব তোমায়,
এসো আরো কাছে ; এই—এইখানে
আমার সে মন চোর, চোর শিরোমণি,
যাহা কিছু কহ তুমি। সে আমারে
দেবেনা ঘুমাতে সখি ; আঁখি পত্র মম

পারেনা মুদিতে, সেই তীব্র জ্বালাময়
অসহ্য আলোক লয়ে জ্বলিছে সতত
আঁখি তারকায় মম ; হৃদয়ে আমার
সে দিয়াছে ছবি তার করিয়া মুদ্রিত—
কভু দহে বহ্নিমত, তুষার মতন
শীতলিছে কভু ! সখি, তারি বিষে আমি
সাজিব যোগিনী ! এস,' এস' আরো কাছে,
কহি তার নাম কাণে কাণে—সত্যবান।

[কৌতুক হাস্যে প্রস্থান]

সাবিত্রী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সখী, হৃদয় আমার
বুঝিতে, পারিল এই ছলনা চাতুরী !
কিন্তু আমি, সত্যই কি ভালবাসি তাঁরে ?
সেই বীর কান্তি, ধীর পুরুষ সম্ভ্রমে !
জানি আমি, সুপ্রশান্ত হৃদয় তাঁহার
বিপুল গগন সম ; আয়তনে তার
বিংশ সাবিত্রীর আছে খেলিবার স্থান।
প্রশস্ত ললাটে তাঁর দর্পণে যেমতি
সবিতা আপন ছবি পারে দেখিবারে
আভাময়—প্রণিপাত, শত প্রণিপাত !
কি আছে জগতে হেন, আঁখির পলকে

যাহে নাহি অবহেলি, মুহূর্তের তরে
বসিতে চরণ তলে নির্বাক অধরে
ক্ষুদ্র হয়ে! যাই, বুঝি এ সময়ে তিনি
নিস্তব্ধ নির্জ্জন সেই গিরিগুহা তলে
ধ্যানমগ্ন বসি', আত্ম হৃদয় গুহায়
অপূর্ব্ব আলোক রাশি করেন্ সঞ্চয়!
কি মহৎ, কি সুন্দর, কত উচ্চ তিনি!
কত নীচ তুচ্ছ আমি!

[প্রস্থান]

২য় দৃশ্য।

[রাজান্তঃপুর পথ—সশস্ত্রা প্রতিহারী]

প্রতিহারী। [স্বগত] বৃদ্ধ হলে কি মাথা ঠিক থাকে না! রাজার মাথা কি ঘুরে গেছে! একে ত কন্যা অরক্ষিতা। কারো কথা শুনবেন না; অপাত্রে কন্যা দান করবেন না। ওদিকে এত সাহস; এদিকে আবার তাঁর কাণ সর্ব্বত্র! নগরে কে কি করছে, প্রাসাদে বসেই যেন সব দেখতে পাচ্ছেন—আর বাতাসে অশ্বত্থপত্রের মত ছটফট করছেন! আজ আবার কি হল! কেন বল্লেন, এখনি সাবিত্রীকে নিয়ে এস!

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি। দেখ ভাবিনি, তুমি যতই অসিভল্ল কণ্টকিত হয়ে, নিজকে ভ্রুকুটি কুটিল করে তোল না কেন, তবু তোমাকে সুন্দরী বলে চিনতে বিলম্ব হচ্ছে না। পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে—তুমি নায়ক শূরসেনের ভগিনী, রূপসী, স্বয়ম্বর যোগ্যা—বীর ভোগ্যা।

প্রতিহারী। দাদা ঠাকুর, তুমি যে ইচ্ছা করলেই একেবারে কবি হয়ে যেতে পারতে, তার বিলক্ষণ পরিচয় পেয়ে আস্‌ছি।

গণপতি। দেখ্‌, ওই কথাটি আর বলিস্‌নে। আবার কবি! সেবকের জীবনে সরস্বতী! ভৃত্যের ত্রিসীমাতেও মা সরস্বতী পা ফেলেন না। বাল্যসখা মহারাজের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ হয়ে ছিলাম, সেই সূত্রে সরস্বতী দেবীকে বহুদিন নিষ্কৃতি দিয়েছি।

প্রতিহারী। [স্বগত] কেমন ঠাকুর! আর রসিকতা করতে আসবে! এবার তোমার মর্ম্মস্থানের ঠিক পেয়েছি।

[ধাত্রীর প্রবেশ]

ধাত্রী। বলি, শুনেছ—শুনেছ রাজকন্যার কথা!

প্রতিহারী। দেখ ধাত্রি, রাজকন্যার ধাত্রী বলে রাজপুরীতে তোমার মান আছে। আমার কাছে রাজবাটীর অকীর্ত্তি করোনা। আর, তুমি রাজকন্যার কি বুঝবে?

ধাত্রী। ওই! আমি এই হাতে করে তাকে মানুষ করলুম! কেন গা, এইত সাড়ে তিন হাতের

গতর—এর মধ্যেই কি একেবারে আকাশের থেকে নেমে পড়েছেন! অবাক করলে যে! আর, তুই মেয়ে, মানুষ দেখলেই এমন রুদ্র মূর্ত্তি হয়ে যা'স কেন? বুঝেছি—ও ত তোর দোষ নহে—ওই তরোয়াল খানির দোষ! ওটা হাতে নিলেই মানুষ মনে করে—এই মাত্র মেঘের থেকে হুহু করে নেমে এসেছে! মাগো, আরো কত দেখব! আর ঠাকুর, বলব কি—তোমাদের ওই জাতটির উপর আমি বড়ই রেগে গেছি।

গণপতি। বল'কি! তবে ত আমাদের জাতের আর নিস্তার নাই।

ধাত্রী। তোমরা যে কি বল,কি কর,মাথামুণ্ড কি যে শাস্ত্র চালাও, তার কিছুই ঠিক নাই। ওই, তোমাদের কেহ বলে—সংসারে থাক; কেহ বলে—বনে এস; কেহ বলে—সংসার ধর্ম্মস্থান; কেহ বলে—ও নরক! আর রাজাগুলাই বা কি! কেন ওদের এত ভয়, এত পূজা! দিন দিন রাজপুরীতে এত ছাই ঋষি তপস্বী বনচারীর মেলা! ওরা কি

করবার সাধ্য রাখে! ওদের মনের ভাব ত কেহ বুঝলো না? ওই ওদের কেমন জটা-পাকা মাথা; এক একটার কেমন দিব্য দিব্য শ্রী—ব্রাহ্মণীরাই বিমুখ; ওরাই নাকি আবার শাস্ত্র চালিয়েছে, ব্রাহ্মণ যার তার মেয়ে বিয়ে করবে—ব্রাহ্মণের মেয়েকে আর কেউ পারবে না! আর ওদের জাতেরই বা কত মাহাত্ম্য; পতিব্রতা ধর্ম্মেরই বা কত ব্যাখ্যা! আ ছি ছি—এ কথাটিই কেহ বুঝতে পারছে না!

প্রতিহারী। তাই ত! পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণের এত স্বার্থ লুকায়ে আছে!

ধাত্রী। আর সেই যে দেবী—কি নাম তাঁর? যিনি আর এ জন্মে পাথরে পা রাখলেন না, এ দিকে স্ত্রীলোকের যত কর্ত্তব্য বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন?

প্রতিহারী। কেন? দেবী গার্গী।

ধাত্রী। ওই বেটী! নামটা একেবারে ইষ্টমন্ত্র করে রেখেছিস? দস্যু গো দস্যু! ও সব তার লোক ভুলানো কথা—ভিতরে ভিতরে বেটী

চায়, নিজের মতন সব মেয়েদের পুরুষের হাত হতে ঘরের বাহির করে। এই ছুঁড়ীও বুঝি তার শিষ্যাণী হয়েছে; সিঁথি সিন্দুর পালিয়ে এসে রাজ সংসারে ঢাল তরোয়াল ধরেছে!

গণপতি। ও! এত দিনে গার্গী দেবীর অভিসন্ধিটা ধরা পড়ে গেল!

ধাত্রী। বেটীর নাম শুনে অবধি আগে থেকেই আমার হাড় জ্বলে গেছিল! মনে করেছিলুম, বেটীকে প্রণাম করবো না। যেই এসে—মুখের পাণে তাকালে—মাগো, বেটী কি মোহিনী জানে! আর দিন দিন এই পুরীর মেয়ে মহলে কত বক্তৃতা—এত ছাই, কোন মতেই মনে রাখতে পারলুম না—একব্রত্য, পতিব্রাত্য বিধব্য বেহ্মচৌর্য্য! কত নূতন নূতন শাস্ত্র--যেন ওর সঙ্গে পরামর্শ করেই চন্দ্র সূর্য্য উঠছে আর কি! ওই, ওতেই ত সর্ব্বনাশ করেছে—রাজকন্যাটির মাথা খেয়েছে! ও ত এখন সন্ন্যাসী হয়ে বসেছে!

প্রতিহারী। কি কি বল্লে—রাজকন্যা?

ধাত্রী। ওগো—হাঁ।

প্রতিহারী। তুমি কি করে বুঝলে? মহারাজকে নানা কথা বলে আগুন করে দিয়েছ, তবে তুমি?

ধাত্রী। বানরের মতন ফল মূল খেয়ে বনে জঙ্গলে যারা পড়ে আছে, যত দেশের বেকুব গুলা তাদের কাছে কি ছাই শিখতে যায়! কেন ওদের ওই মনগড়া শাস্ত্র মেনে চলে!

প্রতিহারী। কি! শাস্ত্র মানবে না? কেবলি নিজের বুদ্ধি মতে চলবে—বৌদ্ধ হয়েছ? রাজা কি জানেন না! ভিতরে ভিতরে বুদ্ধিবাদী নাস্তিকের দল রাজপুরীতেও প্রবেশ করেছে! তুমি এত সব কথা কার কাছে থেকে শিখলে?

ধাত্রী। আ—আমি, আমি কি বলেছি! দেখ গা, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিও না। আমি বল্লুম কি? বাপরে, মেয়েত নয়, যেন যমকিঙ্করী! এই পুরীতে কি কারো আর মুখ খোলবার যো' আছে! ওটা নাকি ওর ধর্ম্ম! মাগো, রকম রকম ধর্ম্মের কথা শুনে শুনে হাড়ে কালী—আমি চল্লুম।

গণপতি। ওগো, আমার কি অপরাধ?

[ধাত্রীর প্রস্থান]

গণপতি। দেখ, এটা নানা অনর্থ ঘটাতে আরম্ভ করেছে। এটাকে একটু ভাল করে নাচাতে হচ্ছে—ভিতরের লোকটাকে দেখিয়ে দিতে হচ্ছে!

প্রতিহারী। যাও, যাও! তুমি ত লোকের দোষ নিয়েই আছ।

[বিভিন্ন দিকে প্রস্থান]

৩য় দৃশ্য।

[রাজান্তঃপুর ; রাজা ও রাণী]

রাজা। শুনিয়াছ রাণী ?

রাণী। আমি করিব তার ?

কতবার বলিয়াছি, দিওনা দিওনা—

মহারাজ, এ অনূঢ়া তনয়ারে তব

দিওনা আশ্রমে যেতে ; শুনিলে না তুমি।

বলেছে নারদ ঋষি, এই কন্যা হতে

কুল তব হইবে উজ্জ্বল। সে বিশ্বাসে,

ছাড়ি' দিলে তনয়ারে আপন ইচ্ছায়

ঘুরিতে পৃথিবীময়।

রাজা। ক্ষান্ত হও রাণি।

কথা বড় ভাল নাহি লাগে ; রাজা আমি—

যা করেছি, করিয়াছি তাহা। নারী নহি,

প্রতিকার্য্যে পরহস্তে করিব নির্ভর ;

বলিয়া বেড়াব নিজ প্রয়োজন কিবা

জনে জনে, আপনার মনেরে ছলিতে।

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি। [সব্যাজে] মহারাণী, স্থির জেনো রাজা যেইজন
অধৃষ্য সে, অতর্ক্য সে, অবাচ্য সে জন।
আরো কত স্তুতি তার বেদে আছে লেখা—
কি আর শুনিতে চাও!

রাণী। [সহাস্তে] ওই এক কথা
শুনিতেছি বহুদিন। তবে কেন পুনঃ
চিন্তাজ্বর; কি করিবে তাহার ভাবনা ?

রাজা। যা করেছি, করিয়াছি; তাহার কারণ
অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি। আজি অধিবাস—
নগরের উপকণ্ঠে কলিঙ্গের পতি
রয়েছেন শিবির স্থাপিয়া; তাঁর করে
সঁপি দিব সাবিত্রীরে।

রাণী। অনার্য্য নৃপতি,
তাঁর হস্তে সঁপিবে তনয়া ?

রাজা। ধিক রাণী, লঘুচিত্ত যারা
তাহাদের এই জ্ঞান; সে কথা বুঝাতে
ক্ষুদ্র আয়ুঃদীপ মম নিঃশেষিত হবে।
কেন এই মিছা তর্ক! দিব আমি তাঁরে;
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে ভবিষ্যৎ তরে।

গণপতি। জেনো দেবি, রাজা শুধু ভবিষ্যৎ পানে
বদ্ধদৃষ্টি—বর্ত্তমান তুচ্ছ তাঁর কাছে।
দৃষ্টান্ত দেখাবে, শুধু এই মর্ম্ম তার।
হিতাহিত চিন্তা করে প্রাকৃত যে জন।

রাণী। তুমি বৃদ্ধ হয়ে,
শুষ্ক তৃণ সম রাজা চাহিছ জ্বলিতে
প্রতিবাক্যে ; আমাদের নীরবতা ভাল।
তবে, এইমাত্র জেনো—সাবিত্রী যে জন
তোমারি তনয়া সে-ই ; প্রদানে সহজে
স্বীকার সম্মতি যদি, তবেই মঙ্গল।
সে যদি বিমুখি' বসে, বিষম ঘটিবে !
নীরব মলিনমুখী দৃঢ়তা তাহার
ব্রহ্মাণ্ডের বিভীষিকা পারে পরাজিতে
নতমুখে ; ভালরূপ জানি আমি তারে।
এই যে মা আসিছেন মম—ছি ছি মা !
একি সাজ পরেছিস ? দূরে ফেল মাগো !
তুই রাজকন্যা ; এই আসমুদ্র গিরি
বসুন্ধরা, ব্যস্ত সদা তোরি শ্রীঅঙ্গের
মণিমুক্তা আভরণ তরে ; কেন এই
যোগিনীর বেশ ?

[সখীসহ নতমুখী সাবিত্রীর প্রবেশ ও
প্রণাম পূর্ব্বক অবস্থান]

রাজা। সাবিত্রী ! মা,
প্রত্যুত্তরে নাহি প্রয়োজন ; আমি তোর
অতি-অনুরক্ত পিতা : যৌবনের শেষে
বহু তপস্যায় বৎসে পেয়েছিনু তোরে।
যা'ক সে সকল কথা ; কহি ইচ্ছা মম,
অবহিতে শুন' বৎসে—না হয় অন্যথা
কহি যাহা—তুমি জান কলিঙ্গের পতি
পাণি-প্রার্থী তব ; কল্য আদেশে আমার
বরিতে হইবে তাঁরে—দ্বিরুক্তি করোনা।
নারীর তরল আঁখি না পারে চিহ্নিতে
আপন কল্যাণ সঙ্গী সংসারের পথে,
বহুবার বুঝিয়াছি। কলিঙ্গপতির
হেমময় পাদপীঠে ঢালিতেছে সুখে,
সমস্ত দক্ষিণ দেশ আনত মস্তকে
রত্ন উপায়ন রাশি—বুধশ্রেষ্ঠ ধীর,
অন্য পরিচয় তাঁর, কি আর কহিব।
[সখীর প্রতি সাবিত্রীর ইঙ্গিত]

কঙ্কলা। রাজন, অভয় যদি দাও, কহি তবে—

আমাদের সখী এক পুরুষ সত্তমে
বরেছেন মনে মনে।

রাজা। বরেছেন ? কে সে ?
এতদিন বল নাই কেন ?
কোন্ দেশ অধিপতি ?

কজ্জলা। সত্যবান।

রাজা। সত্যবান ! কোন্ সত্যবান ?

সাবিত্রী। দ্যুমৎসেন-সুত।

রাণী। ছি ছি না ! এ মানস কর প্রত্যাহার—
জাননা কি কেবা সেই ?

গণপতি। [সব্যাজে] শত্রু, শত্রু ! চিরশত্রু দ্যুমৎসেন-সুত !
অৰ্দ্ধেক রাজস্ব আসে পিতৃকোষে তব
শাল্ব হতে ; হেন কথা না ভাবি' চিন্তিয়া
দিলে মন, হীনভাগ্য রাজশ্রী-বিহীন
চীরধারী বনচারী প্রতি ! মূর্খে তুমি,
শিখিলে না রাজকন্যা হ'তে !

সাবিত্রী। জননী গো, জানি সবিশেষ।
তবু তাঁরে বরেছে হৃদয় ; সেই তিনি
স্বামী মম জীবনে মরণে ; আজি তার
প্রত্যাহার করি যদি—ব্যভিচার হবে।

রাজা। [সক্রোধে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক]

অরে মূঢ় মেয়ে !

কি বলিলি ! জানিস না পৃথিবীর রাজা

পিতা তোর, তারি সাথে এত তেজে কথা !

কিবা সে হৃদয় তোর ? সংসারের পথে

অভ্রান্ত-সচিব বলি' কে জেনেছে তারে ?

চঞ্চল ভেলক ইহা ; সঙ্কটে পড়িলে

স্রোতোগতি, বায়ুমতি—কে না জানে তারে ?

শুন রাণী, ইহা এক চাতুরী বিস্তার

লঙ্ঘিতে আমার আজ্ঞা। এই সত্যবান

তপোমগ্ন গুহাতলে, সে কি ফিরিতেছে

তোমার কন্যার কর্ণে প্রেমগীতি গেয়ে ?

দাম্ভিক নির্ভীক নারী ! পাষাণের মত

দেখ দেখ রয়েছে দাঁড়ায়ে—এস রাণি !

[পরিক্রমণ]

গণপতি। (সব্যাজে) অযুক্ত, অশ্রাব্য, অতি অপূর্ব্ব এ কথা

নৃপসুতে ! মনে যাহা আসে একবার

তাই ধ্রুব, তাই সত্য, অনতিগ তাহা !

কোথা পেলে এই শিক্ষা ! নিয়ত চঞ্চল

চিত্তকরী কে বেঁধেছে সুস্থির আলানে ?

জগতে কে নহে লিপ্ত এই ব্যভিচারে ?
মূর্খতা মূর্খতা—অতি অনভিজ্ঞ কথা।

রাণী। দেখ গো মা, আপনার মনেরে বুঝাও ;
লঙ্ঘিও না পিতার আদেশ।

রাজা। এস রাণি।

[গণপতি সহ উভয়ের প্রস্থান]

সাবিত্রী। সখি,
ওই যে উড়িছে পাখী নীলিমা নিলীন
অবাধ গগন তলে, চিন’ কি উহারে ?

কজ্জলা। ব্যোমচর শ্যেন পক্ষী বুঝি। কেন সখি ?

সাবিত্রী। ভাবিতেছি, কেবা শ্রেষ্ঠতর—
মানবের আত্মা, কিংবা বিহঙ্গ অজ্ঞান।

কজ্জলা। কেন এই সংশয় তোমার—
এই করুণ বচন, সখি !

সাবিত্রী। [সহসা নত-জানু]
স্থির হও অশান্ত হৃদয় ; তুচ্ছ কর
মোহ ভয় ; প্রভো তুমি যে হও সে হও—
আজি এ প্রভাতে, এই রবিরশ্মি জালে
সাক্ষী করি সমস্ত জগৎ—
তোমার চরণোদ্দেশে প্রার্থনার মত

রাখিনু জীবন মম। লও কিংবা রাখ',
আমি তব, আমি তব জীবনে মরণে—
ধ্রুবাহন্।
অন্তর্যামী, অবলায় দাও শক্তি বল !

কজ্জলা। ভয় হয় সুকঠোর সংকল্প শুনিয়া
সখি তব ; ভয় হয় ভবিষ্যৎ স্মরি।

সাবিত্রী। ভয় কোথা সখি !
এ জগতে একমাত্র আপনারে ভয়।
আপনারি গৃহে, এই ক্ষুদ্র বক্ষঃমাঝে,
কি যে সদা ধুক্ ধুক্ করে নিশিদিন
সুগম্ভীর, ভয় তারে,—ভয় তারে শুধু।
কি কহে বুঝি না সখি ; নড়িয়া উঠিলে
সিংহও শৃগাল হয়, বুঝিয়াছি তাহা।
এ কামনা কর সখি, যেন হৃদয়ের
চির তরঙ্গিত এই জ্বালাময়ী বাণী
অস্খলিত সখী হয় জীবনের পথে,
সম্মুখ সংগ্রামে।

[সশস্ত্রা প্রতিহারীর প্রবেশ]

কেন এত ত্বরা ?

প্রতিহারী । ক্ষম' অপরাধ :
পিতার আদেশে তব, 'হীরক' প্রাসাদে
আজি হতে বন্দীভাবে হইবে থাকিতে ।

[illegible] । আহা, কি শুনালে !
রাজকন্যা বন্দীভাবে !

সাবিত্রী । বন্দীভাবে—বুঝিলাম ভাল ।
জননীর কি আদেশ ?

প্রতিহারী । তিনি অনুনয়পূর্ণ অশ্রুজল নয়নে
জনকের অনুগতা তব ।

সাবিত্রী । চল তবে—
কোথা যেতে হবে ? পূর্ণ কর রাজাদেশ ।
কোথা সেই কারাগার ? পশে কি তথায়
প্রভাতের অরুণিম সূর্য্যের কিরণ ?
বিহরিতে পারে দৃষ্টি শ্যেনের মতন
অবারিত গগনের সুনির্ম্মল ছায়ে ?

প্রতিহারী । রাজপুত্রি, কারা নহে ;
প্রাসাদ সে ।

সাবিত্রী । সখি, তুমি ফিরে যাও ; মানব জীবন
কঠোর পরীক্ষা, সখি আরম্ভিনু আজি ।
এতদিন খেলিয়াছি শুধু । এ জগতে

কত বিষ কত ঘৃণা কত অত্যাচার
নরতরে রহিয়াছে উন্মুখ হইয়া—
তুচ্ছ ইহা তুলনায় তার। সুখী আমি,
জনকের অনুমতি ঘটে নাই সখি।

কজ্জলা। কি বলিলে, পাষাণহৃদয়ে!
আশৈশব সহচরী এই অভাগীরে
চিনিতেও পারিলে না? আজি তেয়াগিছ,
বিলাইছ দ্রব্যজাত যেন?

প্রতিহারী। কেন বৃথা ক্লিষ্ট হও বাক্যপরিশ্রমে!
দয়াময় রাজাদেশে, জেনো তোমাকেও
যেতে হবে সঙ্গিনী হইয়া।

কজ্জলা। জয় হোক মোদের রাজার!

[ধাত্রীর প্রবেশ]

ধাত্রী। মা, একবার দাড়াও ত:

সাবিত্রী। কেন মা?

ধাত্রী। তোর জন্য একটা মাদুলী এনেছি। এটি চুলে পরতে হবে। এ' বিশুঠাকুরের মাদুলী মা, অতি প্রত্যক্ষ ওষুধ। ওরা তোকে ওষুধ করেছে গো, ওষুধ করেছে। না হলে কি অমন রাজার মেয়ে, বিরাগী হয়ে বনে বনে

ঘুরতে থাকে! আর, কার মনেই বা কি না উঠে? মনে একটা কথা এল বলেই কি তাকে কাঁকড়ার মত আঁকড়ে ধরতে হবে?

[দ্রুত কেশে পরিধাপন]

সাবিত্রী। [সস্মিতা] ধাত্রি, ইচ্ছা হলে, তুমি চুল গুলি কেটে নিয়ে যেতে পার। কিন্তু বড় লাগে যে!

ধাত্রী। শত্রুর মুখে ছাই! চুল কাটিব কেন? রাজ রাজেশ্বর স্বামী এসে তোমার চুল বেঁধে দেবে।

[ধাত্রীর প্রস্থান]

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি। বৃদ্ধ হয়ে গেছি মাতঃ, চিত্ত শক্তিহীন
লঘুবৃত্তি সেবা কার্য্যে এই রাজপুরে।
এ জীবনে যাহা পুণ্য, শিরে যত গাছি
পক্ক কেশ, তাই দিয়ে করি আশীর্ব্বাদ
বিজয়িনী হও তুমি জীবন সমরে।

[সকলের প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য।

[পর্ব্বত গুহাতলে ধ্যানরত সত্যবান্]

সত্যবান। একি ! একি ! একি ভাব উদিল হৃদয়ে !
শান্ত এই গুহাতল ;
তপোমগ্ন এ হৃদয় ;
হেথা কেন নারীর মূরতি ! ছি ! ছি ! ছি !

[যোগাসনে উপবেশন]

একি অরে দুর্ব্বৃত্ত হৃদয়, শান্ত হও !
আমি যোগী, আমি ব্রতী, সংসার বিরাগী ;
হেথা নহে বাসনা নিশ্বাস ; নত হও
অরে অরে উদ্ধত প্রকৃতি ! বহুদিন
কামনা করেছি ভস্ম ; আজি কোথা হতে
আবার নির্ব্বাণ-বহ্নি তুলিতেছ জ্বালি !
শান্ত হও, শান্ত হও !

[পুনঃ উপবেশন]

হ'ল না হ'ল না !
এত কি দুর্ব্বল আমি ! ওরে কে সে নারী !
ঘৃণ্য অতি, তুচ্ছ অতি ! কেন তার ছবি

বার বার উপজিছে মনে! ধিক্ মোরে!
অরে মন, মনে কর—সে অতি কুৎসিত—
সুন্দর দেখায় বটে—সে অতি কুৎসিত,
নারী শুধু নরক-সঙ্গিনী; হিয়া তার
উজ্জ্বল দেখায় বটে—কামনা আগুনে।
পঙ্কিল সংসার পন্থী, বাসনা নিশ্বাসে
সতত সঙ্কুল গতি ঝটিকার মত
ব্যস্ত এরা, অবিজ্ঞাত বেদনার ভরে
ঘুরিতেছে কভু গৃহে, কভু তপোবনে—
সলিলে শলভ সম উদ্ধত প্রকৃতি!
ভুলে যাও তার কথা!

[পুনর্ব্বার উপবেশন]

হা হত হৃদয়!　　　　[বক্ষে করাঘাত]

[সুব্রতের প্রবেশ]

সুব্রত। সত্যবান!

সত্যবান। কে তুমি হেথায়!

সুব্রত। আমি সুব্রত, সখা তব।

সত্যবান। কে—সুব্রত! সখা মম! এস সখা, বস!
না—দাঁড়াও; কেন হেথা?

সুব্রত। দেখিতে তোমায়।

সত্যবান। দেখিলে ত ?

সুব্রত। আছে প্রশ্ন এক ;

আছে আর, তব কাছে অন্তিম মিনতি।

সত্যবান। কি প্রশ্ন ! কিসের প্রশ্ন ! এ নরজীবন

একটি উৎকট প্রশ্ন উত্তর বিহীন।

গভীর সংশয় পূর্ণ মানব হৃদয়।

দুরাশা—দুরাশা শুধু। কাহার প্রশ্নের—

কার চক্ষু খুলিয়াছে—কে দিবে উত্তর !

তবু যাও—বলে যাও—নাহি অবসর ;

বহে কাল, চলে আয়ু, স্বল্প আয়ুস্কাল।

সুব্রত। সত্যবান্—

সত্যবান। কেন সখা !

সুব্রত। রাজপুত্র তুমি,

ক্ষত্রিয় ; তপস্যা এ ত ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে।

কেন এ কঠোর তপে করিতেছ ক্ষয়

এ বিপুল বীর্য্য তব, কান্তি দেবোপম ?

সত্যবান। প্রিয়সখে, কত দিন বলিয়াছি তোমা—

হৃদয়ের রক্তসম যত্নে রক্ষণীয়,

অতি গোপনীয় সখা, অকথ্য সে কথা !

সুব্রত। [সাবেগে] তুমি কি স্বারাজ্য-প্রার্থী ?

সত্যবান। নহে, নহে সখা।

সুব্রত। সত্যবান, ক্ষম' এই অশান্ত হৃদয়ে।

আজি আমি—

যা কহিতে আসিয়াছি, কহিবই তাহা।

কি তবে দুর্লভ তব এ মহীমণ্ডলে ?

পিতা তব রাজ্যচ্যুত ! তুমি মহাবীর

বল বীর্য্যে মহাবাহু কার্ত্তবীর্য্য সম

দ্বন্দ্বীহীন ; মন্ত্রপূত অস্ত্র সঞ্চালনে

আশৈশব ঋষি শিষ্য, কুশী লব সম

তুমি কুশাগ্রীয় মতি ; কেবা অশ্বপতি;

তব পিতৃরাজ্যদ্রোহী ! ইচ্ছা কর যদি,

সমস্ত ভারত হয় তব পদানত।

কেন এ কঠোর তপ ? ও বিশাল দেহ

কায়ক্লেশে পরিশীর্ণ, শাল তরু সম

অস্থির পঞ্জর লয়ে আছে দাঁড়াইয়া !

নিত্য সন্ধ্যাকালে আমি সমিৎকুশ সহ

রেখে যাই ফল মূল ; স্তূপীকৃত হয়ে

সকলি অস্পৃশ্য যেন রয়েছে পড়িয়া

শিলাতলে—কত দিন বাতাহারী তুমি !

অহহ! অসহ্য ইহা; তব পিতা মাতা
জীর্ণ বৃদ্ধ নিরাশ্রয়, তব ভাবনায়
ক্ষীণ-ক্ষীণ তনু, পর্ণ কুটীর ভবনে;
একি ব্রত ক্ষত্রিয়ের?

সত্যবান। ক্ষম' মোরে সখা।
তুমি স্নেহময়; মম সহোদর সম
তুষিছ জনকে; তুমি আমার অধিক
অতন্দ্রিত সেবাপর জননীর প্রতি।
আমি করিতাম যাহা শতগুণ তার
সাধিতেছ; ঋণ তব পরিশোধ্য নহে।
কি আর কহিব তোমা—সুপণ্ডিত তুমি
অধীত সমস্ত বেদ। এ হৃদয় মম
অতি দুরাকাঙ্ক্ষ সখা।

সুব্রত। দুরাকাঙ্ক্ষা লয়ে
তবে তুমি র'বে চিরদিন! আসিবে না
সংসারের পথে?

সত্যবান। অতি তুচ্ছ এ সংসার;
স্বইচ্ছায় কে পশে অনলে?

সুব্রত। কেন তুচ্ছ!
এই বিশ্বসৃষ্টি, এই মানব নিয়তি

বিধাতার স্নেহাশিষ কুসুমের মত
আসিয়াছে মানবের শিরে ; কোন আশে
ঘৃণিবে, দলিবে তারে তুচ্ছ তৃণ সম ?

সত্যবান।　উচ্চ আশে, অতি উচ্চ—উচ্চ আশে সখা
লক্ষ্য ত্রিদিব, তাই ঘৃণা পৃথিবীরে।
যাহারা আকাশমুখী দৃষ্টি রাখি' চলে
ধরায় উদাসী তারা ; ভ্রুক্ষেপে না চায়,
পদক্ষেপে কি কোথায় চূর্ণ হ'য়ে যায়।

সুব্রত।　ধরণীও দেয় তাই তীব্র প্রতিশোধ
সেই সব উদ্ধত জনেরে ; ধরাময়
বিল আছে, কূপ আছে, কণ্টক কঙ্কর
এত আছে ধরামাঝে তাহাদেরি তরে।

সত্যবান।　কণ্টক নিবিদ্ধ হলে তাদের চরণ,
মনে করে, হ'ল হরি-চন্দনে চর্চ্চিত।
সংসার-সঙ্কট-বক্ষে শত পরাজয়
তাদের বিজয় লক্ষ্মী, মহা মহিমায়
দীপ্ত করে স্বর্গোন্মুখ উন্নত ললাট।

সুব্রত।　তুমি কি করেছ মনে, সময় এ'তব
পশিতে সন্ন্যাসাশ্রমে ?

সত্যবান।　ভীত পরাধীন যারা নির্জীব দুর্ব্বল,

তাহারা তৃণের মত স্রোতোমুখে চলে,
বসে থাকে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি লাগি
জন্মযুগ ; ক্ষীণবল, হীন আয়ু হয়
দিন দিন ; পরিশেষে ঘটনা প্রবাহে
কালের আঁধার গর্ভে লভিতে নির্ব্বাণ।

সুব্রত। এই গর্ব্ব তোমাকেই সাজে। কিন্তু সখা,
সহস্র-সেবিত পথ তুচ্ছ করি দূরে,
চলেছ একাকী তীব্র স্রোতঃ-প্রতিকূলে
কোন্ লক্ষে, পরিষ্কৃত বুঝিয়াছ তাহা ?

সত্যবান। নিশ্চয় জানিও, অহে শুষ্ক নৈয়ায়িক
আমি নহি সংসারের ; তাই এত দূরে
এই অন্ধ গুহাতলে পলাইয়া আছি।
এ নিভৃত এ নিস্তব্ধ গুহাতলে বসি
জ্বালিতেছি মহা অগ্নি, সে তীব্র অনলে—

[হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া]

কেন মিছা তর্কজালে আবরিছ মোরে ?
সখা, ক্ষান্ত হও ; কাঁপিছে হৃদয় মম ;
কি কহিনু ! একি বাক্য বাহিরিল মুখে,
বড়ই বাজিল বুকে ! ছিন্নগুণ ধনুঃ
তীব্রাঘাতে ভাঙ্গে যথা ধানুকী হৃদয় !

স্নুব্রত। সখা, ক্ষত্রিয়ের
এই নহে ধর্ম্ম কভু—জানি আমি জানি
কিবা সেই দুরাকাঙ্ক্ষা তব—
সংশয়-সঙ্কুল পথ বিজন বন্ধুর ;
তাহারি পথিক তুমি—লক্ষ্য অনিশ্চিত।
শূর তুমি সুপ্তোত্থিত সিংহের মতন
চাহিতেছ আপনারি ছায়ায় লঙ্ঘিতে
বজ্রলম্ফে ; জগতের সুপ্ত আত্মা যেন
জেগেছে অসুর হয়ে তোমার ভিতরে—
ছিঁড়িছে শরীর তব জীর্ণ বস্ত্র মত !
অহো—কি ভীষণ রণ ! কি মহা পিপাসা !
যদি পরাজিত হও !—সে কথা ভাবিতে
কাঁপিছে হৃদয়, আহা, কি কাজ ভাবিয়া !
শুন সখা, ধর্ম্ম নহে কৃচ্ছ্রে ও কৌশলে।
এস সংসারের পথে সহজ সরল ;
ত্যজ’ এ দুর্গম পথ ; মধুময়ী বীথী
জুড়িয়া দিয়াছে সেথা ভূতলে ত্রিদিবে !
ছুটিয়াছে কত যাত্রী মহা কোলাহলে
নিরন্তর ; কত সাথী, কত সঙ্গী সেথা !
প্রেমের পবিত্র পাপে সরস ধরণী।

জগতে পুরুষ রামা চির পুরাতন,
সৃষ্টির প্রত্যূষ হতে অনন্ত নূতন
অমর অক্ষয় পুনঃ ; তাদের নয়নে
পড়েনি তৃপ্তির রেখা ; তাদের অধরে
সুধার সে ক্ষুদ্র উৎস যায়নি শুকায়ে ;
কত কাল চলে গেল, এখনো হৃদয়
এতটুকু শ্রান্ত নহে দিতে আলিঙ্গন
গাঢ় তপ্ত ; বিশ্বশিল্পী নিত্য মহাকাল
সৌন্দর্য্যে সৌরভে আর সঙ্গীতে সিঞ্চিয়া
প্রেমেরে সজীব রাখে, যুগ যুগ ধরি
পুরাতনী পৃথিবীরে করিছে নূতন।

সত্যবান। থাম' থাম' ! অপবিত্র, অযুক্ত এ কথা
বাসনা বিস্ফোট করী ; তর্কের কুহকে
লক্ষ্যভ্রষ্ট করিও না মোরে।

সুব্রত। পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় রমণী।
অর্দ্ধাঙ্গিনী ধর্ম্মজায়া উজ্জ্বলিবে তব
লক্ষ্যপথ দীপসম, সাবিত্রী যেমন
আত্মার উন্নতি পথে।

সত্যবান। [সহসা দণ্ডায়মান হইয়া]
সাবিত্রী ! সাবিত্রী ! আহা ক্ষমা কর মোরে !

একি কথা কহিতেছ ? ভিতর বাহির
আজি মোরে একযোগে করিবে দংশন !
যাও, যাও ! কারো কথা শুনিব না আমি !
অতি তুচ্ছ এ সংসার।
স্বইচ্ছায় কে পশে অনলে !

সুব্রত। [স্বগত] একি দশা বিপর্য্যয়—শব্দমাত্র শুনি !
অহো—বুঝিয়াছি !
অপূর্ব্ব রহস্য-রাজ্যে পড়িয়াছে আলো—
ফুটিতেছে, খুলিতেছে বুঝি !

সত্যবান। যাও, যাও !

[সুব্রতের প্রস্থান]

যাও, আসিও না
আর এই গুহান্তরে ; সংসারের সাথে
কাটিয়াছি সমস্ত বন্ধন—শেষ তুমি !
বুঝি এই ক্ষুদ্রতম স্নেহতন্তু দিয়া
কামনা বাসনা যত করিছে প্রবেশ
সংসার ভবন হতে ; বুঝি অলক্ষিতে
বঞ্চনা করিছে মোরে আমারি হৃদয় !
আর নহে, আর নহে, জাগিয়াছি আমি !
ছিন্ন হোক শেষ মায়া ! জাগরে হৃদয়

আপন স্বরূপে। কে আমি, কোথা সে জ্ঞান!
যেই জ্ঞান জনমিলে বিশ্ব ভস্ম হয়—
জ্যোতিঃ শুধু বিরাজয় ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া
জলিত হৃদয় হতে! জ্বল' মহানল,
জগৎ করিব ভস্ম; সেই ভস্ম মাখি'
সর্ব্বদেহে, বসে রব সংসার-শ্মশানে
আপন হৃদয়াসনে নিস্পন্দ নিশ্চল।

[পট পরিবর্ত্তন]

৫ম দৃশ্য।

[হীরক প্রাসাদ—সাবিত্রী ও কজ্জলা ; সহসা কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন—রাজা মহিষী ও উদ্দালকের প্রবেশ]

রাজা। ঋষিবর, সৌভাগ্য আমার ;
পাইনু সুকৃতিফলে চরণ দর্শন
দুঃসময়ে ; বড়ই বিপন্ন এই দাস।
ভগবন, ক্লিষ্ট আমি সংসার জ্বালায়।
এই কন্যা মম—সাবিত্রী,
একমাত্র সন্ততি আমার,
উদ্ধত অবাধ্য অতি ; স্বেচ্ছা আচরণে
পীড়িছে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হৃদয় আমার।
হৃদয় বিকল মম, মন নহে স্থির ;
এই কন্যা ক্রূর কর্ম্মে নিয়োজিছে মোরে।

উদ্দালক। কেন—চারুশীলে ?

রাজা। এখনো কুমারী ; তাই আদেশিনু আমি
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত কলিঙ্গের পতি
একচ্ছত্রী দাক্ষিণাত্যে, বরহ তাহারে।

এই পাষাণের মূর্ত্তি গর্ব্বিত চরণে
লঙ্ঘিছে, তৃণের মত আমার আদেশ!

উদ্দালক। কেন মা, পিতার আজ্ঞা করিছ লঙ্ঘন?
বিবাহ জন্মের মত মিলন বন্ধন
হৃদয়ের; এত নহে ক্ষণেকের খেলা!
যৌবন অপক্কদর্শী বন্ধু নহে কভু
পরিণয়ে; সৌন্দর্য্যের পিপাসিত সে-ই
ঝাঁপে পতঙ্গের বৃত্তি বহ্নিশিখা মাঝে
জ্বালাময়ী; মূর্ত্তিময়ী কর্কশা ধরণী
সুধা সম্পূরিত সম করে অনুমান।
উচিত গুরুর প্রতি বিশ্রব্ধ নির্ভর;
হিতাকাঙ্ক্ষী সদা তাঁরা। সুলক্ষণে তুমি,
তুমি ত অবোধ নহ?

সাবিত্রী। [প্রণিপাত পূর্ব্বক ভূ-নত জানু]
দেব, ভগবন,
কি কহিব বাক্যহীনা আমি; জনকের
অযোগ্য তনয়া; জানি, পূর্ব্বকাল হতে
কেহ কভু পিতৃ আজ্ঞা করেনি লঙ্ঘন
এ ভারতে; বুঝিতেছি বহু পাপতরে
জনম এ ভবভূমে হয়েছে আমার।

পাতিয়া রয়েছি শির, রাজদণ্ড যদি
যমদণ্ড হয়, তাও ভেটিব আগ্রহে।

রাজা। দেখিলেন ঔদ্ধত্য প্রকার?

উদ্দালক। সুকল্যাণি,
বিনীত বচন তব; তুমি যশস্বিনী;
ভারত প্রথিত তব চরিত কাহিনী
সাধুজন মুখে; কেন এই দশান্তর?
জান তুমি, গৃহরাজ্য সাম্য পুণ্যশীল
স্নেহতন্ত্র, শাসনের উষ্মা নাহি সহে।
উপদ্রোহে চিরতরে আনন্দ লুকায়,
প্রভুতায় ভীতি আসে, প্রীতি চলে যায়।
কেন শুভে, জানি শুনি লঙ্ঘিছ জনকে?

রাজা। সে চাহে বরিতে সত্যবানে।

কজ্জলা। সত্যবান্ প্রভু,
কোন্ অংশে অযোগ্য সখীর?

রাজা। [অসিতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক]
চুপ কর! এই দণ্ডে দোঁহার শোণিতে
কলঙ্কিত হবে নতু আমার প্রাসাদ!

উদ্দালক। [মৃদুহাস্যে] শান্ত হও রাজা।

সাবিত্রী। ভগবন্, দেব!

উদ্দালক। অয়ি !

অসঙ্কোচে বলে যাও ; লজ্জা কি জননী !

সাবিত্রী। এ জগতে শ্রেষ্ঠ কিবা দেব ?

উদ্দালক। কেন মা—ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সকলের মধু।

সাবিত্রী। দেব, নারী ধর্ম্ম কিবা ?

উদ্দালক। শুনহ কল্যাণি—

নারীধর্ম্ম কায়মনে বচনে নিয়ত
অস্খলিত পবিত্রতা ; জানি স্থির মনে,
রমণী মায়ের জাতি, রমণী জননী,
নারী বিশ্বজননীর আভাষরূপিনী
ধরাতলে, কায়মনে বচনে তাহায়
জীবনে সার্থক করা নারীধর্ম্ম, ইহা
শুনিয়াছি সুলক্ষণে পূর্ব্বগণ মুখে,
কহিলাম তোমা।

সাবিত্রী। তবে পিতা, দেব ভগবন,

ক্ষম এ দাসীর প্রগল্‌ভতা ; নাহি জানি,
কেমনে প্রকাশি মোরে—আমি মনে মনে
বরিয়াছি সত্যবানে। সত্যবান, পিতঃ,
তোমার সে চির অরি দ্যুমৎসেন-সুত !

কি করিব, শত ধিক হৃদয়ে আমার !
বধ এই পাপিনীরে, পিতা ; কিংবা সিন্ধুতলে
ডুবাও ; প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ড মাঝে
কর হোম মোরে দিয়ে পিতা ; তবে মম
তব আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

উদ্দালক [গম্ভীর মুখে]　　নৃপসুতে,
এ কামনা অসঙ্গত, অতি অসম্ভব।
এই দণ্ডে কর প্রত্যাহার ; সত্যবান
সন্ন্যাসী, তপস্বী, শুভে।

সাবিত্রী।　　ভগবন, ঋষি
দানে কভু আছে প্রত্যাহার ?

উদ্দালক।　　নাই শুভে।
কিন্তু তুমি এখনও কর নাই দান,
খুঁজে দেখ সমস্ত হৃদয় ; ভাবি' দেখ
অগ্রপর—

সাবিত্রী।　　বিলক্ষণ দেখিয়াছি প্রভু।
অর্পিয়াছি এ জীবন যাহার উদ্দেশে,
সেই যদি না করে গ্রহণ—কেন প্রভু—
নারীধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম করিব পালন।

উদ্দালক।　　সাহসিনি, প্রেমধর্ম্ম করিবে পালন !

অগ্নিময় অগম্য সে তপনের পানে
চেয়ে চেয়ে দিন মান সূর্য্যমুখী মত
শুকাইবে ? আমরণ রহিবে কুমারী ?

সাবিত্রী। শির পাতি লইব আগ্রহে
তাই যদি বিধাতার নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাজা। [সক্রোধে] উঃ!

উদ্দালক। [ক্ষণেক ধ্যান স্তিমিত নেত্রে]
না—না, অয়ি অজ্ঞান বালিকা ; ভাবি দেখ,
স্থির চিত্তে নিজ ভবিষ্যৎ ; জানি আমি,
নিতান্ত আসন্নমৃত্যু এই সত্যবান ;
এ কামনা কর ত্যাগ ; বৈধব্যের দশা
ভাবি' দেখ।

সাবিত্রী। আহা, তাঁর আসন্ন মরণ!
তবে তাই চিন্তনীয় বটে।
কিন্তু প্রভু, এ চিন্তায় আছে কোন ফল ?
মরণ বিধির বিধি প্রাণীর ললাটে,
অলঙ্ঘ্য সে ; একদিন ঘটিবে নিশ্চয়।
ছি ছি প্রভু ! প্রণিপাত চরণে তোমার।
তোমরা ধর্ম্মের কর্ত্তা, জগতের গুরু,
তুমি বিড়ম্বিছ দেব, অভাগী নারীরে ?

এই কি অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রয়োচিছ মোরে ?
লাগে নিবেদিত ফুল আবার পূজায় ?
এক যজ্ঞপূত হবিঃ দ্বিতীয় অধ্বরে ?
তোমাদেরি মুখে দেব, শুনেছি শিখেছি
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য—নর মরণ বেলায়
সকলি পড়িয়া থাকে, ধর্ম্ম সাথে যায়।
আজি তুমি ব্যভিচারে করিছ নিয়োগ,
ভাবিছ অস্থির মতি বালিকা মতন
অভাগীরে ? আহা, শত কারাগার জ্বালা
অতি তুচ্ছ এর কাছে—এস, চল সখি ;
গুরু কাছে প্রগল্‌ভতা যুক্ত নহে কভু।

[সাবিত্রী, কজ্জলার প্রস্থান]

রাজা। দেখিলেন ঋষি !

উদ্দালক। [সহাস্যে] দেখিলাম, বুঝিলাম সব।

রাজা। কি করিব, শত্রু হস্তে সঁপিব তনয়া ?

উদ্দালক। ছি ছি রাজা ! বৃদ্ধ তুমি, গলিত দশন
মৃত্যুর শিতিম হাসি প্রতিবিম্ব মত
ভাসিছে বদনে তব ; আতঙ্কে জর্জ্জর
মস্তকের কেশ তব গেছে পাণ্ডু হয়ে !

এখনও ক্ষুদ্র হীন অভাজন মত
হৃদয়ে হিংসার অহি করিছ পোষণ?

রাজা। সুনিপুণ তিরস্কৃত দাস।

উদ্দালক। এই কন্যা মহিয়সী গার্গীর মতন
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ধরিতেছে মুখে,
স্পষ্ট বুঝিতেছি আমি! শুন' মহারাজ,
তনয়ারে করিও না নির্দ্দয় লাঞ্ছনা;
এ নহে সামান্যা নারী। মনে মনে যারে
বরিয়াছে কন্যা তব, এ ভারত ভূমে
রূপে বীর্য্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যে মহত্ত্ব গরবে
কেহ নাই সমতুল তার; সত্যবান
প্রিয় শিষ্য মম। বলিয়াছি দোষ যাহা,
অল্পায়ু সে পুরোত্তম; জীবন তাহার
ফুলের জীবন সম উজ্জ্বল মধুর
ক্ষণস্থায়ী; সত্যবান সংসার বিরাগী
সন্ন্যাসী সংশিত ব্রত। নৃপ, তার সনে
সাবিত্রীর পরিণয়, বুঝি অসম্ভব!

রাজা। কি উপায় তবে?

উদ্দালক। [গাত্রোত্থান পূর্ব্বক]
জগতের নিয়তি মঙ্গল।

মনে হয়, সুস্তর্পণে বিশ্বের বিধাতা
জ্যোতির তুলিকা দিয়ে অদৃষ্ট ফলকে
কি যেন আঁকিছে বসি—

[ধ্যানমগ্ন হৃদয়ে প্রস্থানোদ্যম]

রাজা। প্রণিপাত গুরো,
রেখে চলিলেন দাসে চিন্তার সাগরে।

উদ্দালক। শান্তি পাও হৃদয়ে রাজন।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

[পর্ব্বত গুহাস্তরে অগ্নিকুণ্ড সমীপে সত্যবান]

সত্যবান। জ্বল' মহানল!

লক লক লোল জিহ্বা উঠুক আকাশে!
আজি ভস্ম কর মোরে। ভস্ম কর যত
নির্ব্বিশেষে এই সব কীট জর্জ্জরিত
মসীলিপ্ত তাল পত্র! অলীক—অলীক,
মিথ্যাকথা পরিকীর্ণ গ্রন্থ রাশি রাশি!
এত বর্ষ ধরি আমি লভিনু কি ফল?
কিছুনা কিছুনা! ওকি যেন যায় আসে!
ধরি ধরি যেন হাতে; কেন বা ধরি না!
কেন পুনঃ সরে যায়! ও রে শিলোচ্চয়
নিষ্ঠুর অচল রাশি, বল একবার,
অধরের পাশে আসে সুধার সাগর
ধরিতে পারিনা কেন? কোথা সরে যায়?
একি স্বর্ণ মৃগ, একি মহা মরীচিকা

অনুসরি চলিয়াছি তবে! নিশি দিন
তাপিত হৃদয়; নাহি বিন্দুমাত্র বারি
নিবারিতে মহাতৃষ্ণা! কোথা তল কূল?
আমি কি আমার স্রষ্টা, হেতুর নির্ঝর,
বিরাট এ বিশ্ব গড়ি' আছি দাঁড়াইয়ে!
মাথা যে উঠিছে ঘুরি'! ব্যোমের কুহর
আমারি রাগিনী রাগে গিয়াছে ভরিয়ে!
কি করি! এই কি মূর্ত্তি আবার হৃদয়ে!
সাবিত্রী, সাবিত্রী! তুচ্ছ সংসারের মায়া,
নিরয়ের মুক্ত পথ! দাঁড়াও, দাঁড়াও!
আজি আমি বুঝে লব, কে বড় কে ছোট;
আমি, কিংবা তুই, অরে ঘৃণিত শরীর
অবিশ্বাসী! ধিক! ওরে এতদিন পরে
এই কি নরক বহ্নি গ্রাসিছে আমারে?
সাগর সেঁচিয়ে আসি, মাণিক তুলিতে
এই হীন দেহ মোরে করিবে বঞ্চনা!
কেন তবে—জ্বল মহানল!
গভীর কপিশ মূর্ত্তি অসীম সুন্দর!
আজি আমি বুঝে লব মম ভবিষ্যৎ!
আজি আমি নামিয়াছি সম্মুখ সংগ্রামে;

আজি মম অসিধারা ব্রত ;
আজি শেষ দিন ; আজি তুমি আর আমি ;
আজি সেই চিরন্তন মন্ত্রের সাধন
কিংবা আজ তুমি আর আমি—ওঁ

[ধ্যানে উপবেশন]

[উদ্দালকের প্রবেশ]

উদ্দালক। সত্যবান, সত্যবান !

সত্যবান। (চকিত) গুরুদেব !

উদ্দালক। সত্যবান, মহাক্ষণ আসিয়াছে তব।
অবহিত হও, আজি একচিত্ত হও !
তুমি ব্রহ্মবিদ্যাকাঙ্ক্ষী ?

সত্যবান। ভগবন্
আমি ব্রহ্মবিদ্যাকাঙ্ক্ষী।

উদ্দালক। তুমি কি একান্ত মনে ব্রহ্মবিদ্যাকাঙ্ক্ষী ?

সত্যবান। ভগবন্
একান্ত ম—নে—

উদ্দালক। (সুগম্ভীরে)
হের এই অপরাহ্ণ ! ওই জ্বলিছে পশ্চিমে
ধ্বান্তারি ভীষণ মূর্ত্তি দেব দিবাকর
সহস্রাংশু ! হের এই আরক্ত নয়না

লোহিত বসনা সন্ধ্যা অগ্নিপ্রভা সম
ভাসিতেছে জগতের বক্ষের উপর !
ওই উর্দ্ধে নভঃস্থলে সহস্র নয়ন
উন্মীলিছে তব পানে ! জ্বলিছে সম্মুখে
এই বহ্নি সর্ব্বভুক্ মহা প্রভাময় !
এই অগ্নি জাতবেদা, জগৎ বিধাতা,
শক্তিরূপে সর্ব্বময়, অখিল বিবেকী,
অখিল ভয়ের ভয়, ভীষণ ভীষণ !
শুন সর্ব্বশেষ—
এই বায়ু বসুন্ধরা শুনিছে তোমারে !
কহ তুমি, হৃদয়ের গহন অতলে
করহ সন্ধান, তুমি একাগ্র হৃদয়ে
ব্রহ্মজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ?—বল'—

সত্যবান। [কম্পিত কলেবরে করজোড়ে] প্রভো !

উদ্দালক। ইতস্ততঃ নহে—বল !

সত্যবান। প্রভো !

উদ্দালক। ভীরু অব্রাহ্মণ !
বল একপদে !

সত্যবান। গুরুদেব, পতিত পাবন,
গভীর লজ্জার কথা কহিব কাহারে

তোমা ভিন্ন—প্রভু, আজ কত দিন ধরি
একটী পঙ্কিল চিন্তা পীড়িছে হৃদয়
বারংবার অতর্কিতে আসি—ঘৃণ্য আমি
তুচ্ছ আমি, ভগবন্, অনুতপ্ত আমি।
শোন প্রভু, করিতেছি শরীরে মানসে
মহা প্রায়শ্চিত্ত তার বহু দিন ধরি।
ভগবন্, সেই মহা পাপ প্রক্ষালিয়া
দাও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রভু, শিষ্যে অভাজনে।

উদ্দালক। কিছুইনা বুঝিলাম আমি।

সত্যবান। গুরুদেব এতই কি কঠোর বিধান
দেবতার? জানিতেছ হৃদ্‌গত আমার।
তাপিত লজ্জিত জন হত নত শির
লুকাইতে চাহিতেছে; তাহাও দিবেনা?
ভাল, তাহাই করিব। খুলিব হৃদয়
তব কাছে; হৃদয়ের গূঢ়তম ক্ষত,
অতিশয় ঘৃণিত সে, দেখাব তোমায়।
কি! আমি গুরুর কাছে করিব গোপন?
শুন তবে ভগবন্—তুমি জান, কবে
এক দুরাশয় যুবা মহাতৃষ্ণা লয়ে
এসেছিল তব কাছে; তুমি বিমুখিলে,

বলে ছিলে, "যাও বৎস, অধিকারী নহ।"
অধিকারী নহি আমি? জ্বলিল হৃদয়
ক্ষত্র তেজে। মানবের অসীম শকতি,
সর্ব্বব্যাপী মহিমার প্রসার অতীত
কে আছে এ ভূমণ্ডলে? চলিলাম প্রভু
সেই দিন, চলিলাম 'অধিকারী' হতে।
কেমন সে দিন গুলি, কি বর্ণিব প্রভু!
কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত প্রলোভন
হৃদয় শোণিত-শোষি, সঙ্কটসঙ্কুল
সঙ্কীর্ণ সরিৎ পথে সমুদ্রে পড়িতে!
অটল, একাগ্র হৃদে চলিলাম প্রভু।
কিছুকাল পরে যেন উন্মুক্ত বাতাস
স্থিতিহীন, ভবভোলা, স্বাধীনতা মত
লাগিল শরীরে; মহা কলকলোচ্ছ্বাস,
অসীম গম্ভীর রোল থাকিয়া থাকিয়া
গ্রাসি' চরাচর যেন পশিল শ্রবণে!
হৃদয়ে বুঝিনু দেব, ফাটিল হৃদয়
ভূমানন্দে, পড়িলাম সমুদ্রে আসিয়া।
কেমনে বর্ণিব অহো! নাহি তল-স্থল
অবাধ অবাধ সিন্ধু! নিখিল জগৎ

আনন্দ সলিলে গলি' অপার অপার
উচ্ছ্বসিছে, কল্লোলিছে, নাচিতেছে যেন !
ভাসিনু তাহায় দেব, যথা মহা তরী
সাগর সারসী সম স্থির পক্ষ ভরে
অকূল সাগর বুকে ভাসে একাকিনী।
কতদিন চলে গেনু ; কি শুনিনু কাণে ;
কি বুঝিনু হৃদয়ের অন্তস্তম তলে
বসি প্রভু, নাহি শক্তি তাহা বর্ণিবার।
তবু, মনে হল প্রভু, আরো কিছু আছে—
এখনো পাইনি যাহা ; সমস্ত তৃষ্ণার
অবসান আছে তথা সমস্ত শ্রমের
মুক্ততম শান্তি তথা ! অনন্ত বিরাজে
অটুট ; তাঁহারি আশে চলিলাম প্রভু।
সম্মুখে অকূল সিন্ধু ! সলিল অমল
অতল সমাধি সম, করে থল থল
দিগঙ্গন পূর্ণ করি ! সে আনন্দ প্রভু
নহে তাহা বর্ণিবার। এমন সময়ে—
কি বলিব, কি দেখিনু, কিসে বা দেখিনু !
ধ্যানের সাগর বুকে কমলে কামিনী !
নহে নহে—অসম্ভব।

এমন সময়ে প্রভু, দেখিনু তাহারে।
কে সে? হায় হায় কি কাজ গোপনে—
অধম নারকী আমি—সাবিত্রী, সাবিত্রী,
অশ্বপতি রাজার দুহিতা।

উদ্দালক। তার পর!

সত্যবান। তারপর, কি বলিব দেব!
অচল শিখর হতে অতল গুহায়
নিপতন ঘূর্ণিবেগে; সে পাপ কাহিনী
কেমনে বর্ণিব আহা? প্রভু, এই নারী,
এমন প্রশান্ত ধীর উদাস মূরতি
সেকি মোর এসেছিল কৃতান্ত হইয়া?

উদ্দালক। সত্যবান, অসম্ভব ইহা;
পুণ্যশীলা এই বালা।

সত্যবান। আহা, না, না—গুরুদেব!
সকল—সমস্ত দোষ আমার—আমার!
এই মম পশু হৃদয়ের। একাঘাতে
চূর্ণ হয়ে যায় না কি ভিন্ন দিগ্বিদিকে
হৃৎপিণ্ড ধমনী শিরা! মূরতি তাহার
তীব্র অভিশাপ মত পীড়িছে আমারে।
নিয়ত অদৃষ্ট সম, কর্ম্মবন্ধ সম,

রাহুর মতন আসে গ্রাসিতে আমারে
তার চিন্তা, বসি যবে স্থির যোগাসনে।
কে সে প্রভু? এতই কি দুরবল আমি?
কিসে কাটে এই মোহ? এ মহা ছলনা
অবিদ্যার? প্রভু মম সর্ব্ব যোগ ফল
সকলিনকি ধ্বংস হয়ে গেল এত দূরে?
কেন তুমি এলে দেব, শুনিলে আমার
এ জঘন্য পাপ কথা! এই জগতের
কেহ ইহা শুনিতনা; এই গুহাতলে,
এ পাষাণ সংঘ মাঝে, একই নিশ্বাসে
সমস্ত জীবন বায়ু দিতাম ছাড়িয়া;
মিঠাইত সমুদ্দীপ্ত অনলের রসে
সমস্ত সংসার তৃষ্ণা!

উদ্দালক। সত্যবান—
(স্বগতঃ) সত্য তবে ভেবেছিনু যাহা?
অকূল রহস্য তব অয়ি মহিয়সী
প্রকৃতি!

সত্যবান। কেন, গুরুদেব! কি আদেশ?
সহসা বদন তব হইল উজ্জ্বল
কি আলোকে, সুমহান প্রত্যাদেশে যেন!

উদ্দালক। তুমি সাবিত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী?

সত্যবান। প্রেমাকাঙ্ক্ষী? আহা দেব, কি দিব উত্তর!
প্রেম কিবা নাহি জানি। পঞ্চবর্ষ হতে
ফিরিতেছি বনে বনে; তোমার প্রসাদে
নাশিয়াছি সর্ব্বমোহ কামনা বাসনা
এ দেহের। তিলে তিলে অন্বেষণ করি,
ভস্মিয়াছি ক্ষুদ্রতম বাসনা অঙ্কুর।
এ কোথায় ছিল দেব? পুণ্য পদ্মাসনে
বসি যবে একচিত্তে, চিরজীবনের
একলক্ষে, এই চিন্তা কোথা হতে আসে,
স্থিতিহীন মেঘবক্ষে আকাশ গহ্বরে
চকিত বিদ্যুৎ যেন! একই নিমেষে
বিষধারে পূর্ণ করে সমস্ত হৃদয়!
হের এই মহাগুহা! সূর্য্যের কিরণ
ভয়ে ভয়ে পশে হেথা দিবা দ্বিপ্রহরে
কি ছার সংসার বার্ত্তা। কহ গুরুদেব—
এ মোহের প্রতিকার নাই?
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই? কেন তবে—
[অগ্নিতে ঝম্প প্রদানের উপক্রম]

উদ্দালক। শুন অসহন শিশু, অনন্ত বন্ধনে

অকারণে নাহি দেও ঝাঁপ ; সমস্ত শিক্ষার
একি ফল হল তোর ? এ দেহের পর
সকলি নিঃশেষ হয়ে গেল ? এই ক্লেশ,
এই মায়া, এই মোহ ছায়ার মতন
রবে না কি পাছে পাছে ?

সত্যবান্। বুঝিনা, বুঝিনা—
শাস্ত্র তোমাদের, জ্ঞান সেও তোমাদের।

উদ্দালক। সত্যবান, পড়িওনা সন্দেহের ঘোরে।
শুন মোর কথা—

সত্যবান। গুরুদেব, ভগ্ন এ হৃদয় ; ক্ষমাকর
পামরের অস্থিরতা। কহ কি আদেশ,
কহ কি করিতে হবে ; কোন প্রায়শ্চিত্ত ?
মানব দুঃসাধ্য যাহা তাহাও সাধিব।
ভীত নহি আমি প্রভু ; সকলের আগে
ভয়েরে করেছি ভস্ম, জড়তার সহ।

উদ্দালক। গুরু বাক্য শুনিবে কি তুমি ?
সে পরীক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত লইবে মানিয়া
সুকঠোর ?

সত্যবান। [অবনত মস্তকে] মাল্যসম ধরিব মস্তকে।
অবিলম্বে কহ গুরো, বজ্রোদ্যম হেন

বাজিতেছে অপ্রমেয় গাম্ভীর্য্য তোমার !
কহ, কি করিতে হবে ?

উদ্দালক। শুন' গুরু উপদেশ,
এই পথ কর ত্যাগ ; এই পথে তব
সিদ্ধি মৃত্যুপরাহত। পশহ সংসারে ;
সাবিত্রীরে কর পরিণয়—

সত্যবান। [সসংরম্ভে] কি বলিলে ? এই তব উপদেশ ?
ধিক্ উপদেশ ! অহে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ,
আমারে বধিলে তুমি ! একই নিশ্বাসে
সমস্ত জীবন মম করিলে নিষ্ফল ?

[জ্বলন্ত কাষ্ঠ হস্তে ধাবমান ।

উদ্দালক। [মুখে তর্জ্জনী অর্পণ] শিষ্য !

সত্যবান। [করপুটে নতজানু] গুরুদেব মহান্ পুরুষ !
সমুন্নত বজ্র তুমি ! তব পদতলে
ধূলিলীন শিষ্য আমি।

উদ্দালক। যাও সংসারেতে।
দেবতার এ আদেশ শুন তব পরে। [প্রস্থান]

সত্যবান্। অহ-হঃ ! [মূর্চ্ছা]

[পট-পরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পর্ব্বতপ্রস্থে উদ্দালক]

উদ্দালক। অয়ি বিশ্ববিকাশিনী, অনন্ত ভাবিনি !
ইহোত্তিষ্ঠ—হৃদয়ে আমার ! এই সৃষ্টি,
অসীম প্রবাহ এই চিন্ময় সাগরে !
কোথা হতে আসিতেছে, বহিছে কোথায় !
কোথা আদি ; কোথা অন্ত ; কিবা লক্ষ্য করি
নিখিল এ ভূতাবর্ত্ত যেতেছে ভাসিয়া—
কি বুঝিব, কতদূর পারিব বুঝিতে,
ক্ষীণ প্রাণে, সীমাকাঙ্ক্ষী নয়ন লইয়া !
প্রকাশ' প্রকাশ' দেবি ! কহ মোরে সব—
কহ ভূত, কহ ভাবী, কহ বর্ত্তমান !
সমগ্র হৃদয়ে তোমা ডাকিতেছি আজি !
সূক্ষ্ম পথে লও মোরে ও পদ পরশে,
পরম জ্ঞানের পদ—তিলেকের তরে !
খোল সে রহস্যদ্বার--এই শিষ্য মম—
কহ কি করিতে হবে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই,
অনাবিল অসংশয়ী নির্ব্বিকল্প ধৃতি
স্থিরজ্যোতিঃ, প্রকাশহ সহস্রার মাঝে,
আলোক আলোক শুধু—ওঁ [ধ্যানস্থ]

পট-পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

[তপোবন পথে বৃক্ষপল্লী ; অনুরূপ নৃত্যসহকারে গান
করতঃ ঋষিবালকগণের প্রবেশ]

গান।

তপোবন তরুদলে পরিয়ে দেব ফুলের মালা।
হাসিছে পূরবাকাশে সোণামুখী আকাশবালা!
গভীর মন সংযমী,
তরুগণ বনাশ্রমী,
চাহিয়ে আকাশপানে দীর্ঘ জটাজুট তুলি!
তাদের কঠোর বুকে লাগিয়ে দেব হাসির জ্বালা।

চিন্ময়। আজি অনধ্যায়। আজি জননী পার্ব্বতী
সারাদিন ধ্যানযোগে রবেন নিরত।
কি করিব মোরা? হের বসন্ত আভাস
পড়িয়াছে ধরাবক্ষে ; সূর্য্যরশ্মি সহ
দেবের আনন্দ যেন অন্তরীক্ষ হতে
বহিতেছে জগতের অন্তরঙ্গ মাঝে।
কানন মঞ্জরী জালে উঠেছে শিহরি!
হের আজি বন্ধহারা মলয় বাতাস
শিশু সম চলমতি, গম্ভীর নিষন্ন

পাদপ পণ্ডিতদের সমুন্নত শিরে
শিখাগুলি রঙ্গভরে দিতেছে নাড়িয়া !
চল, মোরা কি করিব ! আজি এ প্রভাতে
প্রফুল্লকুসুম মালে সাজাইব মোরা
দুঃখশীল বৃদ্ধতরুদলে ; এ মধ্যাহ্নে
সৈকতিনী যমুনায় দিবগো সাঁতার ;
তারপর, যমুনার চঞ্চল হিল্লোলে
চঞ্চল আলোক খেলা দেখিতে দেখিতে,
হিন্দোলে দুলিব মোরা সারা দিনমান।

কালিন্দী। তারপর, অপরাহ্নে কালে
রাজপুত্র সত্যবানে যাইব দেখিতে—
কেমন ?

চিন্ময়। তাই হবে ; দেখিব সে শুষ্ক যোগীবর,
জগতের এ আনন্দে তুচ্ছ করি যেন,
গুহামাঝে আপনারে রেখেছে বাঁধিয়া।

বিনয়। চল্ তবে চল্।

কালিন্দী। না না—দাঁড়াও [চিন্ময়ের প্রতি]
কি ফুল গাঁথিব মোরা ?

বিনয়। ওরে—ওরে সব ফুল ; ইহাও আবার
জেনে নিতে হবে ?

চিন্ময়।　　যূথিকার মাঝে মাঝে মল্লিকা বকুল,
কুটন্ত অশোক সহ। দেখো, সাবধান
ছিঁড়োনা করবী ফুল; কিরণ সুন্দরী
প্রজাপতি রূপে তথা নিত্য উষাকালে,
স্বর্ণ পুষ্পাসব পাত্রে মধু করে পান।
মুকুল ছিঁড়োনা যেন; কুসুম মুকুল
মুদ্রিত দলের মাঝে মধু গন্ধ নিয়ে
অপার আকাঙ্ক্ষা ভরে সূর্য্যালোক তরে
চেয়ে থাকে—অভিশাপ লাগিবে তাহারে
যে ছিঁড়ে তাহার বৃন্ত।

কালিন্দী　　　　কি অভিশাপ?

বিনয়।　চল—চল মোরা, চল। কালিন্দী যাবে না;
শুধু চিন্ময়ের মুখ পানে তাকায়ে রহিবে!

চিন্ময়।　চল্—বেলা হল। হের প্রাতঃস্নান শুচি,
—তপঃকৃশা দীপশিখা সম—
গৃহমুখী দেবী ওই, প্রিয়ঙ্কর সহ।

[সকলের প্রস্থান]

[পার্ব্বতী ও প্রিয়ঙ্করের প্রবেশ]

পার্ব্বতী।　　　　বৎস প্রিয়ঙ্কর,
তব মত শিষ্য অতি দুর্লভ জগতে।

তোমার মতন বৎস একাগ্র হৃদয়,
অবিরত শ্রদ্ধাবান, সদা শুদ্ধ মতি
এইরূপ শিষ্য মোরা খুঁজি চিরদিন।
জ্ঞানের ত অন্ত নাই বৎস! বহুশ্রমে
নিজে পাইয়াছি যাহা গুরুর প্রসাদে,
তোমার মতন শিষ্যে দিয়ে উপদেশ
অপার আনন্দ পাই প্রাণে। যেই কথা
জিজ্ঞাসিলে আজি তুমি, সর্ব্ব জ্ঞানার্থীর
তাহাই চরম লক্ষ্য; সবারি হৃদয়ে
গুপ্ত বীজ আছে তার। ধীরে অতি ধীরে,
সাধকের হৃদে ফুটে জ্যোতিঃ শত দল
অন্তর হইতে; গুরু উপলক্ষ তার,
নয়নের উন্মীলক শুধু।

প্রিয়ঙ্কর। হে জননি,
স্থৈর্য্যহীন শিষ্য তব, তাই শত শত
অকাল জাগ্রত প্রশ্নে, দাস প্রতিদিন
বিমর্ষে তোমারে। দেখ মা, যখন
পড়ি আর্য্য ঋষিদের হৃদয়-নিঃসৃত
মধুচ্ছন্দা ভাব গাথা, পবিত্র উজ্জ্বল—
হোমহুত হবির্গন্ধে সুবাসিত যেন—

মনে হয় আছি শুধু বহিরাবরণ
নিয়ে তারি ; নিয়ে শুধু শিক্ষা ঝঙ্কার ;
পশি নাই সুগোপন মধুর ভাণ্ডারে।
কেন হেন হয় মাগো !

পার্ব্বতী। ধীরে, বৎস ধীরে !
ভাষা শুধু ভাবের রক্ষণ। যোগীগণ
হৃদে প্রকাশিত বেদ করেন অর্পণ
রক্ষা হেতু বাণী হস্তে। অক্ষমা ভারতী
প্রকাশিতে নারে বৎস হৃদয়ের বেদ,
আবরণী হয়ে আছে শুধু। ধীরে ধীরে
হৃদয়ের রাজ্যে যত বাড়ে অধিকার,
তত বাড়ে বেদ অধ্যয়ন।

[স্বগতঃ] আজি কোন কাজ নয় ; আজি এ প্রভাতে
এ দেহে পরাণ মম প্রলীন হইয়া
কুসুমের মাঝে যেন উঠেছে জাগিয়া !
সূর্য্য-শতদল-স্রুত কিরণের মধু
আগ্রহে লুব্ধক সম করিতেছে পান !
বায়ু অমৃতের সম করিছে পরশ !
হাসিছে বিপুলা সৃষ্টি, নিখিল হৃদয়
একতন্ত্রী বীণাসম বাজিছে হরষে !

[সুব্রতের প্রবেশ]

সুব্রত। জয় জয় দেবি পার্ব্বতী !

পার্ব্বতী। স্বাগত সুব্রত—

সুব্রাহ্মণ বন্ধুবর !

সখা সন্নিধানে বুঝি !

সুব্রত। দেবি, বড়ই চিন্তিত আমি সখার কারণ।

শেষ প্রায় পঠদ্দশা মম ;

অনিশ্চিত ভবিষ্য আমার ;

হয়ত বা প্রিয়তম তপোবন ছাড়ি

যেতে হবে লইয়া বিদায়।

নিরাশ্রয় রাজা রাণী আমারি নির্ভরে

চলেছেন এতদিন।

পার্ব্বতী। কেন তুমি চলে যাবে আমাদের ছাড়ি !

এতদিন ছিলে হেথা, এতটুকু হয়না মমতা ?

পশিবে সংসারে ?

সুব্রত। দেবি, সমুদ্রের মত স্নেহ তোমাদের,

পবিত্র বহ্নির মত ; যেথানেই যাই,

চিরদিন রবে মনে, স্বর্গ স্মৃতি যেন

মর্ত্ত্য পতিতের মনে। দেবি, আমি হেথা,

আমার হৃদয় কিন্তু রয়েছে গ্রথিত

মায়ের চরণরেণু সাথে। পূর্ব্বদেশে
অতি দূরশায়ী এক ক্ষুদ্র গণ্ড গ্রামে,
পর্ণকুটীরের মাঝে, আজন্ম দুঃখিনী
তপস্বিনী মা আমার পথ চেয়ে আছে!
প্রতিদিন ইষ্টদেবে শত পুষ্প দিয়ে
অশ্রুজলে করিছেন পূজা,
আমারি কল্যাণ চাহি। এই যে বিদেশে
প্রবাসে রয়েছি দেবি, অধ্যয়নবশে
মাঝে মাঝে মনে পড়ে সকরুণ মুখ
জননীর; নাহি জানি আছেন কেমন।
দেবি, আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান তাঁহার।

পার্ব্বতী। তবে তুমি পশিবে সংসারে; তাহাই উচিত।
অনিশ্চিত বল কেন তবে?

সুব্রত। [সলজ্জ]   তাই দেবি—
কিন্তু, কি বলিব, সখা সত্যবান তরে
বড়ই আকুল মন। সহজে ক্ষত্রিয়,
রাজপুত্র তাহে—

পার্ব্বতী।   কেন, এখন কি ভাবে তিনি?
[সস্মিতা] শোন আমি এক দিন ভেবেছিনু যাহা—
আমাদের রাজপুত্রী সাবিত্রীর যদি

তাঁর সহ হ'ত পরিণয়, জ্যোতির্ম্ময়ী
গায়ত্রীর সহ হ'ত প্রণব মিলন ?

সুব্রত। দেবীবাক্য হউক সফল !
শ্লাঘ্যতম, বরণীয় হত সে মিলন।
দেবি, আমি কতদিন ভাবিয়াছি তাই !
কিন্তু অসম্ভব তাহা, অতি অসম্ভব।
সত্যবান কি যে হয়ে গেছে ! শোন দেবি,
অবশেষে সে গুহায় আমারো প্রবেশ
নিষিদ্ধ হয়েছে ! সখা শিলাটঙ্ক দিয়ে,
রোধিয়াছে গুহামুখ অলঙ্ঘ্য করিয়া !
নিরালম্ব ঊর্দ্ধবাহু বামাঙ্গুষ্ঠ মূলে
অবনী পরশ করি, সূর্য্যদত্তেক্ষণ
রয়েছেন মাসাধিক।

পার্ব্বতী। দুশ্চর তপস্যা !

সুব্রত। চলিয়াছি তাই ; দেখি সানুদেশে উঠি,
দূর হতে দেখা মাত্র পাই কি না পাই।

পার্ব্বতী। [মৃদুহাস্যে] সাধু বন্ধুপ্রেম তব ; স্বস্তি।

[সুব্রতের প্রস্থান]

প্রিয়ঙ্কর। দেবি, ভাবিতেছি আমি, কত পুণ্য ফলে,
আর্য্য সুব্রতের মত এমন সুধীর,

এমন কৃশাগ্রমতি সকল বিদ্যায়,

অগ্নিসম তেজোময় মনীষা সম্ভবে!

ভক্তি হয় উঁহারে হেরিলে।

পার্ব্বতী। [প্রিয়ঙ্করের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক]

বৎস, এই উজ্জ্বল প্রকৃতি

ব্রাহ্মণ, সবার শ্লাঘ্য শিষ্য গৌতমের।

চিত্ত তাঁর শাণদৃপ্ত শতমুখ মণি

সরল, সর্ব্বতোভদ্র উৎসাহে আলোকে।

সুব্রতের মত হও করি আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[গুহান্তর; শিলাপট্টে শয়ানাবস্থায় সত্যবান, সুব্রতের

প্রবেশ]

সত্যবান। (ভগ্নকণ্ঠে)

এস বন্ধু এস! তুমি স্নেহের মূরতি।

আমি তোমাদেরি একজন; তুচ্ছাধম—

লক্ষ্যভ্রষ্ট, তপোভ্রষ্ট, নিষ্ফল জীবন;

ঘৃণা কি করিবে মোরে?

সুব্রত। সখে, সত্যবান—

সত্যবান। আর সখা বলিওনা এ পাপিষ্ঠ জনে।

ওরে মূর্খ নর! কেন আত্ম অভিমান!

ঘটনার পদাঘাতে কন্দুকের মত

ছুটেছিস যত্র তত্র; দাঁড়াতে সরিতে

পলকের তরে তোর নাহি অধিকার,

ধূলি হতে ধূলি তুই, জড় হতে জড়!

তুই ক্ষুদ্র বিহঙ্গম, সূর্য্যালোক পানে

ছুটেছিলি মহাব্যগ্রে? ভস্ম মুষ্টিমেয়

ধরার ধূলার মাঝে আসিলি ফিরিয়া !
কেন বৃথা গর্ব্ব তোর ! লুপ্ত হয়ে যা রে,
হত গর্ব্ব শির তোর লুকা'য়ে লুকা'রে !

[বক্ষে করাঘাত]

সুব্রত । [বারণ করতঃ]

সখে, প্রিয়তম ! গম্ভীর মনস্বী তুমি ;
শান্ত হও ; কি হয়েছে বুঝিতে না পারি ।
কেন আজি আকস্মিক এই বিপর্যায় ?
তোমার অগাধ জ্ঞান—

সত্যবান । ধিক্ তুচ্ছ জ্ঞান !
জ্ঞানে আস্থা নাহি আর ; জ্ঞানের আগুনে
জ্বলিছে হৃদয় মন ; জ্বলিছে জগৎ !
অহো কি দুঃসহ জ্বালা ! জ্ঞানের আগুনে
এ নিষ্ঠুরা প্রকৃতির অন্ধ কারাগার
করেছে সুস্পষ্টতর—কারারুদ্ধ আমি !
অনন্ত শক্তির কেন্দ্র—চিররুদ্ধ আমি !

সুব্রত । একি কথা শুনি আজ সখা তব মুখে !
জ্ঞান পিপাসিত তুমি, মিতভাষী তুমি
চিরদিন । শুনাইছে প্রলাপের মত
তোমার বচন আজি । কহ স্পষ্ট করে,

তুমি জান মন মোর, যেদিন প্রথমে
প্রবেশিলে সুবর্চ্চস, এই তপোবনে,
সেই দিন হতে তোমা দিয়েছি হৃদয়।
বাঁধিছে হৃদয় মম তব হৃদ সনে
সর্ব্ব সুখে দুঃখে। প্রিয়তম, কহ মোরে,
কি ঘটেছে গত রাত্রে। কেন সমিৎকুশ
ইতস্তত পরিক্ষিপ্ত তুচ্ছ তৃণসম;
কেন অগ্নি নির্ব্বাপিত; বিদীর্ণ শরীর
স্থানে স্থানে; শোণিতাক্ত সুধন্য ললাট;
নেত্রদ্বয় সুলোহিত কান্তি প্রভাহীন?
ভীত হইয়াছি আমি।

সত্যবান। [দীর্ঘ নিশ্বাস পূর্ব্বক]

হলনা, হলনা!

সখা হে হৃদয়-তৃষ্ণা ইহ জন্মে আর
মিটিলনা! সত্যবান মরিয়াছে সখা;
কিবা আর সুধাইছ! ওই গুহাতলে
ফেলে দিয়ে যাও মৃত মেষদেহসম
অতি তুচ্ছ। নিষ্ফল, নিষ্ফল! অয়ি বন্ধু
লক্ষ্যভ্রষ্ট শরসম জীবন আমার
নিতান্ত নিষ্ফল আজি। পিতা মাতাসহ

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমে পশিয়াছি বনে।
বিংশতি বরষ ধরি সেই মহা পথে
ছুটেছিনু—অহো, হীন বাসনা নিশ্বাস
এত কি দুর্ব্বল আমি জঘন্য পামর!—
কুহেলি কায়ার মত উড়াইল দূরে!
কাচের খেলনা সম সমস্ত জীবন
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল! মুহূর্ত্তের ভর
সহিলনা! হায়, হায়, হায়!

সুব্রত। একি সখা! [সাদরে হস্তাবমর্ষণ]

সত্যবান। হায় হায়, কি শুনিবে? কালি সন্ধ্যাকালে
এসেছিলা গুরুদেব, বজ্রাগ্নির সম
নির্মেঘ আকাশ বক্ষে; দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—
যে মুহূর্ত্তে স্পর্শ মাত্র মানব জীবন
ভূতভাবী বর্ত্তমান চূর্ণ হয়ে যায়!
সে ব্রাহ্মণ বধিয়াছে মোরে; এ জীবন
পদাঘাতে দিয়াছে চূর্ণিয়া।

সুব্রত। মহাঋষি উদ্দালক!

সত্যবান। কি বুঝিলে তুমি!
হায় হায়,—এ সংসার ছলাময় সখা—
চিনেছ কি এতদিন মোরে?

এ হৃদয়ে এত পাপ আছিল গোপন!

সুব্রত। একি কথা! কিছুই না বুঝিতেছি আমি।

সত্যবান। মহা পাপে মহা প্রায়শ্চিত্ত মম।
সর্ব্বতপ নিষ্ফল, নিষ্ফল!
হয়েছে গুরুর আজ্ঞা—পশহ সংসারে;
অশুদ্ধ অস্থিরমতি তুমি;
সাবিত্রীরে কর পরিণয়;
বাসনার করহ নির্ব্বাণ।

সুব্রত। [শোকার্ত্তে] সাবিত্রীরে! কেন?

সত্যবান। [সহসা গাত্রোত্থান করিয়া]
হে ধরণি, দ্বিধা হও!
হায় হায়, কি কহিব, শুনিবে বা তুমি?
এ হৃদয় চূর্ণ কর প্রস্তর তাড়নে;
পশুর অধম ইহা; সর্ব্বদর্শী গুরু
করেছেন আসুরিক চিকিৎসা বিধান।

[মূর্চ্ছিত]

সুব্রত। অহো! বুঝিয়াছি। [সত্যবানকে ধারণ]

সত্যবান [সংজ্ঞা প্রাপ্তে]

হায়, হায় আমা হতে হতভাগ্য কেবা!

সুব্রত। [সোৎসাহে]

হতভাগ্য ! সত্যবান, ভাবিতেছি আমি,
তোমা হতে ভাগ্যবান কে আছে সংসারে !
এ ধরার শ্রেষ্ঠরত্ন, নারী শিরোমণি
সাবিত্রী বরিবে তোমা ! সৃষ্টিকাল হতে
ধরণী ধরেনি' নারী সাবিত্রীর সমা।
অগ্নি-পত্নী স্বাহা সম তেজস্বিনী তিনি ;
পবিত্র গায়ত্রী সম, উষাদেবী সম ;
বসুধার অর্ঘ্য থালে মধুর্ মতন।
এই শান্তি স্বরূপিণী বালা আশৈশব
তপোবন-প্রিয়া ; তাই পিতার আদেশে
আত্মাধীনা, তপোবনে ভ্রমেন সতত
অনুদ্ধতা। শুনিয়াছি, দেবী অরুন্ধতী
'শিষ্যা' 'অনুপমা' বলি সম্ভাষেণ তাঁরে।

সত্যবান। ছুঁড়ে ফেল পুঁথিপত্র যমুনার জলে !
ধিক্ ধিক্ ! এই শিক্ষা করিয়াছ লাভ ?
এরি তরে এতকাল করিনু সাধনা ?

সুব্রত। সাধনা নিষ্ফল নহে কভু ;
মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি হেন জানহ ইহাঁরে।

[নেপথ্যে কোলাহল ও শঙ্খধ্বনি]

নেপথ্যে সত্যবান্ !

সত্যবান। [সখেদে] গুরুদেব !

আছি আমি—এখনও বেঁচে আছি।

[দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, মালবী, অশ্বপতি, রাজানুচর, গণপতি,
সাবিত্রী, কজ্জলা প্রভৃতিসহ, উদ্দালকের প্রবেশ]

উদ্দালক। সত্যবান, তুমি মোরে করহ বিশ্বাস ?

সত্যবান। [করপুটে] গুরুদেব, আর কারে করিব বিশ্বাস ?

উদ্দালক। তবে এস ; কই, কোথা সাবিত্রী মা, এস।
সত্যবান; স্থির কর অশান্ত হৃদয়ে।
দুর্গম্য রহস্য এই বিশ্বের আড়ালে,
কি বুঝিবে শিশু তুমি ! হও শ্রদ্ধাবান্
গুরুবাক্যে। আজি আমি ঋষি উদ্দালক

[উভয়ের পাণি সম্মিলিত করিয়া]

এই সুমাহেন্দ্রক্ষণে, তোমরা দুজনে
বাঁধিলাম বিবাহ-বন্ধনে। শ্লাঘ্য হও
পরস্পরে ; শ্লাঘ্য কর পিতৃ মাতৃ কুল,

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

পরস্পরে সখা হও ; জীবনের পথে
অনাময় স্বস্তি প্রাপ্ত হও ; শুন শিষ্য,
বহু বিঘ্ন জীবনে তোমার নহি—ভয়'—

এ রমণী, প্রদক্ষিণ অগ্নিশিখা সম
ভস্মিবে সকলে। যাও, প্রবেশ' সংসারে।
সংসার পরীক্ষা-ভূমি ; অপূর্ণ সে জন,
অক্ষম সে, সংসারের সুধা-বিষ রসে
হৃদয়ের তত্ত্ব যার নহে পরীক্ষিত।
ত্যজ' ক্ষোভ।

সুব্রত। [সাবেগে] জয় জয় গুরুমূর্ত্তি! জয় দয়াময়!

অশ্বপতি। [অগ্রসর হইয়া] হে রাজর্ষি, বহু উচ্চে তুমি।
কি বলে সম্বোধি তোমা! বিষম ঘৃণায়—
সুগভীর আত্মগ্লানি—ছেয়েছে হৃদয়,
হেরি ওই জীর্ণ পর্ণ কুটীর তোমার,
অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের স্থলী! মহাত্মন্,
কি নিয়েছি আমি তব? পরিবর্ত্তে তার,
কোন্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত তুমি? ক্ষম মোরে—
আজি তুমি বৈবাহিক মম ; ভুলে যাও,
এ দীনের পূর্ব্বকৃত সর্ব্ব অপরাধ।

দ্যুমৎসেন। [আলিঙ্গন পূর্ব্বক]
সখে, ভ্রাতঃ, বহু দিন হয়েছি বিস্মৃত।
বহু ক্ষেমঙ্কর বন্ধু, সখা তুমি মম।

অশ্বপতি। শুধু তাহে নাহি হবে ; শুধু কথা দিয়ে

পারিবে না করিতে বিদায়।
যে রাজ্য পেয়েছ তুমি, আমাকেও তার
অংশভাগী করে নিতে হবে ;
নতু ছাড়িব না আমি।

দ্যুমৎসেন। [সহাস্যে] তাই হবে।

উদ্দালক। সত্যবান, সময়ে পাইবে দেখা। মহারাজ,
যাও সবে তপোবনে, গৌতম আশ্রমে
আচার বিহিত কর্ম্ম করগে সাধন।

কজ্জলা। [শঙ্খধ্বনি করিতে চেষ্টিত হইয়া] দূর যা !
এত করে লুকিয়ে লুকিয়ে শাঁকটা এনে
ছিলুম, এখন দেখ বাজছে না ! ও—ফুঁ।

গণপতি। রাখ্, রাখ্, আমার নাচতে ইচ্ছা
করছে ; আজ আমার মনের শাঁখ বিশ্বজুড়ে
বেজে উঠেছে !

সাবিত্রী। [জনান্তিকে] ছিঃ ছিঃ সখি, রাখ খেলা।
দেখিছ না প্রাণেশের বদন গম্ভীর
কি যেন কি ক্ষোভে দুঃখে ?

কজ্জলা। ওমা ! গাছে না উঠতেই এক কাঁদী !

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[তপোবন পথ, ধাত্রী]

ধাত্রী। এর পর রাজাদের উপর থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেল; তাদের মাথার ঠিকনাই। এ'দেখতেই এখানে এসেছিলুম! একটা বানরের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ!

[নেপথ্যে] ও বিনয়, ও চিন্ময়, এ দিক আয়; এটা কি দেখে যা!

[ঋষি বালকগণের প্রবেশ]

ধাত্রী। কে তোরা! কদর্য্য আহম্মক গুলা!

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি। অবলে, শান্ত হও। ইন্দ্র রুদ্র বায়ু বরুণ আমার সহায় হও! তোমরা কে, সমুচিত প্রত্যুত্তর দাও। নৈলে এই অসির আঘাতে তোমাদের প্রাণ বধ করব; পরে আর আমাকে কিছুই বলতে পারবে না!

কালিন্দী। জয় বিদূষক ঠাকুর, এটা কে?

ধাত্রী। এটা কে! তোদের দরকার? আমি তোদের সাত গোষ্ঠীর যম!

কালিন্দী। ও! এতবড় লোকটা! তাইত চিনতে পারিনি!

চিন্ময়। অয়ি বর্ষিয়সি, রাগ করবেন না; আমরা চিনতে পারি নাই।

ধাত্রী। চিনতে পারিস্নি! রাজা মহারাজেরা আমাকে চিনে; তোরা ত বনের বানর; তোরা এখানে কেন?

বিনয়! আজ সত্যবানের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যা সাবিত্রীর বিবাহ! আমরা ফুল তুলতে এসেছি।

ধাত্রী। কি, কি বল্লি! কিসের বিবাহ রে! বাজনা কোথায়, নিমন্ত্রণ কোথায়? ফের বলবি ত—

গণপতি। এই অসি আঘাতে তোর প্রাণ বধ করব।

কালিন্দী। বিদূষক ঠাকুর, সে জিনিষটা কোথায়? একবার দেখাও দেখি'নি!

গণপতি। দেখতে চাস্! যা! তোরা একবারে গণ্ডমূর্খ দেখতে পাচ্ছি। তোরা বীররস মোটেই বুঝতে পারিস না?

বিনয়। না ঠাকুর, ওর চেয়ে কাঁঠালের রস বরং ভাল লাগে।

গণপতি। আচ্ছা, তোরা কি পড়িস্ ?

কালিন্দী। আমি সাকল্য পড়ছি।

বিনয়। আমি শাকটায়ন পড়ি।

গণপতি। বল্ দেখি সাবিত্রী কি কত্তৃর হয় ?

ধাত্রী। আমি বলে দিচ্ছি—অশ্বপতি রাজার মেয়ে, মালবী উহার মা।

কালিন্দী। দিদি, এ সামান্য পূর্ব্বপক্ষটাও ধরতে পারলিনে ?

ধাত্রী। অবাক্ করলে! এও ঠিক হল না!

[অশ্রুমুখী কজ্জলার প্রবেশ]

ধাত্রী। কি গো ? অত চোক রগড়িয়ে রগড়িয়ে কোত্থেকে।

কালিন্দী। [হস্ত ধারণ পূর্ব্বক] কেন ভাই তুমি কাঁদছ ?

গণপতি। চিরহাস্যমুখী কজ্জলার চোখে জল! নিশ্চয় একটা কিছু ঘটেছে।

কজ্জলা। ঠাকুর, সখী আজ আমাদের বিদায় দিলেন।

গণপতি। সেকি কথা ?

কজ্জলা। ওই অমাত্য আসছেন, শুনবে।

[অমাত্যের প্রবেশ]

গণপতি। একি তোমাকেও যে বিমর্ষ দেখাচ্ছে!

অমাত্য। আর কেন, চল নগরে! বনে রাজভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন প'ড়ে রইল।

গণপতি। কেন?

অমাত্য। তুমি জান, আমরা বরাবরই রাজ কন্যার সহচর। আজ বলেছেন,—দেখ আমি স্বামীর সহধর্ম্মিণী; তোমাদের এখন আর আমার সঙ্গে রাখা যায় না; তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দাও।

গণপতি। কেন, আমি যতদূর জানি,রাজা ত সত্যবান-কেই রাজ্যভার দিয়ে সংসার ত্যাগ করবেন স্থির করে এসেছিলেন।

অমাত্য। না ভাই, না। সে অতি অদ্ভুত কথা; তাও হয়ে গেছে। রাজা স্বহস্তে সত্যবানের মস্তকে আপন মুকুট পরায়ে দিতে যাচ্ছি-লেন। সত্যবান তাহা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মত উপেক্ষা করেছেন। বল্লেন, আমি রাজত্ব চাইনা; রাজত্ব দিয়ে আমি কি করব; তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাক।

ধাত্রী। কি ! রাজা রাজ্য দিতে চাইল,তাই অস্বীকার করলে ? এমনি মূর্খ ! অসম্ভব ! মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা !

গণপতি। [সনিশ্বাসে] তবে রাজার রত্নভাণ্ডার যথার্থই শূন্য হ'ল ! আহা সাবিত্রী ! তাঁর জন্যই দুঃখ হয়। রাজকন্যা বনে বনে এত কষ্ট কিসে সহ্য করবেন ?

কঙ্কণা। কেন ? তিনিত ইচ্ছা করেই এই দুঃখ নিয়েছেন।

অমাত্য। দেখ ভাই ! এই বিবাহটা আমার বড়ই রহস্যময় বোধ হচ্ছে। যেমন দেখলাম, সত্য-বানের বিবাহে মোটেই ইচ্ছা নাই। তিনি নাকি গুরু বাক্যেই সংসার করছেন। ইহার ভিতর কি আছে, কে জানে ! রাণী সঙ্গে মহারাজও ফিরে চলেছেন।

[পরিক্রমণ]

কালিন্দী। দেখ দিদি, রাজকন্যা তোমাকে বিদায় দিতে কাঁদলেন না ?

ধাত্রী। ওমা ! আরও কত দেখব ! না, এ হতে পারে না।

গণপতি। [সখেদে] যথার্থই কি আমাদিগকে সাবিত্রী হীন দেশে ফিরে যেতে হল!

ধাত্রী। দেখ ঠাকুর! আমি এ সব কিছুই বুঝতে পারছি না।

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

[দ্যুমৎসেনের কুটীর সমীপস্থ প্রাঙ্গণ ; বৃক্ষবাটিকায় ধ্যানরত দ্যুমৎসেন ; সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান। কতবার আসি যাই ! কেন পুনঃ আসি !
গুরুদেব ! একি ফাঁদে ফেলিয়াছ মোরে ?
এই কি সংসার মায়া ? মুহূর্ত্তের তরে
মধু-সরে যেন ডুবে রই ; পরক্ষণে
আসে বৈরাগ্যের বন্যা, ভেসে চলে যাই !
এ কাহারে আনিয়াছি করিয়া বরণ !
কে সে ? কোথা ছিল এতদিন ? এ জীবনে
কভু কি হয়েছে দেখা ? কোন আলাপন,
অন্তর সুব্যক্ত যাহে ? কোথা হতে আসি,
আমার জীবন পরে বিস্তারে প্রভাব ?
মনে হয় ভাঙ্গিয়াছে সংসার জাঙ্গাল
কোন ঠাঁই, তিলে তিলে ক্ষরিয়া সরিয়া

পূরিছে অজ্ঞাতে মম হৃদয়ের কূপ
কি অজ্ঞাত রস রাশি! তপ্ত কি মধুর
নাহি বুঝি, অচরিত বেদন তাহার।
একি প্রায়শ্চিত্ত গুরো! ওই কে আসিছে?
সেই বটে! সেই সেই! যাই অন্তরালে
ভাল করে দেখি তারে। কি শান্ত মূরতি
তোমার গো বিদেশিনী! তুমি কি ইচ্ছিলে
আমাকে জীবন-সঙ্গী? কি ভ্রান্তি তোমার!
রূপ বীর্য্য বিত্ত ধন কি আছে আমার
তোলে যাহে নারী?

[তরু অন্তরালে গমন]

দ্যুমৎসেন। মা! বধূ-মা! সাবিত্রী!

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। কেন পিতঃ!

দ্যুমৎসেন। এই যে মা! এতক্ষণ কোথা ছিলি মা গো?

সাবিত্রী। ক্ষম পিতঃ।

মনস্বিনী পার্ব্বতীর কুটীরে অতিথি
ভগবতী অরুন্ধতী, আজিকার তরে।
সমবেত সেই স্থলে ঋষি বধূগণ
আশ্রমের। হেরি মোরে, বহু আশীর্ব্বাদে

বহু প্রীতি ভরে, দেবী দিলা উপদেশ
বধূধর্ম্ম—রাজ্ঞী হও সংসারের মাঝে;
স্বামীর সাম্রাজ্ঞী হও; সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে,
পরিজনে। সে মহার্ঘ উর্জ্জস্বিনী বাণী,
ভাষামুখে অপরূপ ভাবের ব্যঞ্জনা
তীরবৎ বিঁধে মনে, বচন তাহার
বহু বহুদিন পিতঃ, থেকে যায় বুকে।
মুগ্ধ হয়েছিনু তাহে; বিলম্বে আসিনু বুঝি!

দ্যুমৎসেন। না মা, তাই নহে।" বড় সুখী হই
যবে বুঝি তুই মাগো আছিস নিকটে।
ততোধিক সুখী হই নিরখিলে তোরে
তাপসীগণের সঙ্গ-নির্ভর-কৌতুকে!
রাজার নন্দিনী মাগো, মোরা দীন হীন
কি দিয়ে তুষিব তোরে, আপনাতে যদি
আপনি সন্তোষ নহে তোর?

সাবিত্রী। [সস্মিতা] কেন বৃথা লজ্জা দিবে পিতঃ!
আজনম বনচারী দাসী; তপোবন
সুপ্রস্বর্গ মম; আনিয়াছি দেব
সমিৎকুশ, সায়ন্তন হোম কর্ম্ম তরে;
রেখে যাই।

[পরিক্রমণ ও স্থানান্তরে কাষ্ঠ ছেদনে উপবেশন ;
শৈব্যার প্রবেশ]

শৈব্যা। ওগো, দেখ, ওই কাজে আমার অভ্যাসটা কিছু বেশী দিনের ; আমাকে দিলে হয় না ?

সাবিত্রী। কেন মা, আমাকে কিসে অক্ষম বুঝিলে ?

শৈব্যা। ক্ষমতা 'যা আছে বেশ বুঝতে পারছি। হাতটা না কাটলেই হয়। দেখ মা, এই কয়দিন সত্যবানকে দেখেছ ?

সাবিত্রী। [নতমুখী] দেখেছি। হঠাৎ আসেন ; চক্ষের নিমেষেই চলে যান, কাকেও কিছু বলেন না।

শৈব্যা। [বিষণ্ণহাস্যে] দেখ মা, তোমাকে কি বলব— তুমি রাজার মেয়ে কখনও দুঃখ পাওনি— আমরা বড় দুঃখী ; আমাদের বড় দুরদৃষ্ট ; তোমাকেও অনেক দুঃখ সইতে হবে। তাই বলে আমাদের অনাদর করোনা।

সাবিত্রী। [সস্মিতা] মা, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আর অমন কথা বলোনা।

শৈব্যা। যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল। [প্রস্থান]

সত্যবান। [প্রবেশানন্তর] দেখ রাজপুত্রি, একটা কথা আছে।

সাবিত্রী। [চমকিতে দাঁড়াইয়া] কেন প্রভু কি কথা ?

সত্যবান। এত রাজা রাজপুত্র থাকতে আমাকে কেন ভালবাসলে ?

সাবিত্রী। [সস্মিতা] অদৃষ্ট।

সত্যবান। অদৃষ্ট অন্ধের কথা ; যে বুঝে না তার কথা ; অন্তর্দৃষ্টিহীনের কথা। তোমরা না বুঝে কিসে সন্তুষ্ট থাক ! আমি সকলের কারণ চাই।

সাবিত্রী। তুমিত জ্ঞানী ; তুমিই না হয় বুঝে লও না !

সত্যবান। যদি আমি তোমাকে ভাল না বাসি ?

সাবিত্রী। তা কি আমি চেয়েছি ?

সত্যবান। যদি ছেড়ে চলে যাই ?

সাবিত্রী। তোমার যাতে প্রীতি হয়, তাই আমার সুখ।

সত্যবান। তাও কি হয় ? সংসারে সকল স্ত্রীই কি তোমার মত ?

সাবিত্রী। বিস্তর আছে প্রভু ; তা না হলে সংসার চলত না।

সত্যবান। এই সংসার একটা প্রকাণ্ড মায়া।

সাবিত্রী। মায়া হতে পারে ; তা'বলে মিথ্যা নয়।

সত্যবান। তবে আমি এখন যাই।

সাবিত্রী। আর কবে তোমায় দেখব প্রভু?

সত্যবান। [সত্যবানের নিরুত্তরে প্রস্থান]

সাবিত্রী। হে গোধূলি, স্থিরা রহ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল
নিশীথিনি। ঢাকিওনা অন্ধকার জালে
তরুঘন তপোবন পথে! দেখে লই—
দেখে লই যতদূর পারি, তপঃ-ক্ষীণ
ধীরোদ্ধত মূর্ত্তি প্রাণেশের। আহা ওই—
বিশুদ্ধ হীরক মত নির্ম্মল কঠোর!
গগনের তারাসম সুদূর মধুর!

[উদ্দালকের প্রবেশ]

একি গুরুদেব! [প্রণতা]

উদ্দালক। মনস্বিনি, আসিয়াছি আজ
এক সমাচার দিতে।

সাবিত্রী। কেন প্রভু, কি সে বার্ত্তা?

উদ্দালক। সুব্রত চলিয়ে যাবে পঠদ্দশা শেষে
গৃহাশ্রমে; সন্নিকট তাহার সময়।
সুব্রত অক্ষীণ-বৃত্ত ব্রাহ্মণ কুমার;
রক্ষক দেবতাশ্রয় আছিল সে নিজে
স্বামীর তোমার; শুভে, কোন অমঙ্গল
স্পর্শিতে পারেনি তারে। বলেছিনু তোমা

'আসন্ন-মরণ সত্যবান; শুন' তাহা
সুনিশ্চয়ে—[অস্পষ্ট বাক্য]
শাস্ত্র যদি সত্য হয়, বুঝে থাকি আমি—
সেই দিন সুনিশ্চিত মরণ তাহার।

সাবিত্রী। হায় প্রভু, কি শুনালে! দেবতা তোমরা
বুঝ না কি মানবের, রমণীর দুঃখ?
বুঝ না কি, এই ক্ষুদ্র বুকের ভিতরে
শ্বেতরক্ত পক্ষপুটে দুর্নিবার পাখী
করিতেছে ছট ফট। কি আবেগ ভরে,
আমরা আপন জনে গেঁথে রাখি প্রাণে!
কি বেদনা, হারাই যখন! অহে দেব,
দেখিয়াছ বরষায় আকাশের বুক
চিরিয়া ছুটিতে সৌদামিনী? দেখিয়াছ,
গুমরি' গুমরি' কিসে ছুটে হাহারব
নভস্তলে? সেইরূপ, নারীর হৃদয়
স্বামীর বিচ্ছেদে ফাটে—ফাটে সে এমন,
মর্ম্মের শোণিত-রাঙ্গা, বুঝি দেখা যায়।
কেন শুনাইলে দেব, কেন জানাইলে
অক্ষমা নারীরে, যাহা অলঙ্ঘ্য অচল
বিধির বিধান? শুধু আবিল করিলে

নিশ্চিন্ত সময়-স্রোতে অগ্রগামী হয়ে
ঘটনার? নিরদয়, বিষে মাখি দিলে
এ কয়টা দিন মম!

উদ্দালক। শুন শুভে,
আসি নাই অকারণ; বলিতে তোমারে
সে বিধি অলঙ্ঘ্য নহে।

সাবিত্রী। [সাবেগে] নহে প্রভু!
কহ মোরে, ফিরাইতে পারিয়াছে কেহ
মরণেরে? কখনো যে শুনি নাই
তাহা!

উদ্দালক। পারে নাই চাহে নাই কেহ।
পারিলেও—অকথিত ইতিহাস তার।
তাই ব'লে, কে বলিবে—পারিবেনা কেহ?
পারে নাই? চাহে নাই, শুভে। এ সংসারে
এত খানি আত্মত্যাগ কে করিতে পারে?
আপনার প্রাণ দিয়ে কে জীয়ায় পরে?
এত শক্তি, এত সিদ্ধি কার সাধনার?
সকলেই আত্মপর; পরকে আপন
কে করিবে? কে মরিবে?

সাবিত্রী। [সাগ্রহে] আমি, আমি প্রভু।

বিশ্বাস হয় না দেব! করহ বিশ্বাস।
কিসে তোমা প্রকাশি হৃদয়! এ শরীর
খণ্ড খণ্ড করি, যদি, দিনে—পরদিনে
দিতে হয় বর্ষ ধরি, তাও দিতে পারি
তাঁহার মঙ্গল অর্থে। পারিব কি প্রভু
বাঁচাইতে? জীয়াইতে পারিব কি তাঁরে
আমার জীবন দিয়ে? এ কি সত্য কথা?
কহ ধ্রুব বাণী দেব। [ভূনত জানু]

উদ্দালক। শাস্ত্রের বচন—
সতীর অসাধ্য কিছু নাই এ জগতে।
জগতের যাহা কিছু পবিত্র মহৎ—
জননী ভগিনী জায়া সখা বন্ধু রূপে,
যত ভাবে বিশ্ব মাতা হয়েছে প্রকাশ,
সবারি একত্রে সতী; শক্তি স্বরূপিনী
সতী। 'শুন', কিছু অর্থবাদ তার—
স্বামীর জীবন মৃত্যু তাহারই হাতে;
আমাদের যোগী ঋষি হর নারায়ণ
ভক্ত মত নত হয় চরণে সতীর;
সতীর নয়ন জলে খণ্ডে চিরন্তন
পাষাণ-কঠোর নীতি নিয়তি বিধির।

সাবিত্রী। কি বলিলে দেব! খুলে বল আর বার—
নারীর ক্ষমতা সাধ্য সে কি ?

উদ্দালক। সুলক্ষণে,
অসীম শক্তির কেন্দ্র মানব হৃদয় ;
মানবের আত্মা, সে ত মহাত্মার ছায়া।

[প্রস্থান]

সাবিত্রী। কি শুনিনু! সত্য সে কি ? প্রভো গুরুদেব,
নারীর অসাধ্য নহে! দিলে না বুঝিতে ?
চকিত রেখার মত অন্তর্হিত হলে!
একি লীলা! কে বুঝাবে, যাব কার কাছে!
নাহি জানি কি হবে করিতে। কি সাধনে
হীনা নারী হবে সতী শক্তিস্বরূপিনী!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[তপোবন-পথে বৃক্ষপল্লী ; সশিষ্য গৌতম ও সুব্রত]

গৌতম। কালের প্রবাহে বৎস, বুদ্বুদ মানব।
ফিরিঘুরি আসি যাই, ফুটাইতে চাই
হৃদয়ের জ্যোতিঃ ক্ষুদ্র, সূর্য্যের কিরণে।
কি বলিব তোমা বৎস, দিয়াছি ত সব
যা ছিল হৃদয়ে ! সদা রাখিও স্মরণে,
চিন্তিও তাহায় বৎস, বলিয়াছি যাহা
কালে কালে—অন্ধকার হইবে উজ্জ্বল।
উর্দ্ধমুখে চিরদিন চলিও সংসারে ;
পাবে সুখ, পাবে দুঃখ, তুচ্ছিও সকলে।
সুখ দুঃখ জীবনের উপাধি কেবল—
অপার ছায়ার ছলা সত্যের উপর।
সত্যেতে রাখিও ধ্যান, আসিবে মঙ্গল ;
সুন্দরে, আনন্দ রসে ডুবিবে পরাণ।
সংসারের সর্ব্বকার্য্যে, সুন্দরী ধরার
সকল সৌন্দর্য্য মাঝে, সবার আড়ালে
দেখিবে তাঁহারে—যিনি দৃষ্টি-সীমা তলে

নয়নের, হিয়ামূলে অমৃত পরশী।'
প্রীতি-মূল বিশ্ব সৃষ্টি বিশ্ব বিধাতার ;
প্রীতি তাহে, ঐকান্তিক পরমার্থ হেতু।
চল' বৎস, এইরূপে। সদা রেখো মনে,
তপোবনে শিক্ষা শুধু, পরীক্ষা সংসারে।
এথাকার বৃক্ষ গিয়ে সংসারেতে ফলে।
সংসারী আস্বাদে তাহা। সংসারের নর
বহু আশা করে বৎস, তোমাদের কাছে।
নিষ্ফল করোনা আশা। নাহি কহে যেন—
'এই গৌতমের শিষ্য অযোগ্য তাহার ;
কি জানি কি শিখিয়াছে তপোবনে বসি !
শিক্ষা সে ছলনা তার ; সরলতা তার
স্বার্থকূট কৌশলের শুধু আবরণ।'
আপনার যোগ্য হও ; যোগ্য হও তার,
যেইস্থানে ব্রহ্মচর্য্যে ছিলে এতদিন।

সুব্রত। দয়াময়, কাঁপিছে হৃদয়। গুরো, এই
অগ্নিশিখা সম বাণী, উপদেশ তব !
অভাজন এই শিষ্য ; তোমারি প্রভাবে
এতদিন চলিয়াছি প্রভু। যথা যাই,
আছি আমি একান্ত একাকী।

গৌতম।　　সুভগ ! একাকী নহ ; শত জীবনের
বিজ্ঞান অমৃত আছে হৃদয়ে তোমার।
পুরুষগণ সঙ্গী তব ; অতীত হইতে
তাঁদের অভিজ্ঞা বহে তোমার হৃদয়ে।
আর সঙ্গী, জে'নো, এই শিরঃস্থ আকাশ,
অসীমের ছায়ামূর্ত্তি—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
মনের ব্যামোহে, বৎস, দাঁড়াইও আসি
এই আকাশের তলে গভীর নিশীথে ;
চেয়ে দে'খো, ভেবে দে'খো—স্তরোপর স্তরে
আলোক অক্ষরাকীর্ণ মহাবেদ লেখা
মহতের, অসীমের ! কি হবে তাহায় ?
শুন গূঢ় কথা, বৎস—দৈববাণী হবে।
অপার তিতিক্ষা শান্তি বহিবে হৃদয়ে,
সুগুপ্ত এ আকাশের জ্যোতির্ভাণ্ড হতে।
পালিও সে পরাদেশ ; জে'নো, জ্ঞানিগণ
প্রেয়ঃ ত্যজি', শ্রেয়ঃ-পথ করেন শরণ।
জগতের অসীমতা, নিজের ক্ষুদ্রতা
প্রতিকার্য্যে রাখি মনে, চল এইরূপে—
আনন্দেরে প্রাপ্ত হও।

সুব্রত।　　　　চলিলাম প্রভু ;

তোমার আশীষ বাণী সহায় আমার।
হায় হায়! কোথা যাব! হেরিব কি আর
এই বিশ্বারাধ্য পদ!

[পদতলে পতিত হইয়া ধারণ]

গৌতম। [শিরে হস্তার্পণ]

শিব-শান্তি-সুখ-মোক্ষ হউক তোমার!
এখন বিদায় লও বন্ধুবর্গ হতে;
আগত মধ্যাহ্ন বেলা। শুন শিষ্যগণ,
যমুনা পর্য্যন্ত হও সবে অনুগামী
ব্রাহ্মণের।

[ঋষির প্রস্থান, ও ঋষি শিষ্যগণ সহ সুব্রতের পরিক্রমণ]

[সশিষ্যা পার্ব্বতীর প্রবেশ]

সুব্রত। চলিলাম, দেবি।

পার্ব্বতী। স্বস্তি, সুমঙ্গল!

কতজন আসে, যায় তপোবন হতে।
শুধু তাহাদের স্মৃতি, তাহাদের প্রীতি
ক্ষণতরে ছায়া ফেলে মোদের হৃদয়ে—
দুঃখশীল মোরা। কিন্তু তুমি সুব্রাহ্মণ,
আপন চরিত্র গুণে করিয়াছ জয়
হৃদয় মোদের; আজি যেতেছ চলিয়া,

প্রাণের ফলকে রাখি রেখা চিরন্তন—
উদার চরিত্র স্মৃতি। যতদিন বাঁচি
রহিবে স্মরণে। পারি যদি, মরণের পারে
নিয়ে যাব, সখা, তব এ পবিত্র স্মৃতি।

সুব্রত। দেবি, দাও পদধূলি।

পার্ব্বতী। পদধূলি! ছি ছি!
তুমি সখা; তুমি বন্ধু, সমকক্ষ মম;
আমি তোমা দেব পদধূলি! ক্ষম মোরে।
লহ এই অক্ষমালা, দীনা-তাপসীর
উপহার। ভারাক্রান্ত আজি এ হৃদয়।
তাপসীর স্নেহ গিয়ে, সংসারের পথ
কল্যাণ কুসুমাকীর্ণ করুক তোমার।

সুব্রত। [মস্তকে ধারণ]

কালিন্দী। না দেব, আমার মন কেমন করছে! তুমি যেওনা; [আলিঙ্গন] আর তুমি গেলে আমাদের রাজপুত্র সত্যবানকে কে দেখবে? আমার মনে হচ্ছে, তুমি গেলে তাঁর অমঙ্গল হবে।

সুব্রত। স্বর্গপ্রান্তী সুধাধারা তুই ধরাপরে
কালিন্দী, স্নেহময়ী ভগিনী আমার!

পার্ব্বতী। সিদ্ধকাম তুমি সখা, আজি ধন্য তুমি ;
আজীবন আত্মনিষ্ঠ, পশিছ সংসারে।
তুমি আর সত্যবান, তোমরা দু'জন
যে খেলা খেলিলে হেথা—দুইটী হৃদয়
কোমল কঠোর, আহা কিবা সখ্য-বিধি!
গৌতম আশ্রম তাহা গৌরবের ভরে
রাখিবে স্মরণ সদা। নিয়েছ বিদায়
সখা হতে?

সুব্রত। লইয়াছি দেবি।
সে মুহূর্ত্ত, সে বিদায় বর্ণনীয় নহে।
সখা যেন ক্ষণতরে সবাষ্প গদ্‌গদে
চাহিল আমার মুখে, কিন্তু পরক্ষণে
সংরুধিয়া সে আবেগ, নত কৈলা আঁখি,
হৃদয় চাপিলা যেন—গভীর চীৎকার
গুমরি গুমরি, বুঝি উথলিল বুকে!
সমস্ত জীবন তাঁর এক নব পথে
ফিরিয়াছে অকস্মাৎ; কি কহিব দেবি,
দেবমূর্ত্তি পত্নী, আর তোমরা সবার
অপার্থিব স্নেহাশীষে, রেখে যাই তাঁরে—
ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া।

প্রিয়ঙ্কর। [নিকটস্থ হইয়া] একান্ত চলিলে দেব ?
সুব্রত। চলিলাম ; কিন্তু, তব কাছে
প্রাণের একাংশ ভ্রাতঃ, রেখে যাই মম।
প্রিয়ঙ্কর। রেখে যাও ; কিছু আর দিয়ে যাও মোরে ;
যাহাতে পাইব তোমা জীবনের মাঝে—
তুমিই আদর্শ মম।
সুব্রত। [চিন্তিত] কি দেব তোমায়।
প্রিয়ঙ্কর। যে কিছু—তোমার যাহে অভিরুচি হয় ;
তৃণগাছি—তাও মম মহাদর পাবে ;
তাই হবে তব চিহ্ন।
সুব্রত। তবে লহ এই—
'কেন' উপনিষদের ভাষ্য—সুমহান
ভাবের ধারণা তরে নিষ্ফল প্রয়াস
অক্ষমের। অধ্যয়ন অবসরে বসি,
করেছিল অভিলাষ নভঃ-উড্ডয়নে
পক্ষহীন পক্ষী কোন' ; প্রতি ছত্রে তার
নিরর্গল হইয়াছে অক্ষম পিপাসা।
নিরবধি পাঠ ও ভ্রাতঃ ; প'ড়ো যত বার
নাহি পাও মর্ম্মগত প্রাণের পরশ,
বহুমুখী বেদনা তাহার। পাবে হেথা

প্রশান্ত প্রতিভা বিভা প্রাচীন ঋষির,
গুহায় সুগুপ্ত যাহা। কি কায ইহারে
বহিয়া, চলেছি যথা! অধ্যয়ন করি,
দিও, যদি নিজমত পাও কোন জনে;
অন্যথা, পাবকদেবে করিও অর্পণ।

প্রিয়ঙ্কর। ধন্য আমি, দেব।
নাহি জানি, কোথা রাখি অভিজ্ঞান তব,
হৃদয়ে কি শিরোপরে!

সুব্রত। [সকলের প্রতি] তবে যাই!

সকলে। স্বস্তি!

[অন্য সকলের প্রস্থান]

সুব্রত। [পরিক্রমণ; ও পশ্চাৎ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে]
অয়ি পুণ্য বন ভূমি, তমাল মালিনী
অরণ্যানী, মৌনময়ী, গম্ভীর ভাবিনী
হৃদয়ের প্রিয়সখি, আজি বুঝিতেছি,
কত ভালবাসিতাম তোমা! আজি কোথা
পড়িয়াছে টান! আজি ছেড়ে যাই সব—
প্রিয়তম সখা, গুরু, আত্ম বন্ধু জন
আশৈশব পরিচিত—নিরশ্রু নয়নে
কঠোর করিয়া বুকে; তুমি কোথা ছিলে

এ সবার মাঝখানে, সবারে ব্যাপিয়া,
মর্ম্ম মাঝে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারি।
সবারে ছাড়িয়া নাই, তোমা নাহি পারি!
এমনি কি কত শিষ্য, আমার মতন,
অনিয়ত কাল হতে আসিতে যাইতে
তোমারে দেয়নি' ধরা! পশ্চাৎ করিতে
বিলম্ব লাগেনি মনে! বুঝে নাই প্রাণ
প্রতিপদে মর্ম্ম বন্ধ যাইতেছে ছিঁড়ি!
মা!

[পতিত হইয়া ভূতলে হৃদয় স্থাপন ও
সাশ্রুনেত্রে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[আশ্রম চত্বর ; পার্ব্বতী ও সাবিত্রী]

পার্ব্বতী। তবে তুমি সত্যবানে অল্পায়ু জেনেও,
আবদ্ধ হয়েছ তাঁর সাথে ?

সাবিত্রী। তা'ই, দেবি।
হৃদয় আপনি তাঁরে করিলে বরণ
অলঙ্ঘ্য মানিনু তাহা। ভাবিলাম দেবি,
পলকের প্রাপ্তি, সেও অনন্ত জীবিনী—
পলক অনন্ত হয় হৃদয়ের দেশে ;
লক্ষ লক্ষ যুগ, সেও পলকের সম।
একান্তে চাহিনু যাহা, ঘটনা বিধান
বিধাতার, সুবিহিত করেছে তাহায়।
'পরিণয়ে নহে লক্ষ্য প্রণয় কেবল'.
কহিতেন অরুন্ধতী, 'একান্ত সাধনে
আপনার সার্থকতা, আত্মার নিবৃত্তি
দ্বিতন্ত্রীর সমাহিত একলক্ষ্য সুরে
পরম পরমার্থ মাঝে।

পার্ব্বতী।　　　বুঝিয়াছি ; বলিতে হবেনা আর।
সাধ্বী তুমি, সতী তুমি ; তব অমঙ্গল
দেবতা-রক্ষিত বিশ্বে কভু নাহি হবে।

সাবিত্রী। [করপুটে] ভগবতি, কর আশীর্ব্বাদ।

পার্ব্বতী।　　　আশীর্ব্বাদ !
এত দিন বুঝি নাই। রাজার নন্দিনী—
মনে করেছিনু—বুঝি সুখে বিলসিতা,
অনিন্দিতা সমীচীন অবস্থার গুণে।
হৃদয় সমুদ্র তব কি শান্ত গভীর
বুঝিলাম এত দিনে। শিখা স্বরূপিণী
স্বভাবে পাবক তুমি ! এই অমঙ্গল
এ'ত অতি তুচ্ছ কথা ; দেবী অরুন্ধতী,
মহাঋষি উদ্দালক স্নেহ-হস্ত দিয়ে
সতত রক্ষিছে যারে, মম আশীর্ব্বাদে
অপেক্ষা নাহিক তার [নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]
সাধ্বী, তবে যাই ;
সমাসন্ন সায়ংকৃত্য বেলা।　　[প্রস্থান]

সাবিত্রী।　মানবের হস্ত যার পায়নি সন্ধান,
অগম্য সে সূক্ষ্ম পথ, নিঃসঙ্গ একাকী
সেই পথে ঘুরিতেছি যেন ! কে বলিবে,

কে মোরে দেখাবে পথ ! কিসে হই তাহা
প্রাণ যাহা চাহিতেছে ! হে মাতঃ প্রকৃতি,
তুমি আছ মূক হয়ে ; রহস্য তোমার
দেখালেনা মোরে ! রবি রশ্মি চয়
ফিরিতেছে সূর্য্যপানে—প্রত্যেকে তাহার
এক এক সূর্য্য বিম্ব। মোরা ও কি নহি
অনন্তের ক্ষুদ্রবিম্ব, অণু মহীয়ান্ !
কবে বা ফিরিব মোরা ! ফিরিবার কালে
কে রাখে ধরিয়া কারে ? কি শকতি বলে ?
সহগামী হতে পারে শুধু। কোন সূত্রে,
সে মিলন বেঁধে যায় আত্মায় আত্মায় ?
অনাসক্ত অতীন্দ্রীয় অলৌকের পথে,
কিরূপে হৃদয় খানি লয়ে যাই তথা—
মিশে যাই তাঁর সাথে, যথা মিশে যায়
ক্ষুদ্র বিন্দু অনন্ত সাগরে ? হে দেবতা,
ক্ষম এই মানবীরে—এই পাপিনীরে !
তোমারে পৃথক করি নারিনু দেখিতে
তাঁর হতে ; শিখি নাই, না পারিনু দেব।
শিখাও বুঝাও দেব—[উপবিষ্ট হইয়া]
সে কি তুমি প্রভু !

ডুবিতে ডুবিতে যবে—সহসা অমনি
অপূর্ব্ব পুলক রসে প্রাণ উঠে পূরি!
প্রভাতের অলক্ষিত কোমল পরশে
কমল বিকশে যথা,হিয়া-শতদল
সহসা বিকশে,যবে অপূর্ব্ব সৌরভে!
মনে হয়, ফুল আমি—কিরণও আমি!
সে কি তুমি প্রভু, নাথ, জীবিত ঈশ্বর,
সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা! প্রকাশ' প্রকাশ'
ওই পথে ধরা দাও মোরে!

[ধ্যানস্থা]

[সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান্। সুব্রত চলিয়া গেছে; প্রতি পলে পলে
হৃদয় আপনি যেন দিতেছে বলিয়া
অজ্ঞাতে প্রাণের কুক্ষি করিয়া পূরণ
আছিল সে; কি অপূর্ব্ব ক্ষুধার সঞ্চারে,
আজিকে হৃদয় মম ব্যাপিছে, না জানি!
কোথা যাই, স্থান কোথা! গাঢ় অন্ধকার
নামিয়াছে ধরাবক্ষে, আমারি প্রাণের
একান্ত আহার্য্য সম—দিবাভীত আমি।

যাই—ওই মহাতরু, পুঞ্জে পুঞ্জে তথা
ঘনীভূত অন্ধকার—কে যেন হোথায়
টানিছে হৃদয় মম, অজ্ঞাত আগ্রহে!
যাই, হেথা বুঝি আছে শান্তি। হে দেবতা!
এ আমার জীবনের এই পরিণাম!

[পরিক্রমণ]

একি! কে তুমি হেথায়, বসি নিরজনে
অন্ধকারে! তুমিও কি আমারি মতন?
সেই বটে! সেই, সেই। কি করিছে হেথা!
ধ্যানমগ্ন! মুখখানি ভাতিছে উজ্জ্বল,
অন্ধকারে বিকশিত কুবলয় সম
জ্যোতির্ময়! একি সত্য প্রকাশিল আজি!
এই কি সাবিত্রী! না না, ভাঙ্গিতে ও ধ্যান
মন নাহি হয় অগ্রসর।

[নীরবে অবস্থান]

সাবিত্রী [ধ্যানস্থ অবস্থায়] প্রভু, দেব,
এসো, আরো কাছে এসো।

সত্যবান্। সম্বোধিছে মোরে!
রাজপুত্রি, আসিয়াছি বহুক্ষণ ধরি।

সাবিত্রী। আসিয়াছ!

হে বাঞ্ছিত, সত্য আসিয়াছ ?
আরো—আরো কাছে এসো ;
তোমারে শরীরে মনে করি অনুভব।

[আলিঙ্গন]

সত্যবান্। বল, কি করিতেছিলে একাকিনী হেথা।

সাবিত্রী। এই স্থান হৃদয়ের তীর্থ স্থান মম ;
তাই আসি, বসি হেথা—কি বলিব প্রভু !
এ জগতে মাঝে মাঝে পাই হেন স্থান,
যথায় তাঁহারে পাই সদা বহমান,
গ্রাম্য তটিনীর মত প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল ;
হৃদয় কুটীর প্রান্তে করে টলমল
লয়ে চির পরিচিত, স্নেহ প্রীতি রাশি।
বুঝি, সেই কলরব মৌনময় হাসি,
সৌরভের মত তাঁরে ক'রেনি আঘ্রাণ ;
মধুর মতন তাঁরে করে ফেলি পান ;
বাহুর আয়তি মাঝে পাই তাঁরে ধরা ;
কর্ণে শুনি স্পষ্ট যেন বীণা কলস্বরা ;
তারপর, মুহূর্ত্তেকে কোথা যায় সব !
নিবে যায়, মিশে যায় আনন্দ বৈভব !

সুপ্তোত্থিত মত উঠি নিরখি অমনি

ধূলি ক্লিন্ন, যুগজীর্ণ পাষাণী ধরণী!

সত্যবান্। কি শুনালে! ছন্দোময়ী বেদগাথা সম—

একি তোমারই কথা! বল আর বার!

শুনি নাই—বহুদিন শুনি নাই; আহা!

আমার প্রাণের কথা কহিলে কেমনে!

সাবিত্রী। কিছু না—কিছু না প্রভু।

সত্যবান্। এতদিন বুঝি নাই তোমা।

সাবিত্রী। কি বুঝিবে!

আমি জ্ঞানহীনা নারী—আমি দাসী তব।

সত্যবান্। মনে যেন অবহেলা করিয়াছি তোমা;

তুমি তার যোগ্য নহ—

সাবিত্রী। ছি ছি! প্রভু, অকারণ ব্যথিও না মোরে।

সত্যবান্। ব্যথা পাও! ভাল—বলিবনা আর।

ভাল করে শিখি নাই সংসারের রীতি;

কিসে তুমি সুখী হও?

সাবিত্রী। সুখী হই, দেখিলে তোমারি সুখ প্রভু।

সত্যবান্। ইহাই বুঝি না আমি। কেমনে মানব

পরকে আপন করে! যদি তাই পারে,

তবে তাহা যোগমার্গে প্রধান সোপান।

সে তথ্যে অজ্ঞান আমি। বুঝি এইরূপে,
অতর্কিতে তাঁর পানে নিখিল জগৎ
হইতেছে অগ্রসর ; আমি পড়ি' দূরে—
অসাধ্য কুটীল পথে ঘুরিতেছি শুধু
ঘূর্ণীচক্রে ! জন সাধিব, আত্মকথা মম—
আজি, ভিন্ন করে দিয়া, ছেড়ে দিই যদি
প্রস্তর সঞ্চয় সম হলাহল রাশি
জমেছে হৃদয়ে যাহা, বিপুল ব্যাদিত
এই মহা আকাশের বিশাল গহ্বর,
অমা-নিশীথের মত আঁধার প্লাবনে
পরিপূর্ণ হয়ে যায় প্রান্তসীমাবধি !
পাইয়াছি বহুজ্ঞান ; পড়িয়াছি বহু
পর্ব্বত প্রমাণ পুঁথি—শুষ্ক তর্ক জালে
আবৃত হৃদাত তার। কিন্তু তুমি বালা—
দেবীই বলিব তোমা—কিন্তু তুমি দেবি
কি শুনাও ! কোথা হতে পাও এই জ্ঞান !
এই ভাষা, বিজলীর চকিত উন্মেষে
বিশ্বের সীমান্ত যেন করিছে উজ্জ্বল !
কে শিখায়, শিখিলে কোথায় ?

সাবিত্রী। ক্ষম প্রভু,

এত উচ্চে ভাবিওনা এ তুচ্ছ নারীরে।
তুমি দেব, করিয়াছ মহিমা মণ্ডিত
এ দাসীরে ; দীপ্ত আমি তোমারি দয়ায় ;
তরুণ প্রভাতে যথা শিশিরের কণা
রবির কিরণ পানে মুক্তা হয়ে যায়
মুহূর্ত্তের তরে।

সত্যবান্। তুমি পাইয়াছ যাহা, আমি পাই নাই।
মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন আমার
শেষ প্রায় ; জীবনের সুগুপ্ত বাসনা
হল না সফল ; এ অতৃপ্ত আশা লয়ে
ডুবে যাব মরণের অন্ধকার মাঝে—
মনে হয়—অভাজন আমি।

সাবিত্রী। হইবে সফল প্রভু, অবশ্য হইবে ;
যদি আমি সতী হই, যদি থাকে মম
কিছু সুকৃতির ফল।

সত্যবান্। মহীয়সী তুমি,
উদগ্র তোমার বাণী, হোমাগ্নির সম
অসীম আশ্বাস আনে ! শ্রান্ত ক্লান্ত আমি—
মনে হয়—আজি এই বহুকাল পরে
আসিতেছে নিদ্রাবেশ নয়নে আমার।

মনে পড়ে অতীত জীবন—কি আবেশে
আকৃষ্ট হইনু তোমা পানে ;
কে আনিল এ বিপ্লব জীবনে আমার,
হিতে কি অহিতে! ভাবি কি জানি ইহার!

[শয়নের চেষ্টা]

সাবিত্রী। স্বচ্ছন্দে ঘুমাও ;
কোলে মম রাখ শির—কৃষ্ণ কলি রুচি
দীর্ঘ কেশগুচ্ছ তব অযত্ন বিধানে
জটাবদ্ধ হয়ে গেছে—আমি জেগে থাকি।

সত্যবান্। কি মধুর স্পর্শ তব! বুঝিবে কি ইহা
প্রথম রমণী স্পর্শ জীবনে আমার,
স্নেহময়ী জননীর অঙ্কশয্যা পরে!

সাবিত্রী। স্বামিন্, পাবক তুমি। [সত্যবান নিদ্রিত]
আজিকে পেয়েছি তোমা ; দেখে লই আজি
প্রাণভরে ; কে বলিবে, কি ঘটিবে কাল?
ফলিবে কি ঋষি-বাক্য! আহা প্রাণাধিক,
হারাইব তোমা! না জানি, সে কে আসিয়া
কোন পথে নিয়ে যাবে—নারিব দেখিতে!
এখনো যে মিটে নাই প্রাণের পিপাসা,
হে সুন্দর! হে অজ্ঞাত! এ বিশ্ব ভুবনে

আমারি পরমাত্মীয় বিদেশী পথিক !
হে দেবতা, দুঃসহ এ নারীর জীবন
সংশয়ে, বিশ্বাসে—যাহা পাইয়া যায়,
তাহা কি হারায় কভু ! পাইয়াছি নাথ—
সমস্ত হৃদয় জুড়ি পাইয়াছি তোমা।
এ প্রেম কি তৃষ্ণা শুধু, শুধু মায়া নাথ ?
মনে হয়, পাইতেছি নবীন জীবন
তোমারি সংশ্রবে আসি। এ প্রেম অমৃত ;
যতক্ষণ এ জীবন, ততক্ষণ ইহা
আহরি লইব বুকে ; যদি সন্ধ্যা আসে—
এই ধরণীর খেলা যেতে হয় ছাড়ি—
পাথেয় হইবে ইহা অতীন্দ্রিয় লোকে
নবশক্তি ধরি নাথ, কেন বুঝিছ না ?
প্রেম হতে বড় পুণ্য নাহিক ভুবনে।
তপো ধর্ম্ম যত সব প্রেমেরি কারণে,
পাপ মোক্ষ তারি হাতে—

[ছায়া-মূর্ত্তির প্রবেশ ও পরিক্রমণ]

একি ! কে তুমি ?

[বিকট শব্দ ও অন্তর্ধান ; বৃক্ষাগ্র ভঙ্গ ও পতন]

সত্যবান। [জাগ্রত] একি হল !

সাবিত্রী।　　　কিছুই না প্রভু ;
　　　ভাঙ্গিয়াছে শাখা এক।

সত্যবান্।　　　বিকট চীৎকার
　　　হয় নাই এক ? সাধ্বী হইওনা ভীতা।
　　　মায়াবী রাক্ষস এরা ; তপো বিঘাতক
　　　তপোবন দস্যু এরা। একদিন আমি
　　　শস্ত্র লয়ে শত-শতে, পশুপাল সম
　　　খেদাইয়া দিয়েছিনু যমুনার পারে।
　　　আবার এসেছে বুঝি সাহস বাঁধিয়া
　　　আবার ধরিব অস্ত্র, যদি প্রয়োজন—
　　　ঋষিদের ক্ষেম করে।

নেপথ্যে।　　　সাবিত্রী ! সত্যবান !

সত্যবান্।　　　গুরুদেব।

[উল্কা হস্তে উদ্দালক গৌতম দ্যুমৎসেন
　　শৈব্যা ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ]

দ্যুমৎসেন। বৎস সত্যবান, তুমি কোথা ছিলে ?
　　　একি হল, কিছুই কি পারিলে দেখিতে ?

সত্যবান্।　　　পিতঃ, নিদ্রামগ্ন ছিনু।
　　　আবার সে দস্যুদল আসিয়াছে বুঝি।

১ম ব্রাহ্মণ।　　　কি ভীষণ শব্দ !

২য় ব্রাহ্মণ। কি বিকট চীৎকার!

গৌতম। এ মহান্ দেবদারু সহস্র বৎসর
স্পর্দ্ধিয়াছে ভূতগ্রামে; ঝটিকা ঝঞ্ঝায়
অবহেলি, বর্ষে বর্ষে আকাশের পানে
তুলেছে উন্নত শির। মানবের দেহে
কে এমন শক্তিধর, আজিকে ইহারে
কণ্টকী শাখার মত সমানাগ্রভাগে
ফেলিবে ভাঙ্গিয়া? নরের অসাধ্য ইহা।

উদ্দালক। না, না দস্যু নহে, বড় দুর্নিমিত্ত ইহা।
শুন শিষ্য, যদি তুমি উপদেশে মম
পালিলে সংসারে, তবে অনুজ্ঞা আমার
—এক বর্ষ হও সদা পত্নী-সহচর।
কল্যাণ রূপিণী হেন জানিও ইহাঁরে।
তোমার জীবন আজি রক্ষিলেন বধূ।
থাকিও না নিশাযোগে গৃহের বাহিরে—
এ নিয়ম এক বর্ষ। তুমিও রাজন্
বধূকে সম্মতি দাও।

দ্যুমৎসেন। তথাস্তু; মা, তুমি
ছায়াসম সহচরী হইবে বৎসর।
প্রিয়তম পুত্র মম; তাহার কল্যাণে
হে কল্যাণি অতন্দ্রিতা হয়ে থাক সদা।

সংসারের অন্য কার্য্য অবহেলি তবু
ইহাই প্রধান জেনো ।

ব্রাহ্মণগণ । সর্ব্বান্তঃকরণে মোরা করি আশীর্ব্বাদ—
দাম্পত্য জীবনে দোঁহে ক্ষেম-প্রাপ্ত হও ।

[শান্তিজল বর্ষণ]

উদ্দালক । চল গৃহে ।

[সকলের পরিক্রমণ]

সাবিত্রী । [স্বগত] গুরুবাক্য ফলিবে নিশ্চয় ;
ইহাই সূচনা তার । প্রভু, গুরুদেব,
কি কল্যাণ আছে এই অক্ষমার হাতে !
কি কহিলে ! আমি কিছু না পারি বুঝিতে ।
হে দেবতা, নিখিলের স্থাবর জঙ্গম
অজ্ঞানে শান্তিতে আছে ; সুখে থাক তারা ।
কারো কাছে কহিব না মর্ম্ম কথা মম,
কি বুঝিনু, কি দেখিল এ'দুটি নয়নে !
আমিই মরিব শুধু অভাগিনী নারী,
এ দুঃসহ রহস্যের ভারে ।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[যমুনাতীর—ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম ব্রাহ্মণ। না—এ তপোবনে আর থাকা হ'ল না।

২য় ব্রাহ্মণ। তপোবনটাই ত্যাগ করবে ?

১ম ব্রাহ্মণ। দে'খছ না, প্রত্যহ এ'কি ঘটতে আরম্ভ করলে

[পার্ব্বতী ও প্রিয়ঙ্করের প্রবেশ]

পার্ব্বতী। এ সব ঘটনা যে তোমাকেই লক্ষ্য করছে, তার নিশ্চয় কি ?

১ম ব্রাহ্মণ। ভগবতি, আমার ত রক্তমাংসের শরীর ; হঠাৎ এ সব দেখলে যে সমস্ত শরীরের রক্ত বোঁ বোঁ করে মাথার দিকে ছু'টে আসে! কাণ গরম হয়ে উঠে! তখন যে কোন প্রিয় ব্যক্তি রসিকতা করছেন, এমন ত মনে করতে পারি না!

২য় ব্রাহ্মণ। ভগবতি, বড় দুর্নিমিত্ত দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।

পার্ব্বতী। ব্রাহ্মণ, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?

১ম ব্রাহ্মণ। করিনে! আমি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী যপ করি।

২য় ব্রাহ্মণ। এবং বেদ মান্য করি।

১ম ব্রাহ্মণ। আমি ত বেদকে পূজাই করে থাকি।

পার্ব্বতী। তা হলেও তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই।

১ম ব্রাহ্মণ। ভগবতি, আমাকে একেবারে নাস্তিক স্থির করে ফেল্লেন?

পার্ব্বতী। দেখ, পৃথিবীর অধিক লোকই নাস্তিক; তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; ভূত মানে। আর দেখ, যারা ঈশ্বরে এবং তাঁর অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্যে বিশ্বাসী, এই পৃথিবীতে তাদের কুত্রাপি ভয় নাই। আনন্দময় পিতার গৃহে ভয় কোথায়! তা'রা বীরের মত পৃথিবীতে চলে।

২য় ব্রাহ্মণ। ভগবতি, তোমার মতন ওইরূপ অপার্থিব বিশ্বাস আমরা কোথায় পাব? আমরা ক্ষণেকের বিশ্বাসী, অধিক সময় নাস্তিক। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমরা ভগবানকে শুধু গায়ত্রী মন্ত্রেই স্থির রেখেছি; জীবনের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই।

পার্ব্বতী। আর তুমি বল্‌ছিলে, এই তপোবন ছেড়ে চলে যাবে। কেন? কি উদ্দেশ্যে? দেখ, এ সংসারে যাহাকে সুখ বলে, আমরা ত সমস্ত ত্যাগ করেছি! যশঃ, ঐশ্বর্য্য, মানসম্পদ্‌, সমস্তের আশা ত্যাগ করে, আমরা স্বেচ্ছায় গহন বনের মধ্যে এই কঠোর দুঃখশীল জীবন গ্রহণ করেছি; এবং এই অরণ্যভূমি মনুষ্য বসতির উপযুক্ত করে তুলছি। আমাদের আবার কাম্য কি? আমাদের আবার ভয় কি? প্রধান ভয় মৃত্যু—আমরা ত মৃত্যু ভয়কে জয় করবার জন্যেই সারা জীবন সাধনা করে আসছি?

২য় ব্রাহ্মণ। [করপুটে] ভগবতি, আর লজ্জা দিবেন না।

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি। ভগবতীর জয় হোক।

পার্ব্বতী। আপনারা অকস্মাৎ কি মনে করে? মহারাজের কুশল ত?

গণপতি। ভগবতি, আমাদের নাকের রশি ত

আপনাদের হাতেই রয়েছে! না এসে যাই কোথা? রাণী সহ মহারাজও উপস্থিত।

পার্ব্বতী। কেন?

গণপতি। মহর্ষি উদ্দালক আদেশ পাঠায়েছেন, তপোবনে নানারূপ দুর্নিমিত্ত দেখা দিয়েছে। ও'সব না কি রাজজামাতা সত্যবানেরই ভবিষ্যৎ অমঙ্গলসূচনা করছে; তাই এসে পড়েছেন।

[১ম ব্রাহ্মণের প্রতি]—

আর আমার কথাটা যদি অনুগ্রহ করে জানতে চান, তবে বলি যে, রাজভাণ্ডারের মিষ্টান্ন ভোজন করে' করে' ক্লান্ত হয়ে এখানে একটু শাস্ত্রোক্ত তিন্তিড়ীর সন্ধান করতে এসেছি।

২য় ব্রাহ্মণ। তা, এখন কোথা যাওয়া হচ্ছে?

গণপতি। আজ্ঞে, ঢেঁকি দেবতার যেমন কর্ত্তব্য শাস্ত্র বলে গেছেন—নিমন্ত্রণ করতে! মহারাজ, দ্যুমৎসেনের কুটীরে পদার্পণ করেই বলে ফেলেছেন—আজ থেকে এখানে শান্তি স্বস্ত্যয়ন বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি নানারূপ

শাস্ত্রোক্ত বাজীবিদ্যা অহর্নিশি চল্‌তে থাক্‌বে ; আর এই তপোবনে যত অন্নভুক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের আজ থেকে কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আর ঘরে চুলাতে হাঁড়ি উঠবে না।

১ম ব্রাহ্মণ [জনান্তিকে] দেখ ভাই, দেবীর কথা গুলি শোনা মাত্রই যেন আমার সকল ভয় চলে গেছে।

২য় ব্রাহ্মণ। তা' বুঝেছি গো, বুঝেছি, তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

গণপতি। তবেআসুন মহাশয়েরা, আমাকে এই বার একটু সাহায্য করুণ ; আমি এই তপোবনের সমস্তটা চিনি না।

১ম ব্রাহ্মণ। তা আবার বলতে ! পরোপকারায় সতাং জীবনম্।

[গণপতি ও ব্রাহ্মণ দ্বয়ের প্রস্থান]

প্রিয়ম্বদা। দেবি, আমার একটা কৌতূহল বর্দ্ধিত হচ্ছে। যার জন্যে এত হচ্ছে, সেই সত্যবান কিন্তু অটল, উদাসীন। মনে হয়, তিনি এসব কিছুই জানেন না। আর সাবিত্রী ! গভীর

জলের নীচে ক্ষুদ্র সফরী উলট পালট করলে যেমন উপরে কোন চাঞ্চল্য উঠে না, সাবিত্রী দেবীর মনের ভাবও তাঁর মুখে কোনরূপ ছায়া ফেলে না। তাঁকে দেখলে, যুগপৎ প্রীতি, করুণা এবং সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। আমরা যাহা দেখছি, তাতে যেন তাঁর দৃষ্টি নাই; বিশ্বজগতের অন্তরালে তিনি যেন কিছু দেখতে পেয়েছেন।

পার্ব্বতী। বৎস, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি যে, এই অসামান্য রমণীচরিত্রে তোমার চিন্তা আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রিয়ঙ্কর। দেখুন, এই তপোবনে আসিয়াই তিনি সকলের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। আশ্রমের পশু পক্ষীদের প্রত্যহ তাঁর প্রাঙ্গণে একবার নিমন্ত্রণ আছে। শিশুরা তাঁহার নামে পাগল; তাঁর নামে তপোবনের বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেন। আশ্রমের তরুলতাগুলি পর্য্যন্ত তাঁর শুশ্রূষা পাচ্ছে।

পার্ব্বতী। দেখ বৎস, এ ধরায় মোদের জীবন
অস্ফুট কলি শুধু—আদি অন্তহীন।
কোটীগ্রহে, উপগ্রহে বিকাশ ইহার
জন্ম জন্মান্তরে—সবে অপূর্ণ আমরা।
এ ধরণী নাহি করে মোদের গণনা।
নশ্বর প্রবাসী মোরা; মোদের মতন
শত শত প্রাণ মিলি হৃদয় শোণিতে
গড়িছে রঞ্জিছে, শুধু ফুটায়ে তুলিছে
এক এক মহাপ্রাণ সাবিত্রীর মত।
এ রমণী বিধাতার বিশেষ আশীষে
সম্পূর্ণ নিজের মাঝে; জীবন ইহার
পাইবে অমর টীকা সংসারের মাঝে।
মনে হয়, মহোজস্বী অচিন্ত্য মহৎ
বিশাল ঘটনা কোন ঘটিবে অচিরে,
সূচনা হতেছে তার; যবনিকা তলে
শত শত শক্তি আসি হতেছে কেন্দ্রিত
কি আহ্বানে, কিবা লক্ষ্যে! এ রমণী তাহে
অগ্নিপূত হেম সম বিশ্বের নয়নে
প্রকাশিবে আপনার মহতী প্রভায়!
কোথা গেল অপর সকলে?

মকর। দেবি, তাহারা সাবিত্রী সত্যবানের মঙ্গলার্থে বনদেবতার পূজা উদ্দেশ্যে কুল-পতি নামক বৃক্ষতলে সমবেত হয়েছে।

[প্রস্থান]

৫ম দৃশ্য।

[আশ্রমারণ্য ; কুলপতি বনস্পতির সান্নিধ্য ;
সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান্। সাবিত্রি !

সাবিত্রী। কেন প্রভু, কি ভাবিছ ?

সত্যবান্। বিস্মিত হয়েছি আমি ; যেন দিন দিন
ডুবিয়া যেতেছি প্রিয়ে তোমার মাঝারে !
বুঝিতে পারিনে কিছু ; আজি উষাগমে
ইচ্ছা যেন হল মম অরণ্যে ভ্রমিতে—
তিলে তিলে অতর্কিতে প্রাণে ভরি নিতে
এ অগাধ মৌন শান্তি স্থির সুবিমল
বনানীর, চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের ক্ষতে
লাগে যাহা সুধাস্পর্শী, পুণ্যসঙ্গ সম।
তুমিও আসিলে, আর আসি জানাইলে
সে বাসনা ; নাহি বুঝি কেমনে জানিলে
আমার মর্ম্মের তৃষ্ণা ! কতবার দেখি,
জানিয়া বসেছ মোরে ; দৈবের ঘটনা
একি শুধু ! মাঝে মাঝে মনে হয় যেন

ভাঙ্গিয়াছে উভয়ের হৃদয়ের বাঁধ,
মিশে গিয়ে দুই প্রাণ কলরব ভরে
বহিতেছে এক লক্ষ্যে স্বাধীন প্রয়াসে!

সাবিত্রী। [সস্মিতা] প্রিয়তম, প্রেমের স্বভাব ইহা;
তুমিই ধ্যানের ধন আরাধ্য আমার।
হৃদয় স্পন্দিছে মম, তব বক্ষ মাঝে ৷
চল হোথা; পূতচিত্ত ঋষিবালগণ
উৎসবে নিমগ্ন যেন! আজি এ প্রভাতে
বিশ্ব মুখে শিশু সম ফুটিয়াছে হাসি—
মায়েরে দেখেছে বুঝি! [পরিক্রমণ]

[পুষ্পমালা হস্তে, পুষ্পদাম সজ্জিত ঋষিবালকগণের
গান করিতে করিতে প্রবেশ]

গান।

ঘন বিজন বিপিনে গহন কুঞ্জ ছায়
কে তুমি লুকায়ে আছ নিজ মহিমায়!
কোথা সে নিলয় তব　　　যেথা হতে অভিনব
নিতি নিতি আসে ফুল হাসির ঝলক প্রায়!
যে তুমি সে তুমি হও,　　　আমাদের পূজা লও;
সমস্বরে ডাকি তোমা অহে বনদেব,
উরঃ আসি এই বন দ্রুম বেদিকায়!

চিন্ময়। কে তুমি এ বনভূমে দিকে দিগন্তরে
সৃজিয়াছ মহোন্নত তরুর সমাজ!
তোমারি সন্ততি সব, কাতারে কাতারে
শিরে শির জড়াইয়া চেয়ে আছে সবে
তোমার মহান্ উচ্চ উত্তোলিত শির
নভোদেশে—কি ভাবিছে, কি বুঝিছে তারা!
কে তুমি অনাদি শেষ দিতেছ পহড়া!
বুঝিছ কি জগতের গতি ও নিয়তি!
শুন তুমি আমাদের স্তুতি।

স্বতপাঃ। কে তুমি এ বন রাজ্যে মহান্ সম্রাট
একেশ্বর! শির তব বিলীন গগনে;
পদ তব ধরণীর অন্তস্তম তলে;
দৃষ্টি তব বিহরিছে দিগন্ত সীমায়;
নিত্য উঠে সূর্য্য সোম, নিত্য নেমে যায়
অন্ধকারে; দিবা রাত্রি সদা অবিশ্রাম
সুন্দরী কামিনী সম সেবেন তোমারে!
ঊর্দ্ধ করে, যোড় করে করিগো প্রণতি
শুন তুমি আমাদের স্তুতি!

প্রিয়ঙ্কর। কে তুমি, কি রূপে ডাকি কিছুই না জানি!
অর্থ সমাযুক্ত কর আমার এ বাণী!

জানি তুমি, যাহা দেখি তাই নহ কভু ;
জানি তুমি এ ভুবনে অসীমের ছবি ;
ক্ষুদ্র গোষ্পদের জলে আকাশ যেমন,
প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পুরোভাগে তুমি !
সমুদ্রে বড়বা রূপে, নভে সূর্য্য রূপে,
আকাশে বিদ্যুৎ রূপে তোমারি আভাস ;
ষড় ঋতু, দশ দিক তোমারি শয়ন।
ভূত বস্তু হতে রস করি আকর্ষণ
নিত্য নব পরিচ্ছদ করহ বয়ন
ধরণীর ; গতিশীল বারিবিন্দু চয়ে
অম্বরাক্ষে বিরচিয়া স্বর্গের তোরণ,
প্রাণেরে ইঙ্গিত করি হও ভাসমান !
ব্যোমে উড্ডয়নশীল ঊর্ম্মির সমূহে
ঢালহ প্রবাহরূপে ধরণী উপর !
বিপুল পুলক প্লবে ব্যাপহ ধরণী !
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ অজ সর্ব্বাশ্রয় তুমি !
মোদের ইন্দ্রিয় পথে এ বিশ্ব জগৎ
কায়াহীন ছায়া সম করেছ প্রকাশ !
কে তুমি অনাদি শেষ ভাবব্যক্তি শুধু !
কে তুমি সুরের তলে নীরবতা শুধু !

কে তুমি স্রোতের তলে নদী চিরন্তন !
কে তুমি গতির তলে অস্তি সচেতন !
ওতপ্রোত বিরাজিত সদা সর্ব্ব ঘটে !
শ্যেন পক্ষী নীড়ে যথা, তোমার নিকটে
দীপ্তিমতী এ প্রার্থনা করুক গমন।

সত্যবান। সাধু! সাধু!

প্রিয়ঙ্কর। আমরা আলোকশূন্য রজনীর শেষে
করি তোমা আবাহন ; ভীত ভীত মোরা ;
এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয়ে
কভু যেন নাহি পড়ে পৃথিবী উপর !
সোমঋক্ষ মেঘগণ আকাশ হইতে
আগুন বর্ষে না যেন আমাদের শিরে !
গগন কটাহস্রুত নিত্য স্রোতশীল
অন্ধকার, ধরাবক্ষে জমে নাহি যায় !
আমাদের আশ্রমের তরুগুলি যেন
দাঁড়ায় না দৈত্যসম মারাত্মক ক্রোধে !
সর্ব্বংসহা জগদ্ধাত্রী নাহি যায় সরে
পদতলে ; অনিন্দিত অকুটীল পথে
নিয়ে যাও আমাদেরে !

সাবিত্রী। ঋজুপ্রিয় বালক ইহারা

অকুটীল পথসেবী সূর্য্যরশ্মি সম
স্বর্গ ও মর্ত্তের মাঝে।

প্রিয়ঙ্কর। নৈশ অন্ধকার পাড়ে আসিয়াছি মোরা;
আলোক বিকশিতাঙ্গী উষা পূর্ব্বদিকে
হাসিছেন স্বীয় দীপ্তিমুখে!
জ্যোতি সমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি যিনি!
উষাসম আমাদের করহ মঙ্গল!
আমাদের সত্যবান সাবিত্রী দু'জন,
যাঁহাদেরে অতিশয় ভালবাসি মোরা,
তাঁহাদের কর অনাময়!

সত্যবান্। একি! আমারই নাম! কেন মম নাম!
কি করেছি তোমাদের আমি!
কেন এই অকারণ প্রীতি তোমাদের!

সাবিত্রী। বালক ইহারা প্রভু, ফুলের মতন
বিকশিত বিশ্বমাঝে আলোকে শিশিরে।
মধু ও সৌরভে এরা সমগ্র বিশ্বের,
আত্মপর নাহি জানে।

কালিন্দী। ওই যে! ওই যে তাঁরা এসেছেন!

সুতপাঃ। আসিয়াছ! সুলক্ষণ, স্বস্তি, সুমঙ্গল!

প্রিয়ঙ্কর [অগ্রসর হইয়া]

আমাদের ভাগ্যবশে আসিয়াছ যদি,
এস হেথা,
বস আসি এই শিলাতলে।

[সাবিত্রী ও সত্যবানের অগ্রসর হইয়া উপবেশন]

প্রিয়ঙ্কর। [পূর্ব্বানুক্রমে]

জননীর স্নেহ-হস্ত-মার্জ্জিত শরীর
বালিকার মত,
প্রকাশে সুজাতা উষা উজ্জ্বল মূরতি!
সুবিস্তৃত-আকাশের পূর্ব্বদিক ভাগে
জাগ্রত হইয়া,
স্বরগ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গের মাঝে
আনন্দে বসিয়া,
বিস্তীর্ণ বিশিষ্টরূপে হ'ন প্রকাশিত!
পুরাতনী উষাগণ পথে
নবীয়সী উষাগণ করেন ভ্রমণ!
আজি আসে উষারাণী সত্যকার এক নভঃপথে!
অতীত সহস্র কোটী উষার উপমা,
প্রারম্ভ সহস্র কোটী ভাবিনী উষার!

সত্যবান্ [সাবেগে] সাবিত্রি,

অপূর্ব্ব বেদার্থপ্রজ্ঞ এ ক্ষুদ্র বালক!

প্রিয়ঙ্কর।　　প্রাতঃস্নান পূতদেহ আসিয়াছি মোরা,
এসেছি হৃদয়ে করি পবিত্র নির্ম্মল।
ভগ পূষা মিত্র দক্ষ সোমার্ক অরুণ
অদিতি অর্য্যমা ইন্দ্র বিশ্বায়ু: বরুণ
ঊষা সন্ধ্যা ত্বষ্টৃহ দিবসযামিনী
সরস্বতী নিখিলের সৌভাগ্য শালিনী।
আমাদের এই স্তুতি করুণ গ্রহণ!
স্তোতা হৃদয়ের সহ সবার উদ্দেশে
প্রচারিছে মননীয় স্তুতি।

[বনস্পতি-বাটিকায় পুষ্পমাল্যাদি স্থাপন]

প্রিয়ঙ্কর।　[সাবিত্রী ও সত্যবানকে লক্ষ্য করিয়া]
তোমাদেরে পুষ্পমাল্যে সাজাইব মোরা।

[সকলের তথা কার্য্য]

কালিন্দী　[সত্যবানের নিকটস্থ হইয়া]
তোমাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। একি,
তোমার মুখে হাসি নাই কেন? দেখ ত এই
ফুলগুলি কেমন হাস্‌ছে! দেবি, ওঁকে একটু
হাসি শিখিও; না হয় ওঁর কাছে আসতে
ভয় করে।

সাবিত্রী।　　তোরা যেন স্বরগের মর্ম্মবিপ্লাবিনী,

ধরার সীমান্ত-স্পর্শী আনন্দের ঢেউ !
কোথা পাব ওইরূপ অমলিন হাসি ?

[নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে পার্ব্বতীর প্রবেশ]

গান।

চিনে না আপন পর শিশু যেন রবিকর !
হাসিতে হাসিতে আসে সবার হৃদয় পর।
আভাবে আঁধার টুটে, হাসিতে আলোক ফুটে,
তাহারি হাসিতে হাসে এ নিখিল চরাচর।
প্রাণমনে তাই যাচি, সদা তাই নিয়ে আছি ;
ফুটাই প্রাণের ফুলে সেই হাসি মনোহর।

সত্যবান্। মধুর মধুর ! অশ্রুত শুনিনু আজি—
বাণীকণ্ঠে বরণীয় গীতি !

সাবিত্রী। সুপ্রভাত, দেবি পার্ব্বতি !

পার্ব্বতী [সস্মিতা] ক্ষমিও এ সুগোপন প্রাণের উচ্ছ্বাস ;
তোমরা হেথায় ছিলে, জানি নাই আমি।
অপূর্ব্ব দেখিনু কিন্তু—শিশুর খেলায়
দেখিতেছি সৌম্যদর্শী পাবক আপনি
উপস্থিত স্বাহা সহ !

প্রিয়ঙ্কর। সুলক্ষণপূত মাতঃ, পূজা আজিকার ;
সুসময়ে এঁরা দোহে আসি উপস্থিত

অতর্কিতে ; এ'নিমিত্ত সাধু বলে মানি ;
অপেক্ষা এবে দেবীর আদেশ।

পার্ব্বতী। সাঙ্গপূর্ণ তোমাদের পূজা
বাঞ্ছিতজননী হোক!

প্রিয়ঙ্কর [উচ্চকণ্ঠে] দেবিবাক্যে সাঙ্গ হল পূজা।

সকলে। বায়ুগণ মধু করুন বর্ষণ!
নদীগণ মধু করুন ক্ষরণ!
সকলের পালয়িতা বিপুল আকাশ,
পূর্ণ মধুচক্র সম হউন প্রকাশ!
আমাদের রাত্রি উষা শ্যামলা এ ধরা,
চন্দ্র সূর্য্য নিরাবিল হোক মধু ভরা!

সত্যবান্। মধুবর্ষী সাম গীতি, সদ্ভাব সুধায়
অনুস্যূত, সদ্যঃস্ফুট সৌরভের মত
ক্ষিপ্রগতি পশিয়াছে হৃদয়ে আমার ;
পরিপূর্ণ করিয়াছে প্রাণ!

পার্ব্বতী। চল সবে ; এস যোগিবর,
হাসিওনা বালকের এ সারল্য হেরি।
এ বিশ্ব আড়ালে স্থিত দেবতার কাছে
সরলতা প্রিয় অতি। এস পতিব্রতে,
বহুদিন দেখি নাই তোমা ; জাননা কি,

তোমার পবিত্র ওই হৃদয় কুসুমে
লুব্ধ মধুব্রত আমি, অতৃপ্ত সতত ?

[পরিক্রমণ]

সত্যবান্। [স্বগত] এই সুমহতী ধরা, সুন্দরী প্রকৃতি,
এই সুধারস পূর্ণ মানব হৃদয়—
হেথায় কি নাহি বিষ কোথাও গোপনে ?
আছে বটে ; কিন্তু, শিক্ষা সাধনার ফলে
ছাঁকি' বিষ, সুধাটুকু না পারি লভিতে ?
তাই কি কঠিন এত ? এ দুর্গম পথ
এত কি সহজ ? এই উর্দ্ধরুদ্ধ শ্বাসে,
প্রীতিস্নিগ্ধ গৃহ ছাড়ি' ক্ষিপ্ত পলায়ন
দূরে দূরে মরীচিকা মরুচ্ছায়া আশে
নিশিদিন ! তাপশোক দুঃখ এ ধরার
নহে কি মঙ্গলসঙ্গী দান বিধাতার ?
সুনির্ভর ধৈর্য্য নহে নরের নিয়তি
শ্রেয়োমুখী ? ওই বিষ, ওই দুঃখ মাঝে
নাহি কি আহার্য্য কিছু মানব আত্মার
অমরতা সিদ্ধ হয় যাহে ?

[প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

[দ্যুমৎসেনের কুটীর সমীপস্থ প্রাঙ্গন]

সাবিত্রী। আজি সেই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী,
ঋষির উদ্দিষ্ট দিন। অপরাহ্ণ হতে
ঢাকিছে নিস্তব্ধ মেঘে আকাশের বুক
ঘনিষ্ট নিশ্চল স্তরে স্তরে, শ্রেণীবদ্ধ
দৈত্যাদল যেন; বহিতেছে শিথিল বাতাস
আগামিনী তমসার দীর্ঘশ্বাস যেন!
যত বেলা বহে যায়, মনে হয় মম,
এই ধরণীর সাথে আমিও ছুটেছি
কোন এক অবিজ্ঞাত অন্ধকার মাঝে!
আসিবে প্রভাত পুনঃ; কেটে যাবে এই
ত্রিযামা তমসা; মম হবে কি প্রভাত!
স্বামীর মঙ্গল হেতু বিষম সাহসে
লইয়াছি তিন দিবা অনশন ব্রত;
ব্রত মোর হবে কি সফল! সর্ব্বকার্য্য ভুলি
ডাকিয়াছি দেবতারে; দেবতা আমার

পুরাবে কি বাঞ্ছা ? অহে অন্তর বিজ্ঞানী!
দেখিছ হৃদয় ; নাথ, তব ইচ্ছা যাহা
তাহাই সম্পূর্ণ হোক ; শুধু ওই জ্ঞান
জাগাইও মনে ; ঘৃণ্য জড়তার বশে
বিস্মৃতি না হয় যেন পরীক্ষার ক্ষণে,
যে জ্ঞানের এত কাল করেছি সাধনা—
দু'য়ে এক, একে দুই আমরা দু'জন।

[সত্যবানের প্রবেশ]

সত্যবান্। [ক্ষিপ্তবৎ] ওই! ডাকছে। যাই!

[কুঠার হস্তে গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী। কে ডাকছে! কোথা যাবে! যেওনা।

সত্যবান। [সভয় কম্পে] আবার! যাই!

সাবিত্রী। কই, আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
যেওনা, যেওনা আজ বড় খারাপ দিন।

সত্যবান। [উচ্চ হাস্যে] যাই! যেতে হবে।

[গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী। আমিও যাব।

সত্যবান্। [ফিরিয়া] না না! এসোনা, এসোনা!

সাবিত্রী। আজ তোমার কথা শুনছি না ; যাও, আমিও
আছি।

সত্যবান। [সকোপে] নির্ব্বোধ! এসোনা, এসোনা!

[দ্রুত প্রস্থান]

সাবিত্রী। চন্দ্র সূর্য্য দিক দশ অনাদি বরুণ

অষ্ট বসু! রক্ষ, রক্ষ স্বামীরে আমার!

হে ইন্দ্র, হে ঈশান, রুদ্র বৈশ্বানর

শ্রী হ্রী ধৃতি বাক্ কীর্ত্তি হে সন্ধ্যা যোগিনী,

রক্ষা কর স্বামীরে আমার! আকাশে ভূতলে,

কল্যাণী, রক্ষিণী শক্তি যে যথায় আছ,

একযোগী হয়ে সবে, সর্ব্বদিক হতে

রক্ষা কর স্বামীরে আমার!

[নেপথ্যে আকাশে]

শক্তি নাই, শক্তি নাই আমাদের কারো।

[সাবিত্রীর অনন্যমনে দ্রুত অনুসরণ]

২য় দৃশ্য।

[অরণ্যমধ্য ; ব্যাধদ্বয়ের প্রবেশ।]

১ম ব্যাধ। ও বাবা!

২য় ব্যাধ। কি! পালিয়ে এলি যে?

১ম ব্যাধ। অদ্ভুত! অদ্ভুত!

২য় ব্যাধ। ভয় পেলে বুঝি! এই কি তোর সাহস?

১ম ব্যাধ। না বাবা! আমাকে দিয়ে হবে না। আমি এই বনে আর নাই।

২য় ব্যাধ। কেন রে! [হাস্য]

১ম ব্যাধ। দেখলি না? একটা বড়া' মারতে গেলুম— অমন কত বড়া' বিঁধে এনেছি। যেই কাছে গেলুম, অমনি সেটা ছুটে এল! আর মুখ চোখ দিয়ে ফস্ ফস্ করে আগুন বেরুতে লাগল!

২য় ব্যাধ। [সহাস্যে] দূর পাগল! মিথ্যা কথা।

১ম ব্যাধ। দাও না: ওই না একটা হরিণ যাচ্ছে, মেরে আন দেখি বাছা!

২য় ব্যাধ। একটা! কত ভালোমার পালে পালে ছুটেছে! [অগ্রসর হওন]

১ম ব্যাধ। যাবে! যাও। পিতৃপুরুষগণ তোমাকে নিতান্তই টানতে আরম্ভ করেছেন দেখতে পাচ্ছি। উঃ! কি হাওয়া! আজ এ বনে সকলি আশ্চর্য্য দেখছি! আকাশের উপর দিয়ে, গাছের উপর দিয়ে, কে যেন হেঁটে চলে যাচ্ছে! দূরে দূরে, কে যেন হাহা করে হেসে বেড়াচ্ছে! ছুটে আসবার সময় একটা কাঁটাগাছে বাকল লেগে গেছিল, ছাড়াতে গিয়ে দেখি, গাছটা আগুনের হাত বা'র করে ধরতে চাচ্ছে!

[উর্দ্ধশ্বাসে ২য় ব্যাধের প্রবেশ]

কি হে! অমন করে কাঁপছিস কেন? মুখ শুকিয়ে গেল কেন চাঁদ?

[উদ্দালকের প্রবেশ]

উভয়ে। কি ঠাকুর! এখানে! আজ আর হচ্ছে না। নরক শূন্য হয়ে এসেছে! ভূতে এ বন ছেয়ে গেছে!

উদ্দালক। দেখ, তোমরা, কা'কেও এদিকে যেতে দেখেছ?

১ম ব্যাধ। কা'কে ও? বহুত, বহুত! ভূত প্রেত পিশাচ দানা।

উদ্দালক। কোন স্ত্রী ও পুরুষ?

২য় ব্যাধ। স্ত্রী পুরুষ! দেখেছি বটে। তা' তোমার সে খোঁজে কাজ কি বাপু! পালাও, তাদের পিশাচে ডেকে নিয়েছে। এতক্ষণ দিব্য চক্ষে চায়, নিকুঞ্জ বসে গেছে!

[বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।

[বনমধ্য ; শয়নাবস্থায় সত্যবান ; পার্শ্বে সাবিত্রী]

সাবিত্রী। স্বামিন্, সর্ব্বস্ব, প্রভু, জীবন রতন
কি হয়েছে ? কোথাও কি পাইয়াছ ব্যথা ?
কথা কও ; বল, কি করিব ; প্রাণ মোর
বড়ই কাতর হেরি। নিত্য নিত্য আসি
এই বনভূমে মোরা, মাতৃক্রোড়ে যেন ;
আজি কেন এ বিপদ ! আবার যামিনী
নির্জ্জন নিবিড় বন ; দূর বনান্তরে
গর্জ্জিতেছে প্রভঞ্জন ঘোর ঘনরবে !
ব্যাঘ্র নখক্ষত সম জ্বলিছে বিজলী
গগনের কৃষ্ণবক্ষে ! বল, কি করিব।
আনিয়াছি পত্রপুটে নির্ঝর হইতে
পানীয় ; তড়াগ হতে আনিয়াছি তুলে
মৃণাল, তোমার প্রিয়, অতি সুকোমল।
কিছু কি প্রভু, করিবে গ্রহণ ?

সত্যবান। [ক্লান্তকণ্ঠে] সাবিত্রি !

অধীর হ'য়োনা প্রিয়ে ; শক্তিহীন আমি
আজি ; সর্ব্বশরীরের প্রতি লোমকূপে
বিষের সূচিকা যেন করিছে প্রবেশ
মর্ম্মস্পর্শী ; ঘুরে শির,ঘুরিছে ধরণী।
আজি সে সময়, যবে ঝটিকা তুফান
সংসারের, শিশু খেলা—তুচ্ছ অতিশয়।
প্রিয়ে, আজি ভবস্বপ্ন সমাপ্ত আমার
অর্দ্ধপথে—এত শীঘ্র। এমনি অকালে!
পশিতেছি নিবিড়ঘন অন্ধকারে যেন!
আলোক, আলোক কোথা! যোগভ্রষ্ট আমি,
ভুলে গেনু আলোকের পথ! এ জীবন
হইল নিষ্ফল ; বুঝি, আসিতে হইবে
আবার এ ভূভারতে, অভাবের দেশে!
সংসারে কল্যাণ গ্রন্থি চিনিনু তোমায়—
চিরন্তনী, প্রেমময়ী জীবনের দেবী,
জনমে জনমে আছ কাছে ; উত্তরিব
তোমারি সহায়ে, এই ভব পারাবার।
আজিকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চারে
কাঁপিছে হৃদয় মম—চলেছি কোথায়!

সাবিত্রী ; [সত্যবানকে ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন]

কোন ভয় নাহি নাথ ; এই আমি আছি।
স্বল্প এই ব্যাধিপীড়া, শীঘ্র যাবে দূরে।
[বজ্র বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা]
হায় হায় ! একি হ'ল ! কি করিব নাথ !
কোথায় রাখিব তোমা ! এই আসিতেছে
ভীষণ নিদাঘ-ঝঞ্ঝা সর্ব্বনিকগ্রাসী,
করালিনী প্রকৃতির অট্টহাস্য সম !
তরুগুলি অন্ধকারে কালদৈত্য মত
প্রণমিছে ভয়াতুর, তীব্র আর্ত্তরবে !
বিজন, সহায়হীন ; এমনি সময় !
সকলি কি সমুদিল মম ভাগ্য দোষে ?

সত্যবান। অধীর হ'য়োনা প্রিয়ে। [নীরব]

সাবিত্রী। ভীষণা প্রকৃতি !
উন্মাদিনী উদ্বসনা রমণীর মত
ছুটেছে ঝটিকা ! যেন এসেছে নামিয়া
ক্ষণপ্রভা এ বনের অন্তরঙ্গে আজি !
শাখা হতে পত্র হতে অগ্নিজিহ্বা যেন
বাহিরিছে লক্‌লকি ! আশে পাশে আসি'
কে যেন চলিছে, সচকিতে—ছায়াসম !
তরুপত্র সরসরে ; শাখা ভাঙ্গি' পড়ে ;

কে যেন হাসিছে কাছে, পশিতেছে কাণে!

শরীরে রোমাঞ্চ আসে কি অজ্ঞাত ভয়ে?

ভয় কি আমার? আজি ত প্রস্তুত আমি

ঠেলিতে ভয়ের ভয়, উরস-তাড়নে!

[পট পরিবর্ত্তন]

৫ম দৃশ্য ।

[বনমধ্য, বজ্র বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা ; শয়ান সত্যবানকে
ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী]

সাবিত্রী । রজনী গভীর হল ; ক্রমে ঘনতর
অশনি করকা ঝঞ্ঝা—অন্ধ হাহারোলে
ছুটিয়াছে বনভূমি দলিয়া চূর্ণিয়া !
প্রাণাধিক, প্রাণাধিক কোন ভয় নাই ।
আমার শরীর দিয়ে বসনের মত
ঢাকিয়া রাখিব তোমা —
একি, সব শেষ !
প্রাণাধিক, অঙ্গ তব হতেছে শীতল !
বহে না নিশ্বাস ! রাখিতেই না পারিনু !
এত করি, এত সাধনায় ? ফাঁকি দিয়ে
চলি গেলে অভাগীরে ছাড়ি ? কোথা যাবে—
আমিও যাইব সাথে । আকাশে ভূতলে
যে তোমরা দেবদূত কর বিচরণ,
দেখা দাও ! যে তোমরা প্রবাসী মানবে

নিয়ে যাও স্বর্গপথে অজ্ঞাতে আসিয়া,
দেখা দাও! [এ বিজন বনভূমে আজি,
এ মুহূর্তে, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে—
সমগ্র মানবপ্রাণে ডাকিতেছি আমি—
দেখা দাও, লইও না স্বামীরে আমার:
আমারে অজ্ঞাতে কেহ।]

[ক্রন্দনপর হিংস্র পশুগণের প্রবেশ]

এ কি, কে তোমরা?

হিংস্র পশু! প্রাণাধিক, নাথ প্রাণেশ্বর—
শঙ্কা নাই! আহা বুঝিয়াছি। তবে—কেন,
কি ভয় আমার? তোমরা গ্রাসিবে মোরে?
এসো এসো!

[হিংস্র পশুগণের অগ্নি উদ্গীরণ ও বেষ্টন]

এ কি অগ্নি! মুখে অগ্নি! তবে ত তোমরা
শুধু পশু নহ! তবে এসেছ তোমরা
আমার স্বামীরে নিতে—ছলিতে আমারে
ভয় প্রদর্শনে! বুঝি এ' তুচ্ছ নারীরে
না ছলিলে ন'য়! তবে, এখনো পারনি'
নিতে তাঁরে? হে দেবতা ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর,
দয়াময় ঋষিগণ দাও, শক্তি বল!

যদি আমি সতী হই, যদি এ হৃদয়ে
বিন্দুমাত্র অগ্নি থাকে, শাস্ত্রে অর্থ থাকে,
সতীত্বে গৌরব থাকে, স্বামীর আমার
কেশাগ্র স্পর্শেও শক্তি নহিবে তোদের!
দূর হও, দূর হও!

[হিংস্র পশুগণের পলায়ন; পুনরাবির্ভাব, পুনঃপলায়ন]

চলে গেল! হে দেবতা, সর্ব্বশক্তিমান
জয়, জয় হোক তব! কি দেখালে আজি,
কি শিখালে, এ ক্ষুদ্র নারীরে প্রভু!
স্বামী প্রিয়তম, [আলিঙ্গন]
হেথায় রয়েছি আমি; যতক্ষণ দেহে
বিন্দুমাত্র শক্তি আছে, ততক্ষণ তোমা
ছুঁইতে নারিবে আসি' কোন অমঙ্গল!
এ দেহের মোহবন্ধ হতেছে শিথিল—
আজি আমি জাগিয়াছি প্রাণে! প্রাণে মোর
আজি জাগিয়াছে সতী!

[অকস্মাৎ বনান্তরে অগ্ন্যুৎপাত]

ও কি দাবানল!
বনভূমে দাবানল, সে ত সদা দেখি—
কিন্তু এ কি নীল-বহ্নি! সমুজ্জ্বল তেজে

গ্রাসিছে বনস্থলী তৃণরাশি সম!
জ্বল ওরে! মধুরাজ্য পুড়িল রে আজি!
এক সাথে, একই চিতায়! হে হৃদয়
স্থির হও, একলক্ষ্য হও!

[মৃত্যু মূর্ত্তির আবির্ভাব]

মৃত্যু।　　কে তুমি! কাহার তুমি!
বনমাঝে বসে আছ মৃত লয়ে কোলে
একাকিনী ভীতি-হীনা?

সাবিত্রী।　অহো! একি মূর্ত্তি!
প্রজ্বলিত যেন লক্ষ বৈশ্বানর রাশি!
অহো, চিনিয়াছি! প্রাণ মোর
গলিয়া পড়িছে যেন স্বপ্নের গভীরে!

মৃত্যু।　　আমি মৃত্যু;
আমি সেই মৃত্যু, যার বজ্র গ্রাস তলে
ধূলিবৎ চূর্ণ হয় বিশ্বের শরীর।
কে তুমি বালিকা, মুখে কথা নাই কেন,
মূঢ়ে!

সাবিত্রী।　তুমি মৃত্যুদেব! শত প্রণিপাত
পায়ে তব, চরিতার্থ দাসী দরশনে।

মৃত্যু।　চরিতার্থ তুমি! জান না কে আমি মৃত্যু?

আমি সেই মৃত্যু, এই ব্রহ্মাণ্ড যাহার
লীলাক্ষেত্র, ক্রীড়াবিল সৃজিলা বিধাতা।
শ্মশান প্রান্তর মম ; শ্মশানেতে আমি
ধূলিকে দেখাই ধূলি, রত্নকেও ধূলি !
রাজার মুকুট গর্ব্ব ভিখারীর পায়ে
বিদলিত পদানত দিই লুটাইয়া
অবহেলে ; দেব নর, নর কি অমর,
মম দণ্ডতলে হয় সর্ব্বশেষ গতি
সবাকার ; কে না ডরে আমারে, বালিকা ?
সুন্দরীর রূপদেহে শৃগাল কুকুরে
দেই নিমন্ত্রণ আমি, অয়ি গরবিনি !
এ যুবক ভক্ষ্য মম ; ছাড়' দ্রুতগতি—
অন্যথা বিষম হবে। মোর দূতগণ
ভয়ে বিমুখিয়া গেছে ; কোন শক্তি বলে
বিমুখ করিলে সবে ?

সাবিত্রী। তুমি মহাকাল—
বড় ভাগ্যে দিলে দেখা মূর্ত্তিমূর্ত্তি হয়ে—
জানি তোমা ; কে না জানে এ ভবমণ্ডলে
আছে যার স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন ?
যেথায় স্নেহের বন্ধ, সেইখানে তুমি

অজ্ঞাতপদী ; উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
নির্মেঘ আকাশ হতে তুমি বজ্রানল ;
অস্ফুট কুসুম মাঝে তুমি লুক্কায়িত
কৃমি কীট। জানি তুমি আসিয়াছ আজ
হরে' নিতে অভাগিনী বনবাসিনীর
জীবন-সর্বস্ব ধনে। নিয়ে যাও দেব,
সুরেন্দ্র ইন্দ্রও যারে না পারে বারিতে,
ক্ষুদ্র নারী—কি সাধ্য আমার!

মৃত্যু। [প্রাণ গ্রহণের অভিনয় ও প্রস্থানোদ্যম]
[সাশ্চর্য্যে] একি! তুমি পরিপন্থী কেন?

সাবিত্রী। ভগবন্,
এই স্থানে স্থিত আমি ; কি করিতে পারি?
কি সাধ্য রোধিব আমি বিচ্ছেদের পথ?

মৃত্যু। স্থিত তুমি? তুমিও আসিছ সাথে সাথে!
আশ্চর্য্য এই অভিসন্ধি ; মায়া সূত্র ধরি'
বাঁধিও না তিষ্ঠায়ে আমায়—ছাড়' পথ ;
তুমি কোথা যাবে?

সাবিত্রী। [সোৎসাহে] আমি বাঁধিয়াছি?
বাঁধিয়াছি তবে! জয় হোক দেবতার!
দেবদেব, অবলারে দাও শক্তি বল!

দেবেশের ইচ্ছা তাহা—কোথা যাব আমি ?
হৃদয় প্রাণের বৃন্ত ছিঁড়িয়াছে মম।
একি প্রশ্ন দেব ? বিবাহ বন্ধন পরে,
পতিপত্নী দুই দেহে একই হৃদয়,
জানিয়াছি ঋষিমুখে, ধর্ম্মজ্ঞানী তুমি,
তুমি জান', কে বা পাপী, কে এ সত্যবান ;
কি সম্বন্ধ উভয়ের জীবনে মরণে।
হে কৃতান্ত, সে যে পতি, আমি পত্নী তার।

মৃত্যু। [অট্টহাস্য]

কে পত্নী, কে পতি ! অয়ি মুগ্ধ মানব বালিকা,
কেবা পতি, কেবা পত্নী মরণের পরে ?
বিনশ্বর এ সংসার—সকলি নশ্বর,
প্রণয় সখ্যতা মৈত্রী ; দেহের ও'পারে
সমস্ত শিশুর খেলা, সব পরিহাস।
কে চায় কাহার পানে, কে খোঁজে কাহারে
স্নেহশীল, আত্মা যবে জীর্ণ দেহ ভাঙ্গি,
পক্ষীবৎ উড়ে যায় মহাশূন্য পথে ?
মানবি, সম্বর এই নিষ্ফল প্রয়াস।
মৃত প্রিয়জনে, ভাবি' আশার অতীত,
শ্মশানে ফেলিয়া যায় বৃথা খেদ ত্যজি'

জ্ঞানিগণ ; অনুগামী নহে ত তাহারা ?
যাও ফিরি' নিজ গৃহে শোকাশ্রু মুছিয়া।
যতক্ষণ এ সংসারে, ততক্ষণ তুমি
পত্নী প্রিয়তমা, আর পতি সত্যবান।

সাবিত্রী। [আবেগে]

কি বলিলে ? তুমি কি দেবতা ? কিংবা দস্যু
ক্রব্যাহারী বনচর ? অবলা পাইয়া
এসেছ করিতে পরিহাস !—ঋষিগণ
সংসার বিরাগী যোগী; মিথ্যাবাদী তাঁরা ?
মিথ্যাবাদী এই মম আপন হৃদয় ?
আমরা কি বুঝি নাই—সে কি মিথ্যা কথা ?
জগৎ লঙ্ঘিয়া যবে মিলিয়াছি দোঁহে
দুইটি অনল শিখা ! রেণু রেণু হয়ে
ভাবের মতন কভু গেছে মিলাইয়ে
শরীর ইন্দ্রিয় মন ; বুঝিয়াছি শুধু
দু'টি প্রাণকপোতের করুণ ক্রন্দন
নিশিদিন ; কারে বল করিব বিশ্বাস
আপন হৃদয় হতে ? জানিতে কি বাকি,
দেহ নহি, মন নহি, সবার বাহিরে
চির প্রজ্বলিত দু'টি বিদ্যুতের শিখা

ইহ পরকাল ব্যাপী ! দেহের ও-পারে
নিবিবে কি সেই বহ্নি? দেব, জ্যোতির্ম্ময়,
আমি যা'ব—একান্তই যা'ব ; প্রাণ মম
চলে গেছে আগে ; বুঝি, পথ চেয়ে আছে ।
কেন ছলিতেছ দেব অভাগী নারীরে ?

মৃত্যু । অজ্ঞান মানবসুতে ! তব কথা শুনি
হাসি আসে দেবমুখে ; বুঝিয়াছ যাহা
সকলি অলীক, তুচ্ছ দেহের ছলনা ।
প্রপঞ্চবঞ্চনা বিশ্ব—বুঝিবে কি তুমি ?—
অবিদ্যাপরীত ক্ষীণ বুদ্ধি মানবের ।
যা' কিছু দেখিছ, মিথ্যা ; পূর্ণ নিরঞ্জন
সত্য মাত্র পরব্রহ্ম ; তুচ্ছ সত্যবান
মাংস মেদ প্রপূরিত ঘৃণিত শরীর ।
অবস্তু নির্ব্বন্ধপরে ! কেন এত প্রেম
তার পরে, মনস্তাপ তাহার বিহনে ?
এই প্রেমে ... ভাবে বিশ্ব পরাৎপর
স্বয়ম্ভু হিরণ্যগর্ভ ; আশু মুক্তি হবে ।
অবহিত হও ; ইচ্ছ' মুক্তি আপনার
জীবন মরণময় কুম্ভীপাক হতে ।
তুচ্ছ স্বামী—

সাবিত্রী। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেব।
তোমার এ জ্ঞানকথা বজ্রশেল সম
ধ্বসিছে আমার বুক। এ বিশ্ব বঞ্চনা?
এই সুবিশাল সৃষ্টি, অসীম প্রবাহ,
ব্যাপিয়া অসীম শূন্য—কাল নিরবধি,
লক্ষ কোটি জীবনের বিশ্রব্ধ আবাস
দয়াময়ী মাতৃভূমি, সকলি বঞ্চনা?
কাহার বঞ্চনা দেব, কে সে প্রবঞ্চক?
অহো, কোথা যাব তবে, কোথায় দাঁড়াব,
কোথা যাবে মহীরুহ ছাড়ি' মহীতল!
এ নিষ্ঠুর জ্ঞান আজি ক্ষম' সাবিত্রীরে
জ্ঞানিবর; নারী আমি অজ্ঞান বালিকা,
চাহিনা দেবের জ্ঞান। সুন্দরী ধরণী,
এই স্বামী, এই দেহ, সকলি আমার
আপনার; আপনার শিশুর যেমন
সুধা ধারা পরিপূর্ণ বক্ষঃ জননীর।
এ ধরণী আমাদের বিমাতা কি মাতা
চাহিনা জানিতে তাহা; প্রাণ মনে জানি—
দৈবকীর পরিশুদ্ধ মাতৃস্তন হতে
ক্ষীর সর নবনীত শ্রেষ্ঠ শতগুণে

যশোদায়। বিশ্বপথে বিশ্বেশ্বরে গতি।
প্রেমধর্ম্ম, মুক্তিধর্ম্ম জানিতাম মোরা—
প্রেম বন্ধন, মুক্তি বিশ্বময় প্রেম—
বিন্দুপথে অসীমেতে, আলোকে প্রয়াণ।
তা'রি সাধনায় দেব, ফিরি বনে বনে
দয়াময় ঋষিদের পুণ্যপদ তলে
নিতেছিনু সেই শিক্ষা ; জগতের পানে
উন্মুক্ত করিতেছিনু দুইটি হৃদয়।
হায়, আজি ফুরাল' কি সব ? [ভূ-নতজানু]
প্রেতপতি,
দেব, অন্তর্যামী তুমি, বুঝিতেছ আজি
কি করিছে প্রাণ মম, সখা সমপ্রাণ,
অজ্ঞানের শিক্ষয়িতা, গুরু শ্রেষ্ঠতম,
প্রতিভায় ঋষি সম স্বামীরত্ন বিনা।
এই তপস্বিনী দেব, বনবাসিনীর
আছিল কি কোন ধন, কঠোরে নিরত
বিনা এই দেবমূর্ত্তি তাপস যুবক ?
এই ভিক্ষা দেহ' দেব, প্রতিদিন কত
শত শত নরনারী যায় তব পুরে
অকালে, দাসীরে কর তার অন্তত্তম।

কর দয়া, ছিন্ন বৃন্ত প্রাণকুসুমের
অধীর দহন জ্বালা নিবাও আপনি।

মৃত্যু। বুঝিলাম, নারী তুমি, বুঝিবার নহ।
অনিত্য জগৎ পরে এতই বিশ্বাস?
এই স্বামী, এই দেহ সকলি কি রবে
চিরদিন? লক্ষ কোটি বর্ষ ধরি' বহে
সৃষ্টি ধারা, অবিরল বন্যার প্রবাহে।
কত নর, কত নারী, প্রেমিক প্রেমিকা
এসেছে-গিয়েছে হেথা; কত সুখ দুঃখ
ফুটিয়াছে ঝরিয়াছে নিশিতে প্রভাতে
লঘুজীবী পুষ্পসম; চিহ্নমাত্র তার
রয়েছে কি উদাসিনী ধরণীর বুকে?
কিছুই থাকেনা হেথা—চিরগতিশীল
স্রোতঃপরে সঞ্চারিণী জলদের ছায়া।
ছায়ায় নির্ভর যার, বাতুল সে জন।

সাবিত্রী। জানি তাহা দেব, ছায়াময় এই বিশ্ব।
কিন্তু, সত্য বল দেব, এই ছায়া মাঝে
অক্ষর, অমৃত কিছু নাহি কি জাগ্রত—
মায়ার প্রপঞ্চ ভেদে সত্য চিরস্থির?
লক্ষ কোটি বর্ষ ধরি' নিত্য সুখে দুঃখে,

জগতের এই ছায়া হতে, মায়া হতে,
ফুটিয়া উঠিছে যাহা, সমল পঙ্কিল
জলাধারে সহস্রার কোকনদ সম,
তাহা এই মানবের মানব হৃদয়—
পাদপ্রণামেন আহা, বিশ্ব দেবতার।
হে মৃত্যু, তাহাতে তব আছে অধিকার?
সংসারের পঙ্কে শুধু সে পঙ্কজ মিলে;
আর পাব কোথা? তাই নিতান্ত নির্ভরে
এই ছায়া, এই মায়া এত ভালবাসি।
আপনার বক্ষে তার শুনিতেছি বাণী
নিশিদিন; সুখেদুঃখে, পতনে স্খলনে,
নিশ্বাকালে হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তধ্বনি সম
সরল, সহজ তাহা অতি সুগম্ভীর।
সকলি কি মিথ্যা দেব? হয় হোক মিথ্যা;
সমস্তের অবসান আজি; আজি আমি
অতি তুচ্ছ; বেদহীন হোমক্রিয়া মত
অমেধ্য নিষ্ফল; কোন কাম্য, কোন সুখ
নাহি মম এ সংসারে। তপস্বিনী আমি
পতিপথ অনুগতা; দয়া কর মোরে।

মৃত্যু। তীব্র ঐহিকতা পূর্ণ হৃদয় তোমার

তপস্বিনি, দৃঢ়মূল সংসারের মাঝে।
কেন অন্ধকার পথে, অনুদ্দিষ্ট আশে
ভাসাবে জীবনতরী ? প্রফুল্ল যৌবন,
অপরূপ কান্তি তব দুর্লভ ভূতলে,
এতদিন মিছা ক্লেশে করেছ পীড়িত।
পুরাও সংসার সাধ; ধন রত্ন যশঃ
যাহা চাও, লও বর—রত্নময়ী পুরী
শত শত দাস দাসী আজ্ঞা অপেক্ষায়।
ত্যজ' মরণের আশা। অতৃপ্ত বাসনা,
তীব্র বিষধর মত, মহাযাত্রা পথে
দংশে যাত্রীদের পায়ে—কহিনু তোমারে।

সাবিত্রী। রাজার নন্দিনী প্রভু, বননিবাসিনী
দাসী, নহে অবিদিত তব। পিতৃগৃহে
কি অভাব ছিল মম ধনমান যশে ?
সর্ব্বাঙ্গে হীরক মণি মুক্তা আভরণ,
খদ্যোতের পাঁতি মত, আছিল অগ্রেয়া
অহর্নিশি ; শত দাসী সতত সঙ্গিনী।
কেন দেব, আসিয়াছি ফেলিয়া সে সবে ?
ফিরিতেছি বনে বনে হরষ অন্তরে ?
পরিয়াছি চীরবাস, সেজেছি যোগিনী ?

এ সংসারে নাহি মম অতৃপ্ত কিছুই ;
অনন্ত অতৃপ্তি শুধু স্বামী প্রিয়তম।

মৃত্যু। শুন মুগ্ধ বালে, মৃত্যু ইচ্ছাধীন নহে।
শ্বশুরীশ্বশুর তব অন্ধ, রাজ্যচ্যুত—
তাঁহাদের করিলাম সব প্রত্যর্পণ।
যাও ফিরি ঘরে ; স্বামীই সর্ব্বার্থ নহে।
আপনার করণীয় করগে সাধন ;
পুত্রশোকাতুর তাঁরা।

সাবিত্রী। ধন্য তব দয়া ;
স্বরাজ্য শ্বশুর দেবে করিলে অর্পণ।
কিন্তু একি দয়া প্রভু ! নয়নের মণি
আপনি লইয়া হরি', খুলিছ নয়ন ?
এ'ত বর নহে তব—তীব্র অভিশাপ।
রাজ্যত্যাগী, বনবাসী, বৃদ্ধ, সুখী তারা—
প্রাণের আনন্দধনি পুত্র ছিল সাথে।
আজি তব বরে দেব, পুত্রবিনিময়ে
তুচ্ছ রাজ্যধন লভি', জগৎ সংসারে
কে আছে এমন দুঃখী তাঁহাদের সম ?
প্রভাতে প্রবুদ্ধ হয়ে, যবে গুরুজন
মেহোৎফুল্ল আঁখি খুলি,' সুচির তৃষিত,

চাহিবে দেখিতে পুত্রমুখ, সুধাইবে
কোথা সত্যবান্—

মৃত্যু। [সরোষহাস্যে] একি বৃথা বাক্য ব্যয়!
চলিলাম আমি ; আমি কি করিব তার?
তাহার জীবন মম সাধ্যায়ত্ত নহে।

সাবিত্রী। —কেন নহে? প্রভু চাও, লও বিনিময়ে।
জরাতুর গুরুজন ; এ শোকসংবাদে
সুনিশ্চিত আত্মঘাতী হইবেন তাঁরা ;
কৃতান্ত! কি ফল মম ফিরি সে কুটীরে?
একাকিনী, জ্ঞানহীনা অবলা রমণী—
এ তুচ্ছ জীবন মম, ইহাতে কি কাজ
জগতের? পতি মম বীর অনুপম,
অগাধগম্ভীরসত্ব বোগৈশ্বর্য্যময়,
ধরণী ধরণক্ষম বাহু দুটি তাঁর।
উজ্জ্বলিত উচ্চ আশা, মহত্ব অসীম
সতত হৃদয়ে, দেব, তাঁহার মরণে
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইবে নিষ্ফল।
আজি নিশি প্রভাতিলে আসিবেন ঋষি
উদ্দালক, বেদগুরু পতির আমার
সদা ব্রহ্মতেজোদ্দীপ্ত ; ঋষিবালকেরা

আসিবেন সচন্দন অর্ঘ্যমালা করে,
শুনিতে সে বেদপাঠ গুরুসন্নিধানে
কুতূহলময়—যেন অগাধ সাগর
অন্তস্তলে উচ্ছ্বসিত ; ধীরোদাত্ত স্বর
উঠিতেছে সুগম্ভীর কম্বুকণ্ঠ সম !
আহা, আজ ফুরাবে সকলি ! এত আশা
সুমহতী, ঋষিদের আশিষ বচন
শুদ্ধচেতা, বিফলিবে প্রলাপের মত।
দেবদেব মহাকাল, কি অসাধ্য তব—
দয়া যদি হ'ল তবে, কেন বিড়ম্বনা ?
চাহিনা আপন সুখ ; জগতের তরে,
অপূর্ব্ব অস্ফুট ফুল, ছিঁড়িওনা তারে ;
আমার জীবন লও তার বিনিময়ে !

মৃত্যু। শুন' মুগ্ধে, ফুল শুধু ফলেরি কারণ ;
নাহি উচ্চতর লক্ষ্য। যাও ফিরি ঘরে ;
তোমারে দিলাম আমি বহুপুত্র বর।
পুত্রাধিক কাম্য কিবা আছে রমণীর ?
ভুল স্বামী ; সুভাগিনি, শত পুত্র লয়ে
সুস্মিত উল্লাস স্বপ্নে কাটাও জীবন।

সাবিত্রী। সম্বর ! সম্বর—আহা অভাগিনী আমি !

হে নির্দ্দয়, কেন মোরে দিলে অভিশাপ ?
এক পুত্র বর কেবা যাচে তব কাছে
কৃতান্ত ? সর্ব্বস্ব তুমি লইতেছ হরি'।
অকামা তপস্বীব্রতা; বিলাস বিমুখী,
কিসে পাব পুত্র আমি ? কলঙ্কের কালী
মাখিবে সতীর ভালে নির্ঘৃণ কঠিন ?
এই কি দেবের দয়া ! হায়, কোথা যা'ব—
শত পুত্র—সে ত শত জলন্ত নরক
শ্রীনহীনা অনাথিনী বিধবার কাছে,
স্বৈরগতি পশুসম নিয়ন্তৃ বিহীন !
তোমার এ বাক্য আমি করিব নিষ্ফল ;
এখনি ত্যজিব প্রাণ। সতীর হৃদয়ে,
পুত্র হতে প্রিয়তম পতি শতগুণে,
লক্ষগুণে প্রিয় আহা সতীত্ব রতন—
বুঝিবে কি তুমি, দেব ? দেবতার জ্ঞান
বিপর্য্যয় ক্রূর অতি, বুঝিলাম আজ।

মৃত্যু। [সরোষ সংরম্ভে]
নির্ব্বোধ নিরক্ষমরা ক্ষীণপ্রাণা নারী,
অসহ্য এ প্রগল্‌ভতা ! স্বামীর কারণে

রমণী ত্যজিছে প্রাণ! নিতান্ত সহজ!
অকিঞ্চিৎ লোষ্ট্র সে কি?

সাবিত্রী। ক্রুদ্ধ তুমি দেব!
সমস্ত শরীর হতে স্ফুলিঙ্গের মত
বিস্ফুরিছে জ্বালামুখ! কালদণ্ড তব
উদ্গারিছে কালানল উল্কাপিণ্ড সম!
সম্বর, সম্বর দেব! কেন বিভীষিকা?
ভয়ে ভীত যদি নারী সাবিত্রী, তা'হলে
বহুপূর্ব্বে—পূর্ব্বে তার হত কণ্ঠরোধ।
যাহা কহিতেছি, সে কি নারীর জল্পনা?
ভাবিয়াছ প্রগল্ভতা, কথায় ছলনা?
ব্রহ্মময়ী দেবী গার্গী অরুন্ধতী পদে
প্রণিপাত করি, তাঁরা শিক্ষয়িত্রী মম
স্নেহশীলা—এ শরীর জীর্ণ বস্ত্র মত
নিবেদি তোমার পায়ে দেখ মুহূর্ত্তেকে।
কেন বৃথা ক্রোধ! শান্ত হোক ক্রোধ তব;
শান্তি, হোক শান্তি—

[যোগাসনে উপবেশন ও সহসা দণ্ডায়মানা হইয়া]

হে কৃতান্ত! পারিলে না লইতে ইহারে!
আজি আমি তপস্বিনী, সাবিত্রীর পণে

আহরিয়া প্রাণ পুনঃ, ওই দেহ মাঝে
জীয়াইব স্বামীরে আমার ; নিবারিব
অপ্রস্তুত অকাল নিয়তি ; ত্রিভুবনে
কেহ নাই রোধিবে আমারে—ওঁ,—[ধ্যানস্থা]

মৃত্যু। [সপরিতোষ] পতিপ্রাণা, ধন্য তুমি !
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি
ভাসিছে বদনে তব ! পবিত্র ধরণী
তোমার চরণস্পর্শে ! পরিতুষ্ট আমি,
পরাজিত মৃত্যু আজি তোমার নিকটে
সুবর্চ্চসে ! নিত্যকাল হেন পরাজয়
খুঁজিতেছি ক্ষুব্ধমনে মানবের দ্বারে
নিরাশ্বাসে ! লও তব পতি সত্যবান ;
সাধহ প্রেমের ধর্ম্ম শত বর্ষ ধরি,
ধরাপরে ; ব্রাহ্মণের সাবিত্রীর মত
পবিত্র পাবনী হও যুগ যুগান্তরে।
তোমার চরিত্র ধ্যানে, তীর্থনীরসম
অপাপ নির্ম্মল হোক দেশদেশান্তরে
মানব দম্পতি, অহে অপূর্ব্ব মানবি !
আশৈশব সকৌতুকে দেখিতেছি তব
সুচরিত ; অস্ফুটিত পদ্মকলি আজি

ফুটিয়াছে জ্যোতিঃস্পর্শে সত্য সবিতার!
পরিতৃপ্ত আমি ধন্য তোমার বিশ্বাস,—
'অপ্রেম বন্ধন, মুক্তি বিশ্বময় প্রেম';
এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম বিশ্বজিৎ;
সেই মহাযজ্ঞ, যাহে সর্ব্বস্ব আহুতি
সনিঃশেষ—মহামুক্তি! সেই মহামন্ত্রে
সিদ্ধ হও, মুক্ত হও অয়ি তপস্বিনি!
যে পবিত্র তেজঃ আজি হৃদয়ে তোমার
দেখিলাম সন্ধুক্ষিত, হোমানল সম
প্রজ্বলিত রেখো তারে আজীবন স্থির,
সাগ্নিক ঋষির মত। [অন্তর্দ্ধান]

সত্যবান। সাবিত্রি, তাপসি!

সাবিত্রী। [সুপ্তোত্থিতবৎ সাবেগে আলিঙ্গন]
স্বামিন, সর্ব্বস্ব প্রভু, কেন—কি ঘটিল!

সত্যবান অয়ি মোর জীবনের সর্ব্বাভিলাষিণি
বিজ্ঞা প্রিয়তমা দেবি, যে দিন প্রথমে
তোমারে হৃদয়রাজ্ঞি, গুরুর আদেশে
এনেছি জীবন মাঝে করিয়া বরণ,
সেই দিন হতে প্রিয়ে, প্রতি দিন—দিন
কি অপূর্ব্ব বিপ্লাবিনী ঘটনার ধারা

ছুটেছে জীবনে মম, কে বুঝিবে প্রিয়া ?
আগে ছিল এ জীবন নিঃশব্দ বিজন
মহাশূন্য—সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র সম
সঙ্গীত রূপিণী তুমি উঠিলে জাগিয়া !
দেখেছি অদ্ভুত স্বপ্ন আজি নিশাযোগে—
যেন এই দেহ হতে শত অনিচ্ছায়,
অগ্নিতপ্ত লৌহ হতে স্ফুলিঙ্গের মত
ছুটিলাম বাহিরিয়া—কি জানি কোথায় !
সিন্ধুসম অন্ধকার, নাহি তল কূল—
ছুটিতেছি, ঘুরিতেছি, পড়িতেছি কোথা
নিরাশ্রয় ; সকাতরে চাহি চারিদিকে !
দেখিলাম পরক্ষণে সে ঘোর আঁধারে
জাগিল তোমার আঁখি—শান্ত সমুজ্জ্বল,
যুগল দীপক, দূরে ধ্রুবতারা সম !
কিরণ প্রগ্রহ দিয়ে কি মন্ত্র উচ্চারি'
ফিরালে আমারে পুনঃ ? সেকি সত্য প্রিয়ে ?

সাবিত্রী।　　স্বামিন্ !
ক্ষুদ্র জ্ঞানহীনা নারী, কি সাধ্য আমার !
যিনি এই ব্রাহ্মকমে নিখিল জগতে
আনিছেন উদ্বোধিত বুদ্ধি প্রাণধারা,

তাঁহারি দয়ায় আজি এড়াইলে নাথ
নিদারুণ ব্যাধি হতে। হয়েছে প্রভাত।
অন্তেবাসী অধ্যয়ন দূর বনাশ্রমে
শুনা যায়, জাগরিত-প্রাণী রব সহ।
উদিছেন অংশুমান সৃষ্টির ললাটে
আশিষ চুম্বন যেন বিশ্ব বিধাতার।
ঋষিগণ প্রাভাতিক অনুষ্ঠান রত।
চল ফিরি আশ্রম কুটীরে; নাহি জানি
গুরুজন সারানিশি কত উৎকণ্ঠিত।

সত্যবান। মধুর প্রভাত!
পাইয়াছি নব বল, নব বুদ্ধিধারা!
উদার সঙ্গীততন্ত্রে হৃদয় আমার
শুভ্রবহা গীতি সম যেতেছে বহিয়া
একসুরে। আজি এই মধুর প্রভাত,
ফুটহাস্য শিশু সম সুধাসিক্ত আঁখি,
আনন্দমধুর কলে কিনিয়াছে মোরে—
কিনিয়াছে অকিঞ্চন মূলে!

[উদ্দালকের প্রবেশ]

উভয়ে। গুরুদেব! (প্রণত)

উদ্দালক। শিষ্য!

পুনরায় আসিয়াছি আমি; ধন্য আমি!
ধন্য এ পৃথিবী! আজি অসীম আশ্বাস
আসিয়াছে ধরা মাঝে, তোমাদের হতে।
শুন বৎস, এই নারী—এই দেবী, যিনি
পত্নী তব, অপূর্ব্ব মহিমা বলে আজি—
আপনার অপার্থিব পতিযোগ বলে,
এনেছে ফিরায়ে তোমা মৃত্যুগ্রাস হতে;
মরণেরে করিয়াছে অমৃতের সেতু।
কি উপায়ে ক'রোনা জিজ্ঞাসা; অসম্ভব
অশ্রুত অপূর্ব্ব। তর্ক যুক্তির বাহিরে
সে উপায়। এস বৎস! করি অভিষেক
আজি এ পবিত্র ক্ষণে তোমরা দু'জনে
সংসার রাজত্বে; সংসার বিষাক্ত নহে;
সংসার আনন্দধাত্রী পবিত্র আশ্রম
ব্রহ্মযজ্ঞ সাধনার ক্ষেত্র এ' সংসার।

[শান্তিজল বর্ষণ]

তোমার মতন বৎস, সত্যব্রতধার,
অতন্দ্রিত, স্বর্গমুখী জীবন সুন্দর
সংসার খুঁজিছে সদা করুণ আক্রোশে;

সংসার আশ্বাস লভে স্পর্শে তোমাদের।
যাও বৎস, সেথা তব সিদ্ধি সাধনার।
যাও বৎস, সংসারেতে লভ' সেই জ্ঞান,
যেই জ্ঞান হৃদয়েরে করে নবীয়ান্,
নয়নে অমৃত মাখে, শ্রবণে অমৃত,
জীবনের নিস্তরঙ্গ মধুর সাগরে
স্থির তির্মিহিল সম করে দেয় প্রাণ।
মনে রেখো—'ঋজু হব, ঋতপায়ী হব'
যে মুহূর্ত্তে নরপ্রাণে জাগে এ বাসনা,
স্বর্গে দেবগণ করে উৎসব পারণা।
সুধাপায়ী দেবগণ, হৃদয়-নিঃসৃত
নরের সদ্ভাব-সুধা করে তারা পান।
নিত্য সত্য, দ্বন্দ্বাতীত, কপিল অন্তরে
বসিয়া রয়েছে যাহা, তাহাই মানব—
আপনারে প্রাপ্ত হও। করি আশীর্ব্বাদ,
থাকিও স্বধর্ম্মে ; শেষে জীবন সায়াহ্নে
হেথায় ফিরিও পুনঃ একত্রে দু'জনে।
এ শান্ত, ছায়াস্নিগ্ধ তপোবন তলে
আবার পাইবে মোরে। বৎস, কে বলিবে
কে গুরু, কে শিষ্য হব তবে! যাও বৎস—

কি আনন্দ আজি মম! আমার কামনা,
দেবতার ইচ্ছা আজি হয়েছে সফল।

[প্রস্থান]

সত্যবান্। প্রিয়তমে, তপস্বিনি, আরো কাছে এসো!
চিনিতে পারিনে তোমা, কি দেখালে তুমি!
তুমি কি দেখালে ইহা? কি শুনিনু আজ!
লক্ষ লক্ষ তারা যেন আমারে ঘেরিয়া
কোটী কণ্ঠে জয়কার দিতেছে উল্লাসে!
সমস্ত গগন যেন সূর্য্যালোকে গলি
প্রকাণ্ড হাসির মত পড়িছে ঝরিয়া!
নূতন বিবাহ একি মোদের আবার?
এতদিন পরে আসি পাইনু তোমারে?
যে হোক, সে হোক ইহা; বুঝিতেছি আমি—
স্বচ্ছ ইহা সত্য, ইহা আমারি মতন।
যে হও, সে হও তুমি; বুঝিতেছি আমি—
সত্য তুমি, স্বচ্ছ তুমি; হৃদয়ের কাছে;
এই মম বাহুপাশে তুমি; পত্নী মম,
সঙ্গী মম; জীবনের শ্রেয়ঃ প্রেয়ো নহ,
প্রিয়তমা সহচরী, প্রাণের পাথেয়
সংসার সঙ্কট পথে।

সাবিত্রী। প্রিয়তম!—　　[বাক্যহারা দৃষ্টি]

[যবনিকা পতন]

উপাঙ্ক।

[আশ্রম চত্বর; দেবদারুবেদিকায় তপস্বীবেশে সাবিত্রী
ও সত্যবান, শিরে রাজমুকুট, গলে পুষ্পমালা;
যথাস্থানে উদ্দালক গৌতম ঋষিগণ;
পার্ব্বতী ঋষি বালকগণ অশ্বপতি
দ্যুমৎসেন শৈব্যা মালবী গণপতি
অমাত্য প্রভৃতি দণ্ডায়মান]

গান।

বালকগণ। অয়ি, এ বিশ্বপিতা!

করুণা তটিনী তব চিরকাল স্বরগে ধরায় লুণ্ঠিতা।

যোগী বেশে রাজ কাজ সাধিছ ভুবন মাঝ!

তোমারি প্রতিভা আজ হল ধরাপরে সিঞ্চিতা।

বালিকাগণ। অয়ি এ-বিশ্বজননী!

পাষাণ দ্রাবিণী, পাষাণের মাঝে প্রাণ নির্ঝর রূপিনি!

অভয়ে বরদে শুভদে, সারদে সুখদে মোক্ষদে,

এক কোমল বীণা, তোমারি স্নেহে বাড়িছে হাসিছে ধরণী!

সমবেত। হে পিত, হে জননী!

হে নিত্য যোগিনি, সত্যসরনি, শিবসুন্দররূপিণি!

সমাপ্ত।

লেখকের অপর গ্রন্থ।

সিন্ধুসঙ্গীত— ||০

শৈলসঙ্গীত— ১৲

আকাশ—পর্ব্বত—সমুদ্র।

বিশ্বকাব্যের এই তিন অধ্যায়—বিশ্বকবির ভাবের ত্রিধারা—বিশ্ববেদের "ত্রয়ী"—সৃষ্টিমূর্চ্ছনার ত্রিমূর্ত্তি। এই ত্রিভাণ্ড হইতে প্রতিনিয়ত ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া মানব হৃদয়কে অতর্কিতে সিক্ত করিতেছে—সরস করিতেছে; মানবকে কবি করিতেছে—বিশ্বকবির সহিত আত্ম-সাধর্ম্ম্যে তাহাকে জাগ্রত করিতেছে। মানবের সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় ভাবস্ফূর্ত্তি এই তিন পদার্থ হইতে প্রতিনিয়ত প্রাণিত হইতেছে।

কবি জাগ্রতভাবে, প্রথম হইতে এই ত্রিবেণী দীক্ষায় দীক্ষিত। তাঁহার সিন্ধু শৈল ব্যোম প্রতিভালঙ্কৃত জন্মভূমি তাঁহাকে শৈশবেই পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিল। উহার ফলে—সিন্ধুসঙ্গীত, শৈলসঙ্গীত ও ব্যোমসঙ্গীত।

সিন্ধুসঙ্গীতে কবি, বিপুলকর্ম্মা সমুদ্রের প্রকাণ্ডতায়,

অসীমতায়, পরনাবেগ সংরক্ত একাগ্রতায়, ও অতলস্পর্শ গম্ভীরতায় জাগ্রত হইয়াছেন ; ও সমুদ্রের চরিত্রগুণ সমুদ্দীপ্ত হইয়া, বিপুল কর্ম্মক্ষুধায়, ব্যক্তি হইতে স্বজাতিতে, স্বজাতি হইতে জগতে অভিযান করিতেছেন—সত্যশিব সুন্দরের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কর্ম্মগতিই সিন্ধু সঙ্গীতের মূলমন্ত্র—নবযৌবন জাগ্রত কবিহৃদয়ের আনন্দ গাথা !

শৈলসঙ্গীতে কবি, স্বদেশের অরণ্য পরিচিত তরুনদী সরিৎ কান্তারের স্নিগ্ধশোভা সুষমার মধ্যে, সরসবিকশিত প্রেমে, অবাধ স্বাধীনতায়, নানাভাবে—নানাদিক্ হইতে নিসর্গের প্রশস্ত সৌন্দর্য্যালোকে উপনীত হইয়াছেন ; ধ্যানযোগের শান্তির মধ্যেই সত্যশিব সুন্দরকে, তথা বিশ্ব সঙ্গীতের আদি ও চরমতত্ত্ব প্রণবকে প্রাপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়াছেন।

তৎপরে ব্যোমসঙ্গীত—প্রস্তুত আছে—ক্রমে প্রকাশ্য।

প্রোক্ত গ্রন্থত্রয়ের বিচিত্র রসভাব পূর্ণ কবিতা সমূহ, সুধীগণ নিজ নিজ ভাবে নির্ব্বাচন ও প্রশংসা করিয়াছেন। বিবেচনা করিতে গেলে, একটী কবিতাও বাদ পড়ে নাই। পাঠকের সৌকর্য্যার্থে তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সিন্ধুসঙ্গীত সম্বন্ধে—

হিতবাদী লিখিয়াছেন—এই নূতন কবির মৌলিকতা আছে, কল্পনার বৈচিত্র আছে, লিখিবার শক্তি এবং ভাবুকতাও আছে। চট্টগ্রাম হইতেই এক অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন কবি আসিয়া বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছেন— সমালোচ্য গ্রন্থের কবিও সেই চট্টগ্রাম হইতে সমাগত—কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ইঁহার শক্তির বিকাশে বঙ্গীয় কবি সমাজে ইনি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।

ভূমিকায় কবিবর ৺নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—লেখকের কবিতা-প্রসূন বিকশিত হইয়া মাতার কবিত্ব কাননে এক অভিনব কবিতাকুঞ্জ স্থাপিত করুক; ও তাহার সুসঙ্গীতে ও সুসৌরভে বঙ্গকাব্য জগৎ প্রমোদিত হউক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও কবিপ্রতিভার পরিচয় আছে।

ভূতপূর্ব্ব জষ্টিশ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।

নব্যভারত লিখিয়াছেন—এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। অনেকস্থলে সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। লেখকের শক্তিবিকাশ হইলে বঙ্গসাহিত্য কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হইবে, আশা করি।

১৩০৯ সনের নব্যভারতে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এই কাব্যের বস্তুসংক্ষেপ প্রদান করিয়াছেন। উহা ভবিষ্য সংস্করণে দীপিকাস্বরূপে প্রকাশিত হইবে। সংপ্রতি উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল; যথাঃ—সিন্ধু সঙ্গীতের কবির ভিতরেও মহাকবি শেলীর জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও উধাও কল্পনা স্বাধীনভাবে দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের ছবির সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাধ্যাতীত. সিন্ধুসঙ্গীতের নানাস্থানে বিশেষতঃ 'মেঘনাদে' যথার্থ শব্দ প্রয়োগ, উন্মুক্ত কল্পনা, গভীর ভাব যে কত রহিয়াছে, তাহা সিন্ধুসঙ্গীত' পাঠ না করিলে বুঝা যায় না। শশাঙ্কমোহনের হৃদয় ভাবপ্রবণ —[illegible] অচলস্পর্শী। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অভিনব কল্পনা অতি বিরল, সিন্ধুগর্ভ হইতে কবির উত্থান ও নক্ষত্রের দেশে অভিযান পরিত্যাগ করিয়া, ধরণীতে ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচারার্থ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পতন পর্য্যন্ত, সমস্তই এক অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতেছে।

মকে জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত করিবার-একমাত্র ভাষা শশাঙ্কমোহনের সিন্ধুসঙ্গীত। এমন এক-দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সিন্ধুসঙ্গীত প্রত্যেক বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু হইবে।

শৈলসঙ্গীত সম্বন্ধে—

প্রবাসী লিখিয়াছেন—সমালোচনাব্রত গ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাটিতে ঘাটিতে যখন একটা রত্ন মিলিয়া যায়, তখন সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। শশাঙ্কমোহনের 'শৈলসঙ্গীত' এত কাল পড়ি নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ইহার প্রত্যেকটা কবিতা নিজস্ব, ভাবের প্রবাহ বেগ,ছন্দের তরলতা ও শব্দবিন্যাসের সরস-মাধুর্য্যে পূর্ণ। কবি চট্টগ্রামবাসী, তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল—Oh ! Kaledonia, meet nurse for a poetic child ! আমরা সকল সুন্দর কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করি 'মধু' 'স্বাধীনতা-শীর্ষক' কবিতা দুইটী।

নব্যভারত লিখিয়াছেন—শশাঙ্কমোহন একজন

প্রকৃত কবি ; তাঁহার সিন্ধুসঙ্গীতে তাঁহার প্রস্ফুট প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছি, এই পুস্তকে তাহার বিকাশ-সৌন্দর্য্যে আরো মোহিত হইয়াছি। এই কবির গ্রন্থ উপহার পাইয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি। এইরূপ কবি বঙ্গদেশের গৌরব। তাঁহার 'জন্মভূমি' কবিতাটী এত সুন্দর হইয়াছে যে, মনে হয়, এই একটি কবিতা লিখিলেই তিনি অমর হইতে পারিতেন, কতকটা তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যথা

জন্মভূমি কবিতাটা "স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকার প্রতিভাশালী, শিল্প সম্পদে ধনী। যাহা লেখেন, তাহাই সুমিষ্ট হয়। তাঁহার "বর্ষা" কবিতাটী আরো কত সুন্দর দেখুন। যথা এ ত গেল কেবল সৌন্দর্য্য-বোধের দৃষ্টান্ত ; সৌন্দর্য্য বোধের সহিত গ্রন্থকারের সাত্ত্বিক ভাবের পরিচয় তাঁহার 'সন্ধ্যা' নামক কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে, যথা এই সাত্ত্বিক ভাব শেষে আরো কত মধুর কত গভীর, কত প্রাণস্পর্শী হইয়াছে পাঠক তাঁহার "উমা" ও "শৈলসঙ্গীতে" কবিতায় তাহার পরিচয় পাইবেন—যথা ইহাতেও যদি গ্রন্থকারের পূত হৃদয়ের পবিত্র ছায়া প্রতিফলিত না হইয়া থাকে, তবে আর আমাদের দেখাইবার শক্তি নাই,

ভাষা নাই। সে অবস্থায় পাঠককে শৈলসঙ্গীত একবার পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি কি? চট্টগ্রাম কবিত্বময় দেশ—এই দেশে নবীনচন্দ্রের জন্ম,—এই দেশই শশাঙ্ক-মোহনের পাদচারণার স্থল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কে বড়, সে বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নবীনচন্দ্র প্রবীণ, শশাঙ্ক নবীন। নবীন রিপুবাক্যে কবিত্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, শশাঙ্ক সাত্বিকতার আরাধনা করিতেছেন। একজন যদি বায়রণের সহিত তুলিত হইতে পারেন, তবে অন্যজন কেন যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের সহিত তুলিত হইবেন না, আমরা বুঝিনা। আমাদের সিদ্ধান্ত এই, নবীনচন্দ্র অমর হইতে পারিলে, শশাঙ্ক-মোহনও অমর হইতে পারিবেন। তাহা হইলেই চট্ট-গ্রামের শোভা সৌন্দর্য্য ধারণের চরম ফল ফলিবে।

আর একটী কথা বলা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়। শাস্ত্রী শিবনাথ ধার্ম্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার কবিতায় যে সাত্বিকতার পরিচয় পাই নাই, শশাঙ্কমোহনে তাহা পাইয়াছি। ধার্ম্মিক চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলিতে যে সাত্বিকতার আভাষ পাওয়া যায়, শশাঙ্কমোহনে তাহারই জমাট ভাব পরি-লক্ষিত হয়। তুলনা অসম্ভব; কিন্তু শশাঙ্কমোহনের লেখা

এদেশের কোন কবিরই অযোগ্য নহে। শশাঙ্কমোহন যে পথে অগ্রসর হইতেছেন, সে পথের পথিক এদেশে অধিক নাই। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, শশাঙ্ক-মোহন ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের ন্যায় সাত্বিক ভাব সাধনায় অমরত্ব লাভ করুন; এবং তাঁহার কবিতায় দেব আশী-র্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—শৈল-সঙ্গীতের ধ্যানভাগের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। 'সন্ধ্যা' ও ছায়া" এই দুইটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হইল। এই কবিতাদ্বয় যেমন সুমিষ্ট, তেমনই সুগভীর ভাবপূর্ণ। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে, এই ছায়ার অন্তরালে যেই অনি-র্ব্বচনীয় আলোক আছে, জীব সর্ব্বক্ষণ তাহারই অন্বেষণ করিতেছে। দার্শনিক জ্ঞানমার্গে চিন্তার কষ্টে ও কবি ভক্তিমার্গে কল্পনার সুখে শুভক্ষণে কখন কখন তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। যদিও সেই দেখান অর্দ্ধব্যক্ত ও সাঙ্কেতিক ভাষায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেননা তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, সাহিত্যক্ষেত্রে পরমার্থ জ্ঞান [illegible] করিয়া আপনি [illegible] হউন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—

আমি তোমার আশীর্ব্বাদক ; আমার মুখে তোমার প্রশংসা শোভা পায় না। তবে মোটের উপর এই বলিতে পারি, তোমার "সাঁতার" "স্বাধীনতা" "মোহিনী" এবং "মোহিনীর পরবর্ত্তী কবিতাগুলি আমার কাছে বড় ভাল লাগিয়াছে। ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল, উহারা কেবল 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে' এমন নহে, মরমে একটা ছবি রাখিয়া যায়। উহাই আমি কবিতার সার্থকতা মনে করি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মোহিনী প্রতিভায় জন্মভূমির মুখ সমুজ্জ্বল হউক।

'গৃহশিক্ষা,' 'গৃহসুখ, Child in Nature প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

চির দিন প্রকৃতির লীলাভূমি
স্বভাব সুন্দর চটুল প্রাঙ্গণ ;
প্রকৃতির শোভা তুমি জ্যোতির্ম্ময়
এস কবি প্রিয় কবি করি সম্ভাষণ।

বিজনসঙ্গীত পাঠ করিয়া কবির জন্মভূমির কোন সহৃদয় উদীয়মান কবি স্বীয় নাম গোপনে পরম আনন্দোচ্ছ্বাসে সঞ্জীবনী পত্রিকায় যেই কবিতা

লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আর যাহা হউক, কুতুহলী পাঠক দেখিবেন যে 'শৈলসঙ্গীত' মানুষের হৃদয়ের কোন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে—এবং তাহার প্রকৃতি বা পরিমাণ কি, যথা :—

অশ্রুময় হয়ে এল হৃদয় আমার,
পড়ে পড়ে তব দেব ! "জন্মভূমি" গীতি
নমি তোমা ভক্তি ভরে অগ্রজ প্রতিম,
কি বলিব নাহি মম ভাষার সঙ্গতি !
নূতন আগ্রহে মন গিয়েছে ভরিয়া
মনে পড়ে কত কি গো চেয়ে চেয়ে চেয়ে
বর্ষার আকাশ পানে, কবিতার স্বরে
কি যেন আমার মাঝে যাইতেছে গেয়ে !
শুনিয়াছি কত নিশি করুণ সঙ্গীত—
কেহ গেয়ে যেত পথে ভাটিয়াল সুর ;
হে কবি এ তোমার এই উচ্ছলিত গীত,
সেরূপ উদ্দাম, হেন স্মৃতি-ভরপুর !
মনে করে দেয় এরা বিস্মৃত জীবন ;
এ গুলি কবিতা নয়—সুদূর মাধুরী ৷
ফুটায়েছে ইহাদের গিরি উপবন—
কল কল নদী বহে দিক্ দিশা সঞ্চারী !

বনের সুবাস তথা রয়েছে মুছিয়া,
সায়াহ্নের শান্তিভরা চাহনি নিচয় ;
অতীতের প্রাণ তথা যায় উচ্ছ্বসিয়া
সরল সরস কত প্রফুল্লতাময় ।
অপরূপ "শঙ্খনদী" পড়েছি ক'বার !
এই রূপে এই রূপে কে আর গাহিবে !
সরল আরণ্য খেলা পবিত্র "সাঁতার"
মধুর "কাহিনী" মনে চিরদিন রবে !
এত স্বচ্ছ, এত স্নিগ্ধ, এত সুগম্ভীর
সায়াহ্নের রবিকরে যথা বাপীতল !
যত পড়ি যত খুঁজি, প্রসন্ন সমীর
মরমে ব্যাপিয়া যায় করে গো শীতল !
সমস্ত কবিতাময় সুগোল নিটোল
একটী সৌন্দর্য্য-সাজ্ঞা হৃদয়ের মূলে !
বহুকণ্ঠা স্রোতস্বীর মরমে তরল
ভাসিছে একটী ফুল আকুল ব্যাকুলে !
নাহি তথা বিষাদের উচ্ছ্বাস ভাষা -
বীর্য্যহীন করে যাহা হৃদয়টী শেষে ;
আছে তাতে সুবিশাল ভূমানন্দ
[illegible]সে !